উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 September 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 109 JAL

হরিয়ানার ভোট দঙ্গলে এবার ভিনেশ-পুনিয়া

সাতের পাতায়

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হলেন রাহুল

এগারোর পাতায়

আরজি কর শুনানি স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় অসুস্থ, তাই শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানির নতুন দিন ঘোষণা করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বুধবার এক নোটিশে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শুনানি করবেন না। চিকিৎসক খুনের মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানি না হলে আদালতের তরফে নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

‘অপরাজিতা’ মহারাষ্ট্রেও চান পাওয়ার

আরজি কর ঘটনার রেশ ধরে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল’ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪ পাশ হয়েছে। এবার এরাজ্যের ধাঁচে ধর্ষণবিরোধী বিল আনার দাবি উঠল মহারাষ্ট্রে। এক সাক্ষাৎকারে এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ার বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।’

বিস্তারিত সাতের পাতায়

খেলোয়াড় তৈরির নেশায় ছুটি নেন না রাজীব

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : পেশায় তিনি সরকারি স্কুলের শিক্ষক। সাপ্তাহিক ছুটি তো রয়েছেই, পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ছুটির দিনও, কিন্তু খেলোয়াড় তৈরির নেশায় কোনও ছুটিতেই ছুটি নেন না খেলোয়াড় গড়ার কারিগর রাজীব ভট্টাচার্য। ময়নাগুড়ি বৌলবাড়ি নীলকান্ত পাল হাইস্কুলের ওই শিক্ষকের হাত ধরে একের পর এক জাতীয় ও রাজ্য স্তরের খেলোয়াড় পেয়েছে বিদ্যালয়।

শেষ কবে বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়েছিলেন তা মনে করে উঠতে পারছিলেন না রাজীব। শুধু রাজীবই কেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরোদচন্দ্র রায়েরও মনে নেই, রাজীববাবু কবে শেষ ছুটি নিয়েছিলেন। শুধু ছুটি না নেওয়াই নয়, রবিবার এমনকি সরকারি বিভিন্ন ছুটির দিনও স্কুলে দিব্যি হাজির হয়ে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর প্রশিক্ষণ দিতে ব্যস্ত থাকেন জলপাইগুড়ি তোরোলপাড়ার বাসিন্দা রাজীব।

গত ২০০৭ সাল থেকে নীলকান্ত পাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন বিদ্যালয়ের কর্মশিক্ষার শিক্ষক রাজীব। প্রতিদিন নিজের ক্লাস শেষ করে স্কুল ছুটির পর ছাত্রছাত্রীদের খেলোয়াড় তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন স্কুলের ময়দানেই। সপ্তাহের সাতদিন তো রয়েছেই, বিভিন্ন সরকারি ছুটির দিনও নিয়মমাফিক বিদ্যালয়ে হাজির হন তিনি। তাঁরই প্রশিক্ষণে ২০১১ সালে রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সাতটি সোনা ও চারটি রুপো জয় করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরই ছাত্র তাপস রায় লংজাম্পে বেঙ্গল মিটে

ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজীব ভট্টাচার্য।

দু’বার রেকর্ড করে। তাঁর আরেক ছাত্র ভাস্কর রায় রাজ্য স্কুল অ্যাথলিট মিটে ডিসকাস ও শটপাটে আটটি সোনার পাশাপাশি ক্লাব স্টেট অ্যাথলিট মিটে ছয়টি সোনা জেতে। ভাস্কর, তাপসের পাশাপাশি, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তাঁর হাত ধরে রাজ্যের বহু পদক এনেছে বিদ্যালয়ে। প্রতিদিন বাইকে করে বিদ্যালয় চলে আসেন রাজীব। যেদিন বিদ্যালয় ছুটি থাকে সেদিন শুধু একটু রদবদল হয় তাঁর রুটিনে। সকালের বদলে সেদিন বিকেল নাগাদ বিদ্যালয়ের মাঠে হাজির হন তিনি। চলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রশিক্ষণের পালা। এক ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার রাজীবের। তাঁর কথায়, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আমাকে বরাবরই এই কাজে উৎসাহিত করে চলেছেন।’ রাজীবের এই কাজের কথা মাথায় রেখে অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০২৩ সালে উদীয়মান সেরা অ্যাথলেটিক কোচের সম্মানে সম্মানিত করে তাঁকে। তবে সম্মাননা বা পুরস্কারের আশায় নয়, আগামীদিনেও নিজের নেশায় আরও খেলোয়াড় গড়ে যাওয়ার কাজ করে যাবেন বলে দাবি রাজীবের।

২০০১ সালে আলিপুরদুয়ারের দমনপুর হাইস্কুল থেকে কর্মজীবন শুরু করেন রাজীব। সেখানেও একইভাবে খেলোয়াড় গড়ে গিয়েছেন তিনি। পারিবারিক কারণ, পাশাপাশি যাতায়াতের অসুবিধার জন্য, চেষ্টা করে অবশেষে নীলকান্ত পাল হাইস্কুলে ২০০৭ সালে বদলি নিয়ে আসেন তিনি। তারপরে নতুনভাবে নিজের মতো সাজিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন খেলোয়াড় গড়ার কারিগর। নিজের ছাত্রজীবনেও ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন রাজীব। জলপাইগুড়ি আরএসএ, জেওয়াইএমএ জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব, আলিপুরদুয়ার যুব সংঘে দীর্ঘদিন ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা দলেরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি দু’বার ভেটেরান্স দলের হয়ে বাংলাদেশ সফর করেছেন রাজীব।

তরুণীর মৃত্যুতে বাবা, সৎমা ও পিসি গ্রেপ্তার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : তরুণীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতার বাবা অরবিন্দ ঘোষ, পিসি সাধনা ঘোষ বোস ও সৎমা মণিকা সরকার ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার তাদের সাতদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক অভিযুক্তদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, তরুণীর মৃত্যুতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টেকাটুলি ঘোষপাড়া এলাকায় নিজের বাড়ির একটি ঘরের মেঝেতে ২৫ বছর বয়সি তরুণী অঙ্কিতা ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের বাঁ দিকের পায়ে গামছা বাঁধা ছিল। বুধবার সন্ধ্যায় মৃতের জ্যাঠতুতো দাদা পরিমল ঘোষ ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে পরিমল মৃতের বাবা, সৎমা, পিসি ও পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে তরুণীকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। অভিযোগের পরই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ খুনের মামলা দায়ের করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। কীভাবে ওই তরুণীর মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশও তরুণীর মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। পুলিশের বক্তব্য, তরুণীর মৃত্যুর কারণ জানতে অভিযুক্তদের জেরা করা হচ্ছে।

আগের রাতে ওই তরুণী তাঁর পিসি সাধনা ঘোষ বোসের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তাই তরুণীর মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে সাধনার বয়ান অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তদন্তকারীদের কাছে। তরুণীর দেহ উদ্ধারের কিছু সময় বাদে সাধনা

কিনারা হয়নি

- তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার
- অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে
- বিচারক অভিযুক্তদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন
- খুনের মামলা হলেও কীভাবে ওই তরুণীর মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয়

কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের সৎমা মণিকা সরকার ঘোষ প্রথম মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে অন্যদের জানান। মণিকার বয়ানও পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এছাড়াও মৃতের বাবা অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ড অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবীনগর মিলপাড়ায় পিসির বাড়িতে থাকাকালীন অঙ্কিতা সেখানে দু’বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও দু’বার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সাধনাও এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

উত্তাল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নগ্ন ছবি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। পরীক্ষা-কেচ্ছা, আর্থিক দুর্নীতি সহ একাধিক কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ লবির। সেইসঙ্গে উঠে আসছে ‘হুমকি প্রথা’-র অভিযোগ। মেদিনীপুর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, ছবিটা একই। দুর্নীতি, পরীক্ষা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠল পড়ুয়াদের একাংশই।

রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও লাভ হয়নি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ সেপ্টেম্বর : তাঁর প্রভাব এতটাই যে কোচবিহারে এমএসভিপি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনিই ছিলেন শেষকথা। মেডিকেলের অধ্যক্ষ তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলেও তিনি তাঁদের ‘পাত্তা’ দিতেন না বলে অভিযোগ। রাজীব প্রসাদের সময়কালে এমজেএন মেডিকেলে দুজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব সামলেছেন। দুজনের সঙ্গেই রাজীবের তিক্ততার ঘটনা মেডিকেলের অন্দরে সর্বজনবিদিত। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে ‘বিশেষ সখ্য’ থাকায় বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠলেও এমজেএন কর্তৃপক্ষও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিত না। নানা অভিযোগ নিয়ে মেডিকেলের অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটি তৈরি করলেও সেখানে নাকি রাজীব প্রসাদ কোনও সহযোগিতাই করতেন না বলে অভিযোগ। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, ‘এর আগে রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার তদন্তের জন্য দু’একবার তদন্ত কমিটিও তৈরি হয়। কিন্তু সেখানে তিনি কোনও সহযোগিতা করেননি।’

শেষকথা

- এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রাজীব প্রসাদ ছিলেন শেষকথা
- রাজীব প্রসাদের সময়কালে এমজেএন মেডিকেলে দুজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব সামলেছেন
- দুজনের সঙ্গেই রাজীবের তিক্ততার ঘটনা মেডিকেলের অন্দরে সর্বজনবিদিত
- স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে ‘বিশেষ সখ্য’ থাকায় এমজেএন কর্তৃপক্ষও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিত না

অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন রাজীব প্রসাদ। তিনি বলেন, ‘আমি বরাবরই হাসপাতালের স্বার্থে কাজ করে এসেছি। আমার বদলির প্রাক্‌মুহূর্তেও ৬৪ জন সাফাইকর্মী ও সিকিউরিটি নিয়োগের অনুমোদনপত্র স্বাস্থ্য ভবন থেকে এনেছি। সেটিও হাসপাতালের স্বার্থেই করা।’ সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মুখ হওয়ার কারণেই বারবার রেহাই পেয়ে গিয়েছেন তিনি। পরিষেবায় প্রভাব বিস্তারে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালেই তাঁর সঙ্গে তিক্ততা গড়ে উঠত। কয়েকমাস আগে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ। সেই ঘটনায় নাম না করে রাজীব প্রসাদের দিকেই মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন অধ্যক্ষ।

এরপর আটের পাতায়

ছাত্রদের দাবি মেনে ডিনের পদত্যাগ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : হুমকি প্রথা বন্ধ করতে এবং টিএমসিপি ইউনিট ভাঙার দাবিতে বুধবার সকাল থেকে উত্তাল হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিনকে ঘেরাও করে রাখলেন পড়ুয়ারা। ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে নম্বরে কারচুপি, পরীক্ষা হলে নকল করায় মদত দেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন পড়ুয়াদের একাংশ। হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জুনিয়ার চিকিৎসক সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পড়ুয়ারা এদিন রীতিমতো চাপ দিয়ে ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তকে দিয়ে বিষয়টি স্বীকার করিয়েছেন। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ পড়ুয়াদের চাপে নতিস্বীকার করে পদত্যাগ করেন ডিন। তিনি বলছেন, ‘আমি দায় স্বীকার করছি না। শুধু পড়ুয়াদের দাবি মেনে পদ থেকে সরে যাচ্ছি।’ তাঁর সঙ্গেই পদত্যাগ করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন সুদীপ্ত শীল।

এরপর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে আরজি কর ইস্যুতে মানববন্ধন তৈরি করেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, সারাদিনের আন্দোলনে নৈতিক জয় পেয়েছেন তাঁরা।

এদিন ক্যামেরার সামনে ডিন স্বীকার করেছেন, ডাঃ অভীক দে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের বর্তমান অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, সাহিন সরকার মিলে তাঁকে ফোন করে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন। ঘটনার জেরে এদিন অধ্যক্ষের ঘরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। একসময় কলেজের অধ্যাপকদের একাংশ এসে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ডিন সহ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সরব হন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং জুনিয়ার চিকিৎসকরা বুধবার দুপুরে একাধিক দাবিতে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান। সেখানেই বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষ সহ বাকিদের। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে গিয়ে বিক্ষোভে আটকে পড়েন শিলিগুড়ির মেয়র তথা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। ঘণ্টা দেড়েক ওই বিক্ষোভে আটকে পড়ুয়াদের কথা শুনতে হয় তাঁকে। পড়ুয়ারা দুপুর ২টা নাগাদ গৌতমকে

প্রবল বিক্ষোভের মুখে অধ্যক্ষও

চলে যেতে বললে মেয়র সেখান থেকে বেরিয়ে যান। তবে পড়ুয়াদের অভিযোগের সত্যতা রয়েছে বলেই মনে করছেন উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম। মেডিকেল ছাড়ার আগে তাঁর বক্তব্য, ‘মেধাবী পড়ুয়ারা যখন অভিযোগ করছে তখন নিশ্চয়ই এর সত্যতা রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আশা করি আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে।’

অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা চাপে পড়ে বলছেন, ‘ছাত্রছাত্রীরা যা অভিযোগ করছে, সেগুলির সব তদন্ত হবে। দ্রুত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।’

পড়ুয়া এবং জুনিয়ার চিকিৎসকদের অভিযোগ, সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল সহ কয়েকজন জুনিয়ার চিকিৎসক নিজেদের টিএমসিপি ইউনিটের সদস্য পরিচয় দিয়ে হস্টেলে পড়ুয়াদের হুমকি দেন। অভিযুক্তরা ক্যাম্পাসে তোলাবাজিও করেন। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে কেউ মিছিলে গেলে তাঁদের দেখে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। মঙ্গলবারও পিজিটি দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সাহিন, সোহমদের বিরুদ্ধে। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, হস্টেল মেরামত, টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া সহ একাধিক দাবি রাখা হয় অধ্যক্ষের কাছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পড়ুয়ারা অধ্যক্ষের ঘর থেকে বের হবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। এরপরেই ঘটনাস্থলে ডিন এবং সহকারী ডিনকে ডাকার দাবি তোলা হয়। সেইমতো তাঁরা অধ্যক্ষের ঘরে আসতেই দুজনকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিনের পদত্যাগ দাবি করতে থাকেন পড়ুয়ারা। ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষ, ডিনকে।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র

এরপর আটের পাতায়

পরীক্ষা কেলেঙ্কারিতেই সিলমোহর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য দপ্তরে উত্তরবঙ্গ লবির দাপটের কথা আগেই লিখেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় রীতিমতো হইচই শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা ডাঃ অভীক দে সহ টিএমসিপি ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়া, হাউস স্টাফ নিয়োগ, পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দেওয়ার নামে তোলাবাজি, ভয় দেখানো, পিজিটিকে ধর্ষণের হুমকি সহ ২০টিরও বেশি লিখিত অভিযোগ এদিন অধ্যক্ষকে দিয়েছেন পড়ুয়ারা। এরপরেই একের পর এক পড়ুয়া থেকে অধ্যাপক নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের কথা তুলে ধরেছেন।

চিকিৎসক পড়ুয়া শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, ‘ডিন জেনেশুনে সাহিন সরকার সহ বাকিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আড়াল করতেন। অভীক দে’র মদতে সাহিন সরকার সহ বাকিরা অত্যাচার করে পড়ুয়াদের ওপর। তবু কেউ কিছু বলার সাহস দেখান না।’

মেডিকেলে কান পাতলেই অবশ্য শোনা যাচ্ছে, শুধু সাহিনরা নয়, এর পেছনে আরও অনেক মাথা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক প্রভাবশালী ডাক্তারের মদতেই দীর্ঘদিন এসব হয়ে আসছে। তাছাড়া অভিযুক্তদের অনেকেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই ভয়েই এতদিন কেউ মুখ খোলার সাহস পাননি। এখন আন্দোলনে সবাই এককাট্টা হতেই একের পর এক ভয়ংকর অভিযোগ উঠে আসছে।

শুধু হুমকি নয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষায় টুকলি, বেশি নম্বর পাইয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, টিএমসিপি নেতা সোহম মণ্ডলের নম্বর কারসাজি করে বাড়ানো হয়েছে। অভিযুক্তর প্রথম বর্ষ থেকে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো হয়েছে। চূড়ান্ত বর্ষের একটি উত্তরপত্র ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হোয়াইটনার দিয়ে মুছে ৪৭ নম্বরকে ৯৩ করা হয়েছে। গাইনিকলজি, পেডিয়াট্রিক এবং সার্জারির পরীক্ষায় অভিযুক্তের নম্বর বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এর পেছনে অভীক দে’র মদত রয়েছে বলে দাবি চিকিৎসক পড়ুয়াদের। অধ্যক্ষও সবটা জানতেন বলেই দাবি করেছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও যে পরীক্ষা দুর্নীতি হয়েছে,

এরপর আটের পাতায়

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, জল্পনা পরকীয়ার

সৌরভ দেব ও সুভাষচন্দ্র বসু

জলপাইগুড়ি ও বেলাকোবা, ৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার সকালে বাড়ির পাশে চা বাগান এলাকায় স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার বারোপাটিয়া নতুনবস গ্রাম পঞ্চায়েতের গাগলাঘাটা এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম অসোনা রায় (৩২)। অভিযোগ, ওই ঘটনার পরই গা-ঢাকা দিয়েছে গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া তাঁর এক আত্মীয়। এই ঘটনায় পরকীয়া তত্ত্ব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।’

মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৮ বছর আগে অসোনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গাগলাঘাটার তলিমোহন রায়ের। বর্তমানে তাঁদের এক মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। দু’বছর ধরে অসোনার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে ওই আত্মীয়ের। তাঁদের এই সম্পর্কের কথা জানতেন পরিবারের সদস্যরাও। বছর খানেক আগে ওই আত্মীয়ের সঙ্গে অসোনা পালিয়ে যান। সেই সময় তলিমোহন থানায় একটা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিছুদিন বাদে তাঁরা আবার গ্রামে ফিরে আসেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে এলাকায় একটা সালিশি সভা হয়। সেইসঙ্গে যেহেতু নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, বিষয়টি আদালত পর্যন্ত যাওয়ার পরে অসোনা তাঁর স্বামী তলিমোহনের সঙ্গে সংসার করতে রাজি হন। তারপর সুন্দরভাবেই চলছিল তাঁদের সংসার।

এরপর আটের পাতায়

তাহাদের কথা

আরজি করে চাপা পড়ে উত্তরের যন্ত্রণা

দীপ সাহা

চারদিকে শুধু জল আর জল। ‘ত্রাণ এসেছে’- খবর পেয়ে দিগভ্রান্তের মতো দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। সঙ্গী টিনের তৈরি ভেলা। হাত বাড়িয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার চরম কাকুতি, ‘একটা রুটি দ্যান বাবু’। কেউ আবার চাইছেন, একমুঠো শুকনো চিঁড়ে।

একরাতের মধ্যে গঙ্গার জল ঘরছাড়া করে দিয়েছে মানুষগুলোকে। বাচ্চা, বুড়ো সকলেই এখন বাঁধের পাড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে কোনওমতে আশ্রয়ে। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে চব্বিশ দিন। উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, হিরানন্দপুর, অশোকনগর কলোনি, বড় কার্তিকটোলা, চম্পানগর, জুলাব্ধিটোলা, রাহাতপুর, কাশিমপুরের মতো গ্রামগুলোতে হাহাকার থামেনি এতটুকু। ছোট্ট দ্বীপের মতো ভূতনিকে বাঁচাতে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা এককাট্টা হলেও নজর পড়েনি কলকাতার ‘বাবু’দের।

পড়বেই বা কী করে! সমস্ত ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানি যে এখন আরজি করে। সঞ্জয় রায়, সন্দীপ ঘোষ, অভীক দে, আরও কত কত চরিত্র। টিআরপি বাড়ানোর এই তো মোক্ষম সময়! তাই রিমোট ঘুরিয়েও কলকাতার কোনও চ্যানেলে বা ‘প্যানেলে’ পাওয়া যায় না ভূতনির চরের দুর্গতদের কথা। স্থানীয় মিডিয়া হইচই করছে বটে, কিন্তু তাতে কী-ই বা আসে যায়! কলকাতার বড় মাথারা যে বড় খবর না পেলে মাথা ঘামান না।

গঙ্গা দু’ভাগ করে দিয়েছে বাংলাকে। থুড়ি, তিনভাগ।

এরপর আটের পাতায়

রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ উত্তরবঙ্গে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৪ সেপ্টেম্বর : পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকা পেল উত্তরবঙ্গের আট জেলা। রাজ্যের তরফে সোমবার এই টাকা জেলাগুলোকে দেওয়া হল। সবমিলিয়ে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা পেয়েছে উত্তরের জেলাগুলো। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, টায়েড এবং আনটায়েড প্রকল্পে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ সকলেই আলাদাভাবে বরাদ্দ পেয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন দত্ত বলেন, 'জেলায় দ্রুত পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাজ করা হবে। তার জন্য পরিকল্পনা করে আগে থেকে টেন্ডার বের করে রাখা হয়েছে। এখন অর্থবরাদ্দ করেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর যে নির্দেশ দিয়েছে, সেভাবেই কাজগুলো হবে।'

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলে কোচবিহারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৬১ টাকা। আলিপুরদুয়ার জেলার ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৯ টাকা। জলপাইগুড়ি জেলা পেয়েছে ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৯০ টাকা। দার্জিলিং জেলা (জিটিএ বাদে) পেয়েছে ৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯১ টাকা। কালিম্পং জেলা ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৩৬ টাকা পেয়েছে। উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্য যথাক্রমে বরাদ্দ হয় ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৮৬ টাকা এবং ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২৭ টাকা। মালদা জেলা পেয়েছে ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৫ টাকা।

পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকা এখন সরাসরি কোনও কাজে খরচ না করার নিয়ম রয়েছে। সরকারি নির্দেশে দু'ভাগে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে হয়। তার মধ্যে টায়েড গ্রান্টের টাকা দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী পানীয় জলপ্রকল্প, বর্জ্য নিষ্কাশন এই ধরনের কাজ করা যাবে। যে কাজগুলো এলাকাবাসীর সবার কাজে লাগবে। কোনওপ্রকার ব্যক্তিগত উপভোক্তার কাজে টায়েড গ্রান্টের টাকা খরচ করা যাবে না, এমনটাই নির্দেশ রয়েছে। অন্যদিকে, আনটায়েড গ্রান্টের টাকায় রাস্তা, ভবন, কালভার্ট তৈরির কাজ করা যাবে। বর্তমানে সমস্ত জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই প্রকল্পের বরাদ্দ সরাসরি পায়।

জেলার বরাদ্দ

কোচবিহার- ২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৬১ টাকা
আলিপুরদুয়ার- ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৯ টাকা
জলপাইগুড়ি- ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৯০ টাকা
দার্জিলিং (জিটিএ বাদে)- ৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯১ টাকা
কালিম্পং- ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৩৬ টাকা
উত্তর দিনাজপুর- ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৮৬ টাকা
দক্ষিণ দিনাজপুর- ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২৭ টাকা
মালদা- ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৫ টাকা

শরতের আকাশ।। *আগমনীর বার্তা। ফালাকাটায় মোস্তাক মোরশেদ হোসেনের তোলা ছবি।*

রাধার চড়চাপড়ে ভাগল চিতাবাঘ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার বেলা তখন দেড়টা। পাতা তুলতে ব্যস্ত ডুয়ার্সের বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের রাধা নাগ। হঠাৎ কানের পাশে গর্জন। কিছু বোঝার আগেই রাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বুনো। আকস্মিক ধাক্কায় চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ৫৫ বছর বয়সি ওই চা শ্রমিক। নাকে এল বোঁটকা গন্ধ। রাধা বুঝে গেলেন, চিতাবাঘ হামলা করেছে। না লড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। হাতের কাছে হাঁসুয়াটাও নেই। এদিকে বুনো তখন রাধার গলায় কামড় বসানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মরিয়া হয়ে রাধা দু'হাত দিয়ে চড়চাপড় মারতে লাগলেন চিতাবাঘটার মুখে। হয়তো নাকে কিংবা চোখে লেগেছিল। তাই হটে গিয়ে এক লাফ দিল চিতাবাঘটা।

ততক্ষণে রাধার চিৎকারে ছুটে আসতে শুরু করেছেন সতী মাহালি সহ অন্য চা শ্রমিকরা। কাছেপিঠেই কাজ করছিলেন তাঁরা। বিপদ বুঝে এবার ওঁদের ওপরও ঝাঁপায় চিতাবাঘটা। জখম হয়েছেন সতী এবং আরও একজন মহিলা শ্রমিক। ওদিকে রাধা তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। হাত, মাথা ক্ষতবিক্ষত। চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনজুড়ে আতঙ্ক। রাধাকে নিয়ে বীরপাড়া হাসপাতালে ছুটলেন কয়েকজন। অন্য দুজনকে নিয়ে যাওয়া হল চা বাগানের হাসপাতালে।

চিতাবাঘের আক্রমণে আহত গ্যান্দ্রাপাড়ার রাধা নাগ। -সংবাদচিত্র

গুদাম লাইনের বাসিন্দা রাধার স্বামী শংকর নাগ ওই চা বাগানেই সর্দারি পদে কর্মরত। খবর পেয়ে তিনিও ছোটেন বীরপাড়া হাসপাতালে। হাসপাতালে রাধা বলছিলেন, 'কিছু না পেয়ে খালি হাতেই লড়াই করি।' তাঁর ছেলে রুস্তম বলেন, 'কয়েক বছর আগে গ্যান্দ্রাপাড়ায় চিতাবাঘের হামলা হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝে মাঝে চিতাবাঘ দেখা যায় এলাকায়। বুধবারের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।'

গ্যান্দ্রাপাড়া, তোতাপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানগুলি কাছাকাছি অবস্থিত। এবছরেরই ৫ জুলাই তোতাপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে আট বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়। ১০ মে লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে দুটি পৃথক জায়গায় চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন দুজন। ১১ মে ওই চা বাগানের চারটি পৃথক এলাকায় চিতাবাঘ দেখা যায়। আবার সেদিনই মোরাঘাট চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন এক মহিলা চা শ্রমিক। স্থানীয়দের সন্দেহ, এলাকায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে। একটি চা বাগান থেকে আরেকটি চা বাগানে যাতায়াত করছে। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

নেপালের চায়ের ব্যবসা ঠেকাতে চিঠি ডিজিএফটির

নাগরাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : নেপাল চায়ের দাপটে দার্জিলিং চায়ের কোণঠাসা হয়ে পড়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের বাগিচা শাখাকে (প্ল্যান্টেশন ডিভিশন) চিঠি দিল ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টি বাণিজ্যমন্ত্রকেরই আওতাধীন এই শাখাটি দেখভাল করে। গত সোমবার ওই ডিরেক্টরেটের উপ মহানির্দেশক সঞ্জয়কুমার তিওয়ারি প্রেরক হিসাবে বাণিজ্যমন্ত্রকের বাগিচা শাখাকে এই চিঠি পাঠান।

এই চিঠিতে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তা ছেত্রীর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেডকে বলেছেন, বর্তমানে নেপাল থেকে চা রপ্তানির যে নীতি রয়েছে সেটি জনস্বার্থের পরিপন্থী। এটির দ্রুত পর্যালোচনা জরুরি। আট পাতার ওই চিঠিতে দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের এই পরিস্থিতির পেছনে আরও কিছু কারণ চিহ্নিত করে সে ব্যাপারেও কেন্দ্রের পদক্ষেপ দাবি করেন।

হিল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদে থাকা শান্তা তাঁর পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্রকে জানিয়েছেন, ভারত থেকে নেপালে রপ্তানি হওয়া চায়ে সেদেশের সরকার ৪০ শতাংশ কর আরোপ করে। এতে সেখানকার চা শিল্প রক্ষা পাচ্ছে। অন্যদিকে, নেপালের যে চা ভারতে আসছে তার ওপর এদেশে কোনও রপ্তানি কর নেই। ফলে একই ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে উৎপাদিত নেপাল সস্তার চায়ের দাপটে দার্জিলিং চা শিল্পের পরিস্থিতি দিনকে দিন আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে।

হারানো/প্রাপ্তি

আমার ফার্মাসিস্ট রেজিস্ট্রেশন নং D38564 হারিয়ে গিয়েছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন অনুগ্রহন পূর্বক জানিয়ে বাধিত করিবেন। মোবাইল-9476380507 গৌরলাল চন্দ, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর। M-9564770321. (M-109592)

I Narayan Roy residing at Mathabhanga Pin : 736146 within the limits of Shikarpur Gram Panchayat, Dist. Coochbehar, West Bengal lost two of deeds of mine being number 1030/2016, 4396/2016 which was registered at the office of ADSR Mathabhanga. If any one finds those deeds kindly contact 8250777062. (C/112320)

ভর্তি

শিলিগুড়ি চা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Siliguri Tea Training Institute) শিবমন্দির, NBU-এর কাছে। চা ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। সময়কাল - 6 মাস, কোর্স ফি - 50000 টাকা (5টি ইনস্টলমেন্টে), চা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট কোর্স। সময়কাল 4 মাস, কোর্স ফি - 40000 টাকা (4টি ইনস্টলমেন্টে)। ফোন : 8372059506 / 9800050770. (ডাঃ এস ই কবির)। (M/M)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

কর্মখালি

কাজের খবর - পার্ট / ফুলটাইম সম্মানজনক কাজে M/F চাই। কোলঃ/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। ডাঃ সাহা - 8777658738. (K)

বাসন ধোয়ার মাজার জন্য লোক চাই। বেতন - ৮০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 8391068933. (C/112287)

ডোনেশন ছাড়া প্রাইভেট কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা ফ্রি, বেতন 12,000/- + (PF+ESI). M : 8653710700. (C/112286)

অ্যাফিডেভিট

I Sabita Ghosh W/o. Akhil Ghosh has changed my name Alpana Ghosh to Sabita vide affidavit dated. 14-08-2024 before Notary Mantosh Deb. (C/112323)

আমি ভিক্টোরিয়া ওরাওঁ, স্বামী আকাশ ওরাওঁ, গ্রাম উমাচরণপুর, থানা ফালাকাটা, জেলা আলিপুরদুয়ারের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার জমির খতিয়ানে ভিক্টোরিয়া বারা লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভিক্টোরিয়া ওরাওঁ ও ভিক্টোরিয়া বারা এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/112324)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮১৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

DHUPGURI MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION

NIT. No.	Tender ID
8	2024_MAD_731329_1

Bid submission End Date-10/09/2024 at 5.00 P.M. instead of 02/09/2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

DHUPGURI MUNICIPALITY
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

EOI are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for UPHS& UHWC under Dhupguri Municipality.

NIT. No.	Tender ID
1	2024_MAD_744306_1
2	2024_MAD_744501_1

Bid submission End Dt. 13.09.2024 at 17hrs.

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে সেপ্টেম্বর/২০২৪-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	সেপ্টেম্বর/২০২৪	জিএসডিপিএনএ২২এন২৩০৮৪	২৪-০৯-২০২৪/১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

মালা বদলে জন্মাষ্টমী জমজমাট।
সোম থেকে শুক্র রাত ১০.১৫ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সন্ত্রাস, বিকেল ৪.০০ হামি, সন্ধ্যা ৬.৫০ হামি ২, রাত ৯.৫০ ম্যাডাম গীতারানি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধিলিপি, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ বাদশা - দ্য কিং, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ চিতা, দুপুর ১.৫৫ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৪.৫০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৭.৫০ আপন আমার আপন, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এবং তুমি আর আমি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজসাহেব

মহাগুরু সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

থাপ্পড় রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

হামি বিকেল ৪টায় **জলসা মুভিজে**

মন্দাকিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেও তাকে মেনে নিতে পারেনি অনাথ। **বউচুরি** – সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

Abridge copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide *eNIT No*- 05/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/2024-25.

Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION

INVITING TENDER

MALDA KRISHI VIGYAN KENDRA
UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
RATUA, MALDA- 732205

Sealed quotations are invited for supply of PP chemicals vide Ref- Tender notification Dated : 05/09/2024

For details please visit website : **https://www.maldakvk.ubkv.ac.in/notification.html**

SR. SCIENTIST & HEAD
MALDA KVK

বিজ্ঞপ্তি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১২.০৯.২০২৪ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। এই উপলক্ষ্যে নিম্নের সারণি অনুযায়ী স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এর আয়োজন করা হয়েছে :

তারিখ	স্থান	সময়
০৫.০৯.২৪ হইতে ১২.০৯.২৪	প্রয়াস হল, জলপাইগুড়ি পৌরসভা	সকাল ১১.০০ হইতে দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত

বিশদে জানবার জন্য জলপাইগুড়ি পৌরসভায় যোগাযোগ করুন।

তাং ২৭/০৮/২০২৪

কার্যনিবাহী আধিকারিক
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 2940, Dated 03.09.2024 NIT No. 6(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 10.09.2024 Intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

উৎসবের মরশুম ২০২৪-এ রেল সেবার সম্প্রসারণ

যাত্রীগণের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে, **পূজা/ দীপাবলি/ ছট উৎসব-২০২৪-এর** সময়ে বিদ্যমান সেবার দিন, সময়সূচী, স্টপেজ, গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ রেলসমূহ (টিওডি) বাহাল রাখার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:-

ক্রমঃ সংখ্যা	রেল নং.	থেকে	পর্যন্ত	চলাচলের দিন	সম্প্রসারণের সময়সীমা থেকে	সম্প্রসারণের সময়সীমা পর্যন্ত	ট্রিপস
১	০৫৬৩৬	গুয়াহাটি	শ্রী গঙ্গানগর	বুধবার	০২-১০-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	০৯
	০৫৬৩৫	শ্রী গঙ্গানগর	গুয়াহাটি	রবিবার	০৬-১০-২০২৪	০১-১২-২০২৪	০৯
২	০২৫২৫	কামাখ্যা	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	শুক্রবার	১৩-০৯-২০২৪	২৯-১১-২০২৪	১২
	০২৫২৬	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	কামাখ্যা	রবিবার	১৫-০৯-২০২৪	০১-১২-২০২৪	১২
৩	০৫৬৭১	গুয়াহাটি	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	বুধবার	১১-০৯-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	১২
	০৫৬৭২	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	গুয়াহাটি	শুক্রবার	১৩-০৯-২০২৪	২৯-১১-২০২৪	১২
৪	০৫৭৩৪	কাটিহার	অমৃতসর	বৃহস্পতিবার	১৯-০৯-২০২৪	২৮-১১-২০২৪	১১
	০৫৭৩৩	অমৃতসর	কাটিহার	শনিবার	২১-০৯-২০২৪	৩০-১১-২০২৪	১১

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালিগাঁওয়ে নবনির্মিত জিএম/কন জি+৫ প্রশাসনিক ভবনে কর্মী নিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/এমএলজি-১/আগস্ট/২০২৪-২৫/০২, তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এমএলজি-১-রক্ষণাবেক্ষণ-২৪-০২। কাজের নামঃ মালিগাঁওয়ে এন. এফ. রেলওয়ের (নির্মাণ সংস্থা) নবনির্মিত জিএম/কন জি+৫ প্রশাসনিক ভবনে দুই বছরের জন্য কর্মী নিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিং। টেন্ডার মূল্য : ২,৩৮,৫৪,৬৪৩.৪৭ টাকা। বায়নার মূল্য : ২,৬৯,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৯-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-০৯-২০২৪ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-I, মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ম্যানুয়াল টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নথি অনুযায়ী প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদার যাঁদের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২। কাজের নাম : নেট মিটারিং সুবিধা সহ টার্নকী ভিত্তিতে এসএসই/ই/জি/ভাগলপুরের আওতাধীনে ভাগলপুরে - ৫০০ কেডব্লুপি এবং সুলতানগঞ্জে - ১০০ কেডব্লুপি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নয়ন মডেল-এর অধীনে অন গ্রিড রুফটপ/শেড টপ/রেলওয়ে খালি জমিতে ৬০০ কেডব্লুপি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। বায়না অর্থ : ৬,৪০,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার দাখিল এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় : দাখিল - ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। খোলা হবে - ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা। টেন্ডার বাক্স : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার বাক্স রাখা থাকবে। ওয়েবসাইট বিবরণ যেখানে টেন্ডার দেখা যাবে ও যেখান থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে : ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে অর্থাৎ ধর্মঘট, বন্ধ, ছুটির দিন পড়লে টেন্ডার নথি জমা দেবার কাজ এবং টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। MLD-89/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র

আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?

আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?

আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে

jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬

আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যার সুরাহা হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি। বৃষ : বন্ধুর সহায়তায় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব বাড়বে। পরোপকারে অর্থব্যয় করে সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। আকাশপথে ভ্রমণ না করলেই ভালো হয়। কর্কট : ব্যবসায়ীরা আজ বকেয়া ফেরত পেতে নাকাল হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। সিংহ : কারও মিষ্টি ব্যবহারে প্রচুর টাকা খোয়াতে পারেন। পাহাড় বা সমুদ্রতীরে সপরিবারে ভ্রমণের পরিকল্পনা। কন্যা : অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। তুলা : আজ মাথা ঠান্ডা রেখে ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। ফাটকা, শেয়ারে আজ বিনিয়োগ না করাই ভালো। বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আজ প্রচুর টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা প্রশংসিত হবে। ব্যবসার কারণে এ সপ্তাহে একাধিকবার বাইরে যেতে হতে পারে। মকর : সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনায় সুফল মিলতে পারে। সমাজসেবামূলক কাজে যোগদান করে শান্তি। কুম্ভ : বাড়িতে কোনও গুরুজনের চিকিৎসার ব্যয় বাড়বে। অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্য না নেওয়াই ভালো। মীন : আজ পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর টাকা ব্যয় হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৪ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৯ ভাদ, সংবৎ ২ ভাদ্রপদ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩ অঃ ৫।৫০। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দিবা ১০।১৪। উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৪০। শুভযোগ রাত্রি ৯।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১০।১৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২০ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে – ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে একপাদদোষ, দিবা ১০।১৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১০।১৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৪৩ গতে ৫।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৩৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১০।১৪ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৩ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সীমান্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নাপ্রাশন নববস্ত্রপরিধারন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়-বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ, দিবা ১০।১৪ মধ্যে পুংসবন, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে দিবা ২।৪৩ মধ্যে। কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার সপিণ্ডন। শিক্ষক দিবস। সংস্কৃত দিবস। মাদার টেরেজার প্রয়াণ দিবস। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

গ্রেপ্তার নেত্রী

পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার অভিযোগে বুধবার হুগলির চুঁচুড়া থেকে পম্পা অধিকারী নামে এক বিজেপি নেত্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

স্ত্রীকে চাকরি

হরিয়ানায় কাজে গিয়ে গণপিটুনির বলি হয়েছিলেন এই রাজ্যের বাসিন্দা সাবির মল্লিক। বুধবার তাঁর স্ত্রীকে নবান্নে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সহায়ক পদে নিয়োগপত্র দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উড়ালপুলে দুর্ঘটনা

বুধবার ভোরে মা উড়ালপুলে দ্রুতগতিতে যাওয়া একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। বাইক-আরোহী উড়ালপুল থেকে প্রায় ১৫০ ফুট নীচে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফুট ওভারব্রিজ

বাসিন্দাদের দাবি মেনে শীঘ্রই ডানলপে ফুট ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে। স্থানীয় বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পূর্ত দপ্তর থেকে সবুজসংকেত মিলেছে।

সেজে উঠছেন গণেশ। কলকাতার কুমোরটুলিতে। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রধান বিচারপতি অসুস্থ, হতাশ জনতা

আরজি কর শুনানি স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় অসুস্থ, তাই শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানির নতুন দিন ঘোষণা করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বুধবার এক নোটিশে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শুনানি করবেন না।

সূত্রটির দাবি, প্রধান বিচারপতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সুপ্রিম কোর্টে আসেননি। অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবারও তাঁর আদালতে আসার সম্ভাবনা কম। নোটিশে অবশ্য প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করা হয়নি। পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, বিচারবিভাগীয় প্রথা অনুযায়ী আদালতের তরফে জারি করা নোটিশে প্রধান বিচারপতি সহ কোনও বিচারপতির অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে মন্তব্য করা হয় না।

আরজি কর-এ চিকিৎসক খুনের মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার শুনানি না হলে আদালতের তরফে নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় স্বাভাবিকভাবে

কিছুটা হতাশ ন্যায়বিচার চেয়ে পথে নামা জনতা। বুধবার সন্ধ্যা থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মিছিল করেছেন প্রতিবাদীরা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে প্রথম রাতদখল কর্মসূচির দিনেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বৃহস্পতিবারও আলোর পথে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে রাজধানীর রাস্তায় মোমবাতি নিয়ে পথে নেমেছেন তিনি ।

দিল্লিতে তাঁর সরকারি বাসভবনের সামনে মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'অনেক সময় বিচারপতির অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানিতে দেরি হয়। কিন্তু আমাদের ভরসা রাখতে হবে বিচারব্যবস্থার প্রতি। আরও যদি একটা- দুটো দিন অপেক্ষা করতে হয় তাই করব।' চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেন, 'কাল শুনানি না হওয়া দুভার্গ্যজনক।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা আগে থেকে জানানো উচিত ছিল। বেঞ্চ না বসার কথা এখন জানতে পারছি। এতে আমাদের সময় ও টাকা দুটোই নষ্ট হল।'

রায়কে চ্যালেঞ্জ সন্দীপের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর সংক্রান্ত মামলার শুনানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আরজি কর-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধৃত সন্দীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, তাঁর মামলা গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন সন্দীপ। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এখন সেই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন সন্দীপ। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শুক্রবার তাঁর মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আবেদন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আগে তাঁর বক্তব্য শোনা হয়নি। এমনকি নির্যাতিতার মৃত্যুর সঙ্গে অযথা দুর্নীতির অভিযোগ জড়ানো হয়েছে। হাইকোর্ট সেই মর্মে কিছু মন্তব্য রেখেছে, তা প্রত্যাহার করার আর্জি জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, চারটি মামলা শুনানির তালিকায় রাখা হয়নি। তবে এর মধ্যে আরজি কর সংক্রান্ত মামলাটি নেই। তাই ভার্চুয়ালি এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা এড়ানো যায় না।

সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল থেকে একের পর এক ইস্তফা দিচ্ছেন সদস্যরা। তাঁদের দাবি, আরজি কর কাণ্ডে নাম জড়ানো চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। কাউন্সিলের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হবে। এই আবহে বৃহস্পতি ও শুক্রবার কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার কারণ এবং পরবর্তী বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে কুণালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ এনেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। ফ্রন্টের তরফে চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ জানান, যে ছবি পোস্ট করে কুণাল দাবি করেন, আন্দোলনকারীদের তরফে লালবাজার অভিযান নিয়ে মধ্যস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছিল তা অপপ্রচার। চিকিৎসকদের তরফে কুণালের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই করা হয়নি।

কলকাতায় নয়া মার্কিন কনসাল জেনারেল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় নতুন মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসাবে যোগ দিলেন ক্যাথি জাইলস-ডিয়াজ। তিনি মেলিন্ডা পাভেকের স্থলাভিষিক্ত হলেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ সাতটি রাজ্যের দায়িত্বভার সামলাবেন তিনি। এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যও রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজ থেকে বায়োলজি ও জাপানিজ স্টাডিজ নিয়ে স্নাতক। তারপর স্নাতকোত্তর করেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিষয় ছিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। কর্মজীবনের শুরুতে পেশা হিসাবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। পরবর্তী সময়ে যোগ দেন মার্কিন বিদেশ দপ্তরে। সেই সূত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। এদেশে আসার আগে ন্যাটোয় ইউ-এস মিশনে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইসার ছিলেন। দায়িত্ব নিয়ে ক্যাথি বলেন, 'পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে আরও মজবুত করাই আমার লক্ষ্য।'

বদলি বিরূপাক্ষ

বর্ধমান, ৪ সেপ্টেম্বর : একবছর আগে দেওয়া ছিল বদলির নির্দেশ। তবুও বদলি না নিয়ে বহাল তবিয়তেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। এমনকি জুনিয়ার ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে 'থ্রেট কালচার' সবেরই ডন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পরেই এ নিয়ে মুখ খোলা থেকে শুরু করে আন্দোলনে নামেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পড়ুয়া ডাক্তাররা। তাঁদের আন্দোলনের জেরেই শেষ পর্যন্ত ডাঃ অভীক দে'র বর্ধমান হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আর এবার বিরূপাক্ষর দৌরাত্ম্যমুক্ত হল বর্ধমান হাসপাতাল। তাঁকে কাকদ্বীপ এবং ডায়মন্ডহারবারে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

সুখেন্দুশেখরের অধিকার দাবি

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। দলের লাইন অমান্য করে আরজি কর কাণ্ডে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইকে অনুরোধও করেছিলেন তিনি। মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচিকে তিনি সরাসরি সমর্থন করেছিলেন। ফের বুধবার মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচি রয়েছে। তার আগেই মানুষের সাংবিধানিক অধিকার দখলের কথা বললেন তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান সাংসদ। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রাতের দখল নেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে থাকা নাগরিকদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারও চাই।'

তৃণমূল সাংসদের এই পোস্টে অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি এইভাবে দলের লাইন অমান্য করেননি। দলীয় রাজনীতিতে অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সুখেন্দুশেখর। সেক্ষেত্রে সুখেন্দুশেখরের এই মন্তব্যে অভিষেকের কোনও 'প্রশ্রয়' রয়েছে কিনা, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কিন্তু বারবার দলের লাইনের বাইরে কথা বললেও সুখেন্দুশেখর রায়ের বিরুদ্ধে দল কোনও পদক্ষেপ করেনি।

কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে হেপাজতে নিয়ে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে সুখেন্দুশেখর তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করার পরই তাঁকে নোটিশ পাঠায় লালবাজার। যদিও তিনি লালবাজারে হাজির হননি। নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি সমাজমাধ্যমের ওই পোস্ট মুছে দেন। কিন্তু তারপরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কার্টুন পোস্ট করেছিলেন সুখেন্দুশেখর। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আরকে লক্ষ্মণের একটি কার্টুন তিনি পোস্ট করেছিলেন। ওই কার্টুনের ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'এটা ঠিক যে, আপনি গুজব ছড়াচ্ছিলেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি সঠিক তথ্য ছড়াচ্ছিলেন।' ওই কার্টুনের সঙ্গেই একটা অট্টহাসির ইমোজিও তিনি পোস্ট করেছিলেন। এরপরই তাঁর এদিনের এই পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। দলের পক্ষ থেকে কিছু বলার হলে দল তা জানিয়ে দেবে। তবে আন্দোলনকারীদের পাশে আমরাও রয়েছি। দোষীদের দ্রুত কঠোরতম শাস্তির দাবিতে আমাদের আন্দোলনও চলছে। রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারই বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছে। তাই এই নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।'

বিনীতকে সরানোর দাবি

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী অমৃতা পান্ডে। তাঁর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সংবাদমাধ্যমে মৃত চিকিৎসকের নাম প্রকাশ করেছেন কমিশনার। তাই তাঁকে পদ থেকে সরানো হোক। কিন্তু এখনই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবেন না বলে জানান প্রধান বিচারপতি।

লাভলির বিরুদ্ধে মামলা

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। কিন্তু তাঁদের আন্দোলনকে অসম্মানের অভিযোগে বিপাকে পড়লেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের সিঙ্গল বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রক্ষাকবচ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। নবান্ন অভিযানে অশান্তির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। বুধবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে ভাস্করকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়।

যথেচ্ছ লালবাতি নয়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : দলের মন্ত্রী বা পদাধিকারীদের অযথা লালবাতি গাড়ি ব্যবহার করা নিয়ে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেও বিভিন্ন বিধায়ক, মেয়র বা চেয়ারম্যানরা যেভাবে লাল বা নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করছেন, তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহণ দপ্তরকে। বুধবারই পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা পরিবহণ আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'কারা কারা লালবাতি বা নীলবাতি ব্যবহার করতে পারবেন, তার নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। তার বাইরে কেউ লালবাতি বা নীলবাতি ব্যবহার করলে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে ফ্ল্যাশার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কারা ফ্ল্যাশার ব্যবহার করতে পারবেন, সেটাও নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

রাত দখল হয়ে দাঁড়াল পথ দখল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ অগাস্টের পর দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে কোচবিহার আবার রাতদখলের সাক্ষী থাকল। রাতদখলের কর্মসূচি ছাড়াও দিকে দিকে মানববন্ধন ও মোমবাতি-প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করলেন সাধারণ মানুষ। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাড়ির আলো নিভিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ জানানো হয়। আরজি করের সামনে জড়ো হয়েও একঘণ্টা প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করা হয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত রাস্তায় নামছে নাগরিকসমাজ। এদিন সন্ধ্যা গড়াতেই রাজপথে নেমে বিচারের দাবি তোলেন মানুষ। যদিও এদিনের কর্মসূচির ফলে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসফেরত ও পথচলতি মানুষজন। দিকে দিকে রাস্তায় বসে, কোথাও মাইক বাজিয়ে বা গান করে বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন।

কলকাতার একাধিক স্থানে তিলোত্তমার বিচারের দাবি করা হয়। হাতে মোমবাতি নিয়ে ফের পথে নামেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। নজিরবিহীনভাবে এদিন তাঁর চোখে জল ছিল। এই ঘটনা শাসকদলকে যে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও বালুরঘাট, শিলিগুড়ির গান্ধিমূর্তির পাদদেশ, মালদা কলেজ স্ট্রিট, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড,

ন্যায়বিচারের দাবিতে ফের রাস্তায়। বুধবার গড়িয়াহাটে। -আবির চৌধুরী

বিশ্ব বাংলা গেট, সিঁথির মোড়, বারাসত ডাকবাংলো মোড়, লর্ডসের মোড়, লেক গার্ডেন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ক্রসিং, সল্টলেক করুণাময়ী, বেহালা শখেরবাজার, রুবি মোড়, হাওড়া মন্দিরতলা, পর্ণশ্রী, বেকারি মোড়, বেহালা কদমতলা, গড়িয়া মোড়, সোনারপুর, হরিনাভি মোড়, শ্যামবাজার, লেকটাউন ঘড়ির মোড়, রাসবিহারী, দমদম, নাগেরবাজার, গার্ডেনরিচ, ফুলবাগান মোড়, ভাঙড়, হাজরা মোড় সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে রাতদখলে নামেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যের বাইরে দিল্লিতে মান্ডি হাউস থেকে সুপ্রিম কোর্ট, বিহারের আরারিয়া, হায়দরাবাদের আম্বেদকর স্ট্যাচু, এলাহাবাদের সুভাষ চৌরাহায়, মুম্বইয়ের দাদর ইস্ট সহ একাধিক জায়গায় রাতদখলে নামেন মানুষ। তবে সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। এদিন রাতদখল কর্মসূচিতে যোগ দিতে রওনা হওয়ার আগে এই খবর পেয়ে আশাহত হয় নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার কাকিমা বলেন, 'বৃহস্পতিবার সিবিআই তদন্তের রিপোর্ট জমা দিত। কিন্তু শুনানি হচ্ছে না। ফলে আমরা আশাহত।' কলকাতা হাইকোর্ট ও ব্যাংকশাল আদালতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন আইনজীবীরা। হাইকোর্টের কর্মসূচিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাজির ছিলেন সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। হাওড়া, হুগলিতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু নাগরিক সমাজ নয়, রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিবাদে নামে। কংগ্রেসের তরফে সিবিআই দপ্তর অভিযান করা হয়। বিজেপির একাধিক কর্মসূচি চলছে। বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি পালন করা হয়। নানা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। কারণ, ১৪ অগাস্টে রাতদখলের দিন আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়।

শহরে প্রবেশ নিয়ে সরব টোটোচালকরা

গড়ালবাড়ির অবরোধে ভোগান্তি

রাজ্যজুড়ে যখন টোটো নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তখন নিজেদের দাবি সামনে রেখে এবার সরব হলেন টোটোচালকরা। শহরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন একদল। অন্যদিকে, অবরোধ।

শহরের বাসিন্দাদের গ্রামে ঢুকতে বাধা এলাকার বাসিন্দাদের। বুধবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দাদের গ্রামে ঢুকতে বাধা দিলেন গড়ালবাড়ি এলাকার টোটোচালকরা। বুধবার সকাল প্রায় ৯টা থেকে এই অবরোধ শুরু হয়। ফলে ২৫ জন শিক্ষক আটকে যান। নির্ধারিত সময়ে স্কুলে ঢুকতে পারেননি তাঁরা। এমনকি এই অবরোধের জেরে ২ জন শিক্ষক ফিরেও যান। শোভাগঞ্জ বিএফপি স্কুলের শিক্ষক গৌতম চ্যাটার্জি বলেন, 'আমরা স্কুলের ২ জন শিক্ষক জলপাইগুড়ি শহর থেকে আসি। পৌনে ১১টা থেকে প্রায় ১২টা পর্যন্ত আটকে ছিলাম। ফলে স্কুলে ঢুকতে বেশ দেরি হয়।'

টোটোচালকরা হুঁশিয়ারির সুরে জানান, তাঁদের শহরে প্রবেশ করতে না দিলে তাঁরাও শহরের কোনও টোটো, গাড়ি কিংবা কাউকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেবেন না।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। টোটোচালকরা আলোচনাসাপেক্ষে ৯ তারিখ পর্যন্ত সময় বেঁছেছেন। তাঁদের হুঁশিয়ারি, যদি তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া না হয় তবে পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

শহর সংলগ্ন গড়ালবাড়িতে রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বেশ কিছু প্রাইমারি স্কুল। প্রতিদিন শহর থেকে প্রচুর শিক্ষক-শিক্ষিকা ওইসব স্কুলে যান। কিন্তু এদিন স্কুলে যেতে বাধা হয়ে দাঁড়াল টোটোচালকদের বিক্ষোভ।

আন্দোলনকারী টোটোচালক এমডি গুলজার রহমানের কথায়, 'আমরা শহরের মানুষকে নিশ্চয়ই গ্রামে ঢুকতে দেব। কিন্তু আমাদেরও শহরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। আমরা চাই না শহর-গ্রামের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ তৈরি হোক। মঙ্গলবার জেলা শাসকের কাছে দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। ৯ তারিখ পর্যন্ত আমরা দেখব। যদি এরপর শহরে না ঢুকতে পারি তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।'

বিষয়টি পুলিশ দেখছে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী। প্রসঙ্গত, গড়ালবাড়ি পঞ্চায়েত থেকে আসা টোটোচালকদের আটকে দেওয়া হচ্ছে দাদাভাই ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। বিক্ষোভকারী টোটোচালকদের দাবি, এতে তাঁরা আগের মতো যাত্রী না পাওয়ায় আর্থিকভাবে সমস্যায় পড়েছেন।

এদিনের অবরোধ প্রসঙ্গে গড়ালবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ মদন সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলের ১৫ জন শিক্ষক আটকে ছিলেন। তবে ৩০ মিনিটের মধ্যে আমাদের স্কুলের সবাইকে ছেড়ে দেন আন্দোলনরত টোটোচালকরা। তেমন সমস্যা হয়নি।'

তবে গড়ালবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি পারভিন বলেন, 'টোটোচালকদের সমস্যার কথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ পুরসভার চেয়ারপার্সনকে জানিয়েছি। তাঁরা ৯-১০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।' পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, '২০১৮ থেকে শহর সহ ওই ৪টি পঞ্চায়েতের টোটো শহরের মধ্যে দিয়ে চলাচল করত। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। প্রশাসনের কর্তা ও টোটোচালক ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করি। সকলের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শহর সহ পাতকাটা, পাহাড়পুর, অরবিন্দ ও খড়িয়া পঞ্চায়েতের টোটো শহরে চলাচল করতে পারবে। তার জন্য তাঁদের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, যা ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। তারপর টোটোর সংখ্যা কত দাঁড়াল তা দেখে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

যেখানে সমস্যা

- গড়ালবাড়ি থেকে আসা টোটোচালকদের আটকানো হচ্ছে দাদাভাই ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়
- ফলে আগের মতো যাত্রী না পাওয়ায় আর্থিক সমস্যা
- ক্ষুব্ধ হয়ে শহরের কাউকে ঢুকতে দেবেন না বলে পথ অবরোধ
- বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

অনুমতি চেয়ে প্রধানকে দাবিপত্র

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৪ সেপ্টেম্বর : আগে থেকেই জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সদর ব্লকের পাতকাটা, অরবিন্দ, পাহাড়পুর এবং খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটো শহরে প্রবেশের অনুমতি ছিল। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে টোটো চলাচলের ক্ষেত্রে ভাড়া থেকে শুরু করে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। এরপরও ওই চার গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোচালকদের যাতায়াতে কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। বর্তমানে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টোটো শহরে চলছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েত ওই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন সেখানকার চালকদের যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না। টোটোচালকরা জানিয়েছেন, বাইরের টোটোকে শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে 'নো এন্ট্রি' দেওয়ায় বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যেখানে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া ৮০০ টাকা নেওয়া হয়, সেখানে তাঁরা ৩০০ টাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। এতে গরিবরা উপকৃত হচ্ছেন। তারপরও কেনও তাঁরা বঞ্চিত?

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, '২০১৮ সাল থেকে পাতকাটা, অরবিন্দ, পাহাড়পুর, খড়িয়া ও শহর এলাকার টোটো মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় চলাচল করে আসছে।

বর্তমানে ১২ থেকে ১৫ হাজার টোটো শহরে চলাচল করছে। যার ফলে নিত্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন শহরের মানুষ। ১৫ হাজার থেকে পাঁচ হাজারে টোটোর সংখ্যা নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।' এদিকে, ৯ অগাস্ট পর্যন্ত চারটি জিপি ও শহর এলাকার টোটোদের রেজিস্ট্রেশন করার সময় দেওয়া হয়েছে। এরপর কত টোটো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এল জেনে পরবর্তী বৈঠক করে অন্যান্য জিপির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি ন্যূনতম টোটো ভাড়া ১৫ টাকা করা সহ শহরে চলাচলের ক্ষেত্রে শহর ও শহর সংলগ্ন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ওই চার গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোচালকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাইরের কোনও টোটো শহরে প্রবেশ করলে জরিমানা কিংবা বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে শহর সংলগ্ন বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বারোশো টোটো রয়েছে। টোটোচালকরা জানিয়েছেন, সদর ব্লকের একমাত্র গ্রামীণ হাসপাতাল হল বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স অমিল কিংবা অত্যধিক ভাড়া চাওয়ায় জলপাইগুড়িতে চিকিৎসা কিংবা রেফারের ক্ষেত্রে রোগীদের টোটোতে ভরসা করতে হয়। এছাড়া, জলপাইগুড়ি শহর থেকে অনেক আশাকর্মী বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে কাজে আসেন। সন্ধ্যার সময় ছুটি হওয়ায় শেষ বাসও অনেক সময় তাঁরা পান না। সেক্ষেত্রেও বাইরের টোটোয় 'নো এন্ট্রি' থাকায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে। এই পরিস্থিতিতে গত সোমবার শহরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেলাকোবার টোটোচালকরা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে একটি লিখিত আবেদনও জানান তাঁরা। বেলাকোবার টোটোচালক বিজন দাস বলেন, 'পুলিশ, ব্লক অফিস, ভূমি রাজস্ব অফিস থেকে সবকিছু সদর ব্লকের জলপাইগুড়িতে। তা সত্ত্বেও কেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। যদি না দেওয়া হয় জেলা শাসকের দ্বারস্থ হব।' যদিও পাপিয়া বলেন, 'রোগীর ওঠানামার ক্ষেত্রে কাগজপত্র দেখে বহিরাগত টোটোকে ছাড় দেওয়ার কথা বলা আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে টোটো পরিবর্তন করে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ঢুকতে পারে।' পঞ্চায়েত প্রধান পূর্ণিমা রায় বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হবে।'

> বর্তমানে ১২ থেকে ১৫ হাজার টোটো শহরে চলাচল করছে। যার ফলে নিত্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন শহরের মানুষ। ১৫ হাজার থেকে পাঁচ হাজারে টোটোর সংখ্যা নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।
>
> **পাপিয়া পাল**
> চেয়ারপার্সন, জলপাইগুড়ি পুরসভা

বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন চেয়ে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবারের পর বুধবার, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র দপ্তরের পর জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টরা। এসজেডিএ ল্যান্ড ইউজ কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট (এলইউসিসি) না দেওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন আটকে রাখার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ।

শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে ২০০-র বেশি বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন আটকে আছে। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল বলেন, 'কিছু প্ল্যানের ফি জমা দিলেও অনুমোদন মিলছে না। আরও ৩৫০ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।'

এলইউসিসি না মেলায় শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে প্রায় ২৫০ ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট এবং কয়েক হাজার শ্রমিক, কর্মচারী কাজ পাচ্ছেন না বলে তাঁদের অভিযোগ। এরকম চলতে থাকলে পুজোর আগে তাঁদের আয়ের আর সম্ভাবনা থাকবে না বলে অ্যাসোসিয়েশন আশঙ্কা করছে।

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এলাকা এসজেডিএ'র মধ্যে পড়লে ওই কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট লাগবে। সমস্ত দরকারি নথি জমা দিলে তবেই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হবে। পঞ্চায়েত এলাকায় বিল্ডিং তৈরিতে জেলা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তবে তার আগে এসজেডিএ'র এলইউসিসি জমা করা আবশ্যক।

সরকারি নির্দেশে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান বদলের পর এলইউসিসি'র প্রক্রিয়া পুরো থমকে গিয়েছে। এসজেডিএ'র বোর্ড থাকাকালীন মিটিংয়ে এসব আলোচনা হত। এখন বোর্ড না থাকায় সমস্যা সমাধানের দিশা দেখা যাচ্ছে না।

বিজয়িনী কর্মসূচি

গয়েরকাটা ও ক্রান্তি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে গয়েরকাটা গার্লস হাইস্কুলে বিজয়িনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বুধবারের ওই অনুষ্ঠানে পুলিশের তরফে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সামাজিক বিষয় শেখানোর পাশাপাশি তাদের আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশলও শেখানো হয়। শিক্ষিকাদের পাশাপাশি পরিচালন সমিতির সদস্য, পুলিশ আধিকারিকরা ছিলেন কর্মসূচিতে। দশম শ্রেণির পড়ুয়া দেবযানী রায় বলে, 'পুলিশের তরফে আয়োজিত বিজয়িনী অনুষ্ঠানে আত্মরক্ষার পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মানসিকতা গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে বলে আমরা আশাবাদী।' ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ি এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয় দুইদিনের বিজয়িনী কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচিতে মেয়েদের আত্মরক্ষা সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বামেদের ডেপুটেশনে পুলিশি বাধা

চালসা, ৪ সেপ্টেম্বর : বামপন্থীদের ডেপুটেশন ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধল। প্রতিবাদে ধর্নায় বসলেন তাঁরা। বুধবার পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মেটেলি ব্লক শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেইমতো বাম কর্মী-সমর্থকরা চালসা থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে আসেন। সেখানে গেট আটকে দাঁড়িয়ে ছিল মেটেলি থানার পুলিশ। তারা মিছিল আটকে দেয়। সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। পুলিশ পাঁচ বাম প্রতিনিধিকে বিডিওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়। কিন্তু বাম

নেতা-কর্মীরা ধর্নায়

নেতারা দশজন প্রতিনিধিকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার দাবি জানায়। পুলিশ নারাজ হওয়ায় তাঁরা গেটেই ধর্নায় বসে পড়েন। পরে দশজন প্রতিনিধিই বিডিও কার্যালয়ে ঢুকে দাবিপত্র দেয়। এর মধ্যে ষোলো দফা ছিল কেন্দ্রীয় দাবি। আর ন'দফা ছিল স্থানীয় দাবি।

বাম নেতা শংকর বিশ্বাস জানান, অতীতে কোনও ডেপুটেশনে পুলিশ এভাবে গেটে মিছিল আটকে দেয়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হত। কিন্তু এদিন পুলিশ বিডিও অফিসের গেটেই মিছিল আটকে দেয়। এতেই কর্মীরা ক্ষিপ্ত হন ও ধর্নায় বসেন। চাপে পড়ে দশজন প্রতিনিধিকেই বিডিওর কাছে গিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়। আর স্থানীয় দাবিগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন বিডিও অভিনন্দন ঘোষ। এদিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয় সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলির থানা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ রায়, রুনু ওরাওঁ প্রমুখ।

নয়ানজুলিতে ট্রাক

গয়েরকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে ঢুকে গেল একটি ট্রাক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট থানার তেলিপাড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন একটি ট্রাক তেলিপাড়া থেকে গয়েরকাটার দিকে আসছিল। এসময় উলটোদিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটিকে ধাক্কা মারে। ফলে, গয়েরকাটামুখী ট্রাকটি রাস্তার পাশের নয়নজুলিতে ঢুকে পড়ে। ধাক্কা মারা ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

লোকালয়ে প্রাণহানি বাইসনের

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : কাছাকাছি এসেও জঙ্গলে ফেরা হল না। মানুষের তাড়ায় প্রাণ হারাল এক পূর্ণবয়স্ক মর্দা বাইসন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গরুমারা জঙ্গল ঘেঁষা ময়নাগুড়ি ব্লকের চাটুয়া বনবস্তিতে। লোকালয় থেকে জঙ্গলে যাওয়ার পথে মানুষের তাড়ায় নালায় পড়ে বাইসনটি মারা যায়। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে বন দপ্তরের দাবি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বেশকিছু বাইসন পাশের গরুমারা ও রামশাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চাটুয়া বনবস্তিতে চলে আসে। এরমধ্যে দল থেকে দুটো বাইসন আলাদা হয়ে ধানখেতে ঢুকে পড়ে। ভোর নাগাদ বাইসন দুটিকে ধানখেতের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেন এলাকাবাসী। একটি বাইসন সকালেই জমি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলেও অন্যটি আটকে পড়ে। বনবস্তির কাছে বাইসনটিকে দেখে এলাকাবাসী ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরে বাইসনটি জঙ্গলে ফিরতে শুরু করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর বেশকিছুক্ষণ পর চাটুয়া বনবস্তির জঙ্গল ঘেঁষা চা বাগানের পাশে এক নালায় বাইসনটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বানাথ ওরাওঁ জানান, সকাল আটটা নাগাদ বাইসনটিকে জঙ্গলের ধারে এক নালায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের সাউথ রেঞ্জ ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের রামশাই রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। রামশাইয়ের রেঞ্জ অফিসার সবাশিস বর ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল ঘটনাস্থলে আসেন।

চিতাবাঘের হামলা

নাগরাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : চ্যাংমারি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলার শিকার হলেন এক মহিলা শ্রমিক। বুধবার ওই বাগানে কাঁচা পাতা তুলছিলেন মহাবীর লাইনের বাসিন্দা কলাবতী হাঁসদা। একটি চিতাবাঘ গর্জন করে তাঁর পায়ে কামড় বসিয়ে দেয়। কলাবতীর চিৎকারে অন্য শ্রমিকরা ছুটে এলে বুনোটি সেখান থেকে পালায়।

ময়নাগুড়ি থেকে আসেন পশু চিকিৎসকও। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। এডিএফও জানান, দৌঁড়াতে গিয়ে নালায় পরেই বাইসনটির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। বাইসনটির শরীরে কোনও বড় ধরনের ক্ষতচিহ্ন মেলেনি। মৃত মর্দা বাইসনটির বয়স আনুমানিক ১৫-১৮ বছরের মধ্যে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। ময়নাতদন্তের পর দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

উল্লেখ্য, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রাতের দিকে জঙ্গল ছেড়ে বাইসন বেরিয়ে আসার ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। মঙ্গলবার রাতেও পাশের জঙ্গল থেকে বাইসন বেরিয়ে এসেছিল। তবে লোকালয়ে এসে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। এ ব্যাপারে পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার জানান, লোকালয়ে এসে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা সত্যি দুঃখজনক। আগেও রামশাইয়ে জলঢাকার চরে বেশকিছু বাইসনের মৃত্যু হয়েছিল।

জঙ্গলের ধারে চা বাগানের নালার মধ্যে পড়ে বাইসনের দেহ।

ছয়দিন ধরে নিখোঁজ নবম শ্রেণির পড়ুয়া

কোনও চক্রের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্কুলে যাওয়ার জন্য গত ৩০ অগাস্ট বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওদলাবাড়ির রনিক রায়। কিন্তু সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেনি। তারপর কেটে গিয়েছে ছয়টা দিন। এখনও তার কোনও খোঁজ মেলেনি। এদিকে, ছেলের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মা সুরিতি রায়।

রনিক ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। রনিকের নিখোঁজ হওয়ার খবরে ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরুমোহন রায় বলেন, 'রনিকের নিখোঁজ হওয়ার দিন আমি স্কুলের কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, সেদিন ও স্কুলেই আসেনি।'

তাহলে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রনিক গেল কোথায়? কোনও দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়েনি তো? স্কুলের তরফেও প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগ করে রনিকের দ্রুত খোঁজ করার আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশের তরফে অবশ্য রনিকের খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে বলে জানালেন মাল থানার আইসি সমীর তামাং।

> রনিকের নিখোঁজ হওয়ার দিন আমি স্কুলের কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, সেদিন ও স্কুলেই আসেনি।
>
> **নিরুমোহন রায়**
> *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক*

সুরিতি রায়ের দুই ছেলে। বড় ছেলে তাঁর পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন।

রায়পাড়ার বাড়িতে বাসিন্দা বলতে সুরিতি এবং রনিক। সুরিতি জানান, গত শুক্রবারও রোজকার মতো স্কুলের পোশাক পরে পিঠে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তাঁর ছেলে।

বিকেলে পাড়ার অন্য ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে এলেও রনিক ফেরেনি। তাঁর কথায়, 'অনেকক্ষণ দেখার পরেও সেদিন ছেলে বাড়ি না ফেরায় সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর শুরু করি। কিন্তু কোনও খবর মেলেনি।'

১ সেপ্টেম্বর সুরিতি ছেলে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন মাল থানায়। এদিকে, ছেলের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে গত দু'দিন ধরে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সুরিতি।

বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ছেলের খোঁজ শুরু করেছেন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রতিবেশীরা। পাড়ার ছেলেরা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন গ্রুপে নিখোঁজ রনিকের ছবি পোস্ট করে তার খোঁজ চালাচ্ছেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁরাও চিন্তায় রয়েছেন। হঠাৎ কী হল তাঁরাও বুঝতে পারছেন না। ছেলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক সেটাই চাইছেন তাঁরা।

সংবর্ধনা স্থগিত

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের সংবর্ধনা স্থগিত রাখল সানুপাড়া সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন জন্মোৎসব কমিটি। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত। তবে বিশ্ব উষ্ণায়নকে মাথায় রেখে বৃক্ষবন্ধু পুরস্কার দেওয়ার কর্মসূচি শিক্ষক দিবসে বহাল আছে বলে সংগঠনের পক্ষে গণেশ ঘোষ জানিয়েছেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনযাত্রা।। ভুতনি ব্রিজ থেকে ছবিটি তুলেছেন মালদার সুপ্রিয় সাধুখাঁ।

হাটখোলা বাজারে আবর্জনা

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : মাল শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হাটের শেডের নীচেই জমছে আবর্জনার স্তূপ। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। বহুবার আবেদন করা সত্ত্বেও হয়নি সুরাহা। পাশেই রয়েছে মাল হাট ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়। সমিতির কর্মকর্তারাও এর দুর্গন্ধে জেরবার। সমাধানের জন্য সমিতির তরফে কার্যালয়ের সামনে আবর্জনা না ফেলার বার্তা দিয়ে একটি ব্যানার লাগানো হয়। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। এদিকে, পুজো এগিয়ে আসছে। তাই হাটে জমা আবর্জনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ নতুন করে দানা বাঁধছে।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরি পুরসভার বাজার সাব-কমিটিরও আহ্বায়ক। সরিতার বক্তব্য, 'বর্তমানে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য জমি নির্ধারিত হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আবর্জনা নিষ্কাশন নিয়ে এলাকায় আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে ওই এলাকার জমা আবর্জনা সপ্তাহে তিনদিন পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

মাল শহরের হাটখোলা একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। প্রতি রবিবার সেখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বিক্রিবাটা ভালোই হয়। মাল হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত বলেন, 'হাটের শেডের তলায় আবর্জনা স্তূপাকারে জমা করে রাখায় দূষণ যেমন বাড়ছে, তেমনই দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে। আমরা বিভিন্ন স্তরে সমস্যার সমাধানের দাবি জানালেও লাভ হয়নি। আমরা অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করছি।'

হাটখোলা এলাকায় শেডের নীচে আবর্জনার স্তূপ।

এদিকে, মাল হাট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আইন উল্লেখ করে আবর্জনা না ফেলার আবেদন জানিয়ে এলাকায় ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী দেবাশিস পালের কথায়, 'আবর্জনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে। আমাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও এখানে আবর্জনা জমা করে রাখা হচ্ছে।' স্থানীয় এক ব্যবসায়ী মহম্মদ ইস্তাক জানান, আবর্জনার সমস্যা মেটানোর দাবি তুলে ধরে পুরসভার কাছে তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইন মোতাবেক একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। লাভের লাভ হয়নি। অন্যান্যবারের মতো ফের সমস্যা সমাধানে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে শুধু আশ্বাসই মিলেছে বলেই দাবি করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

মিছিলে তৃণমূল বিধায়কও

আলো নিভিয়ে গর্জন ‘বিচার চাই’

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ সেপ্টেম্বর : আরজি করের মর্মান্তিক ঘটনার বিচার চেয়ে সারা বাংলার মতো জলপাইগুড়ি জেলার রাজপথে নেমেছেন মানুষ। বুধবার বিকেল চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত সমাজপাড়া মোড়ে গান, কবিতা, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদ।

এদিন দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচার চাইতে দেখা যায় পদ্মশ্রী করিমুল হক, পদ্মশ্রী কমলাকান্ত রায় সহ অন্য গুণী ব্যক্তিদের। মঞ্চের সামনে রাস্তায় প্রতিবাদ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে কুপন হাতে অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায় নাগরিক সংসদের প্রতিনিধিদের। কদমতলায় মিছিলে শামিল হন তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মাও। একই সময়ে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থী, প্রাক্তনী এবং অধ্যাপকদের তরফে একটি প্ল্যাকার্ড হাতে মৌন প্রতিবাদ মিছিল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে কদমতলা মোড়ে শেষ হয়।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ির কবি, সাহিত্যিকরা পত্রিকা ‘প্রতিবাদে আছি’ প্রকাশ করেন। প্রকাশ করার পর কবি গৌতম গুহ রায় জানান, কবি সাহিত্যিকরা কলম ধরে প্রতিবাদ আন্দোলনকে আরও বেশি শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত জাদু শো-তে আরজি করের প্রতিবাদে ন্যায়ের দাবি জানালেন জাদুকর স্বয়ং।

পাশাপাশি ইন্টারভালের পর পুরো লাইট অফ করে ২ মিনিট তিলোত্তমা’র উদ্দেশে নীরবতা পালন করেন দর্শকরা। সমাজপাড়ায় বানানো মঞ্চের লাইট অফ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে ‘আগুনের পরশমণি’ গান গেয়ে প্রতিবাদ জানায় নাগরিক সমাজ। শহরের অধিকাংশ বাড়ির লাইট বন্ধ ছিল ওই সময়। এরপর মানববন্ধন করে সমাজপাড়া মোড় থেকে থানা মোড়, ডিবিসি রোড হয়ে কদমতলা মোড়ে পৌঁছায়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জলপাইগুড়ি শহরের চিকিৎসকরাও। পরে মানববন্ধনটি মিছিলে পরিণত

মানববন্ধনে চিকিৎসকরা

হয়। সেই মিছিল শহর ঘুরে সমাজপাড়াতে শেষ হয়। কদমতলায় মিছিলে শামিল হন তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মাও। রাত ন’টা নাগাদ পান্ডাপাড়া-কংগ্রেসপাড়া এলাকায় মোমবাতি হাতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে মিছিলে পা মেলান এলাকার মানুষ।

এদিন বিকেলে ধূপগুড়ি শহরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করেন শহরের সমস্ত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবক এবং প্রাক্তন পড়ুয়ারা। স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দান থেকে শুরু হয় মিছিল। এদিন রাত নয়টায় আলো নিভিয়ে প্রদীপ জ্বেলে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে শহরজুড়ে। আবাসিক বাড়িগুলির পাশাপাশি ব্যাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ হয়।

এদিন রাতে মোমবাতি মিছিল হয় শহরজুড়ে। মোমবাতি হাতে শহরের বিভিন্ন মোড়ে জমায়েত করে মহকুমা নাগরিক মঞ্চ সহ বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন।

ময়নাগুড়ি ট্রাফিকে এদিন মোমবাতি জ্বালিয়ে মানববন্ধন করে বিক্ষোভ দেখায় নাগরিক সমাজ। এরপর ফার্ম শহিদগড়পাড়া থেকে আলাদা একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মুক্তমঞ্চ ও লাটাগুড়ির নাগরিকবৃন্দ লাটাগুড়ি বাজারে মোমবাতি নিয়ে মানববন্ধন করে।

শরিকি কোন্দলে আহত ৪

ময়নাগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধওলাগুড়ির দুই শরিকের জমিকে কেন্দ্র করে বিবাদ ‘ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই’ প্রবাদটিকে মনে করিয়ে দিল। জমি নিয়ে কোন্দলে বুধবার আহত হন এক পরিবারের চার সদস্য গুরুপদ মণ্ডল, বীণা মণ্ডল, অঞ্জনা মণ্ডল ও শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অভিযোগ, সেখানেও অপরপক্ষের লোকেরা এসে হুমকি দিয়েছেন। এরপর গুরুপদ ময়নাগুড়ি থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘পারিবারিক জমি বিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে মারধরের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

ধওলাগুড়ির এক পরিবারের দুই শরিকের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে জমিসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জটিলতা চলছিল। বুধবার সকালে তাঁদের মধ্যে ফের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। মারামারিতে গুরুপদ, বীণা ও অঞ্জনার মাথা ফেটে যায়। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণেরও আঘাত লাগে।

গুরুপদের অভিযোগ, ‘আমার নামে নথিভুক্ত জমির সীমানায় অন্য পক্ষ আল কাটতে এলে বাধা দিই। সেকারণে তারা আমাদের মারধর করে। গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।’

যদিও অপরপক্ষ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করেছে। অপর পক্ষের প্রাণনাথ মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের উপর প্রথম আক্রমণ চালানো হয়। আমাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।’

কলেজে বিক্ষোভ

ধূপগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : সংগঠনের ব্যানারে শিক্ষক দিবস উদযাপনের অনুমতির দাবিতে বুধবার ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। ছাত্র সংগঠনটির ধূপগুড়ি ব্লক সভাপতি কৌশিক রায় বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীরা চাইছেন, তাঁদের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস উদযাপন হোক। সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা অবস্থান করি।’

কলেজের অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাস বলেন, ‘তৃণমূল ছাত্র পরিষদ শিক্ষক দিবস পালনের জন্য আবেদন করেছিল। আমি অনুমতি দিয়েছি কলেজের দু’নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠান করতে। তারপরেও এই আন্দোলনের কারণ জানি না।’ কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষক দিবসে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

রাত দখলের নানা মুহূর্ত ...

কোথাও মোমবাতি হাতে, কোথাও বা মানবপ্রাচীর তৈরি করে প্রতিবাদ। জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়িতে বুধবার। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অনীক চৌধুরী এবং সপ্তর্ষি সরকার।

বিডিও অফিসে পদ্মের অবস্থান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ সেপ্টেম্বর : যতটা ঝাঁঝ ছিল জেলা শাসকের দপ্তর অভিযানে, তার সিকিভাগও দেখা গেল না বিজেপির বিডিও অফিসে অবস্থানে। রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচি ছিল বুধবার। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় জলপাইগুড়ি জেলার সব বিডিও অফিসের গেটে মোতায়েন ছিল বিরাট পুলিশবাহিনী। কিন্তু কোনও পুলিশি তৎপরতার দরকার হয়নি। স্লোগান, অবস্থান চলে শান্তিপূর্ণভাবে।

জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি মোড় থেকে মিছিল করে সদর বিডিও’র অফিসে গিয়ে অবস্থান করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। চালসায় বিডিও অফিসের গেটে পুলিশ মিছিল আটকে দিলে সেখানেই অবস্থান চলে। উপস্থিত ছিলেন মেটেলি আপার ও সমতল মণ্ডলের সভাপতি অমিত ছেত্রী ও মজনুল হক।

নাগরাকাটা বিডিও অফিসে দলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, এসটি মোর্চার রাজ্য নেতা সীমা কেরকেট্টার উপস্থিতিতে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলে। অফিসের গেট আটকে রেখেছিল

বিডিও অফিসের সামনে বিজেপির ধর্না। বুধবার জলপাইগুড়িতে।

পুলিশ। একইরকম কর্মসূচি ছিল রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে। ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের সামনে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। পরে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে অবস্থান হয়েছে বানারহাট বিডিও অফিসেও। মালবাজারের বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর বিডিওকে ডেপুটেশন দেন বিজেপি কর্মীরা। ওই কর্মসূচির অপর দাবি ছিল রাঙ্গামাটি এবং কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে দ্রুত বিরোধী দলনেতা নির্বাচন।

বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি দীপা বণিকের উপস্থিতিতে দলের অবস্থান হয় ক্রান্তি বিডিও অফিসে। জলপাইগুড়ি শহরের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় কমিটির নেতা নিত্যানন্দ মুন্সি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য আগুন রায়। সেখানেও বিডিওকে দাবিপত্র দেওয়া হয়।

ভ্যানচালকের সাহায্যে উদ্যোগী প্রশাসন

ধূপগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করানোর পর এবার দুঃস্থ ভ্যানচালকের ঘর তৈরির উদ্যোগ নিল প্রশাসন। বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের কালীরহাটের বশেরডাঙ্গায় ওই ভ্যানচালক গণেশ রায়ের বাড়িতে যান যুগ্ম বিডিও সৌম্যদীপ বায়েন এবং মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বনশ্রী রায়।

সেখানে দেখা যায় বাড়িটিতে ঘরের ওপর কোনও ছাদ নেই। বর্ষায় এভাবেই খোলা আকাশের নীচে তাঁরা থাকতেন। এদিন বাড়িটি ঘুরে দেখে সেটা মেরামত করতে উদ্যোগী হয় প্রশাসন।

আপাতত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ব্লক প্রশাসনের চেষ্টাতেই ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি কিছু সহায়তা (জেনারেল রিলিফ বা জিআর)-র ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সৌম্যদীপ বলেন, ‘আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় প্রথমদিকেই গণেশ রায়ের নাম রাখার কথা ভাবা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আবাস যোজনার প্রকল্প না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের চেষ্টায় আপাতত ঘর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবার যাতে কোনও সমস্যায় না থাকে সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।’

দিন পনেরো আগে মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচার কাছে খবর যায়, এক দরিদ্র ব্যক্তির ছেলে বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। টাকার অভাবে ঠিকঠাক চিকিৎসা হচ্ছে না। এরপরই ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্স দিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়। দেখা যায় বছর ষোলোর সম্রাট রায় জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে।

পরবর্তীতে ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে উন্নত চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়। বর্তমানে ছেলে সম্রাট অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের ভূমিকায় আপ্লুত গণেশের কথায়, ‘আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। এভাবে কেউ পাশে দাঁড়িয়ে এতটা সহায়তা করবে সেটা সত্যিই ভাবিনি।’

পাঁচ খেলোয়াড় সাসপেন্ড

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়ায় এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেফারিদের আক্রমণের ঘটনায় পাঁচ খেলোয়াড়কে সাসপেন্ড করল রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার ময়নাগুড়িতে অ্যাসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে সংগঠনের সভাপতি প্রধান হেমব্রম একথা ঘোষণা করেন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রধান হেমব্রম জানান, শিলিগুড়ির হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা সানি টোপ্পোকে ২০২৫ সালের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজগঞ্জের বাসিন্দা সঞ্জয় সেন, দীপঙ্কর রায়, শুভঙ্কর রায় ও জলপাইগুড়ির বিশাল রায়কে ২০২৬ সালের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাঁচজনই সিভিক পুলিশ। তাঁদের চাকরির কথা ভেবে অ্যাসোসিয়েশন ওই পাঁচ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

উল্লেখ্য, রায়কতপাড়ায় ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সদ্য অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় জেলা পুলিশ দলের ছাড়পত্র ছাড়াই পুলিশ দলের নাম করে একটি দল অংশ নেয়। তারা রায়কতপাড়া ইয়াং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে হেরে গিয়ে রেফারিদের উপর চড়াও হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই বুধবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নিলামের মূল্য বাড়লেও উৎপাদনে ঘাটতি মেটেনি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চায়ের নিলাম মূল্য বাড়ল। গত বছরের তুলনায় গড়ে কিলো প্রতি প্রায় ৩০ টাকা দাম বেশি পাওয়া যাচ্ছে। বটলিফ ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে ৩০-৪০ টাকা। বেড়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার দামও। চাহিদার জোগান কম হওয়ায় এই বৃদ্ধি। যদিও উৎপাদন মার খাওয়ায় এবং উৎপাদন খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় সেই ঘাটতি বাড়তি নিলাম মূল্যে পূরণ করা যাচ্ছে না বলে চা বণিকসভাগুলির দাবি।

শিলিগুড়িতে ডুয়ার্স-তরাইয়ের একমাত্র চা নিলামকেন্দ্রের অকশন কমিটির চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসালের কথায়, ‘নিলামে চায়ের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ে সংশয় নেই। তবে যে হারে এ বছর উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে, সেই হারে নিলাম মূল্য বাড়েনি। তাছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদন গতবারের থেকে এক ধাক্কায় ৪০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম কমে গিয়েছে। কিলো প্রতি গড়ে ২৫০ টাকা দাম ধরলেও ক্ষতির পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা।’

নিলামে বড় বাগানগুলির এবার চা পাতার দাম ছিল গড়ে ২০৪.২৬ টাকা। গত বছরের ওই সময়ে যা ছিল ১৭৫.৩৩ টাকা। দাম বাড়লেও গতবারের থেকে বিক্রীত চায়ের গড় পরিমাণ ৮৫ লক্ষ কিলোগ্রাম কম। ক্ষুদ্র চাষিদের কাঁচা পাতার দাম বাড়লেও পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে রাসায়নিক থেকে শুরু করে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের দাম।

> অগাস্টের হিসেব বের হলে উৎপাদনে ঘাটতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছি। একটানা অনাবৃষ্টি, আবার কখনও অতিবৃষ্টি ও রোগপোকার হামলা এবার চা শিল্পকে শুরু থেকেই বিপর্যয়গ্রস্ত করে রেখেছে।
>
> **রাম অবতার শর্মা,** সম্পাদক, আইটিপিএ, ডুয়ার্স শাখা

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘দাম কিছুটা বেশি পাওয়া গেলেও লাভ তেমন কিছু নেই। জোগানের ঘাটতি দূর করতে ডিসেম্বর মাসের ভালো মানের পাতা আসা পর্যন্ত টি বোর্ড পাতা তোলার অনুমতি দেবে আশা করছি।’ নিলামে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাকে বহু প্রত্যাশিত বলেছেন বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নীরজ পোদ্দার।

তাঁর বক্তব্য, ‘জোগানের ঘাটতির কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। যে কারণে টি বোর্ড এবার ডিসেম্বরের আগেই শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা দিয়েছে। এর ফল ভালো হবে বলে মনে করি।’ না হলে উদ্বৃত্ত জোগান ফের দাম কমিয়ে দিতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।

চা বণিকসভা আইটিপিএ’র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার কথায়, ‘অগাস্টের হিসেব বের হলে উৎপাদনে ঘাটতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছি। একটানা অনাবৃষ্টি, আবার কখনও অতিবৃষ্টি ও রোগপোকার হামলা এবার চা শিল্পকে শুরু থেকেই বিপর্যয়গ্রস্ত করে রেখেছে।’

স্বচ্ছতাপক্ষ

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : মালবাজার ব্লক এলাকাতে স্বচ্ছতাপক্ষ কর্মসূচি চলছে। শিক্ষা এবং সাক্ষরতা দপ্তরের নির্দেশিকা মতো ১ সেপ্টেম্বর ওই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শৌচাগার ব্যবহার থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ে স্থানীয়দের সচেতন করছেন স্কুল শিক্ষকরা। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলোচনা জারি রাখবে স্কুলগুলি।

সচেতনতা সভা

ওদলাবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : মানুষ ও বন্যপ্রাণ সংঘাত রোধে গ্রামবাসীদের সচেতনতা বাড়াতে সভা করল বন দপ্তর। বুধবার বিকালে ওদলাবাড়ি পঞ্চায়েতের তুড়িবাড়ি বস্তিতে সভার আয়োজিত সভায় মাল বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিক নিতাই বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পুজোয় হাতির করিডরে বাড়তি নজর

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : এবার পুজোয় হাতির হানা রুখতে বাড়তি নজরদারির প্রস্তুতি নিচ্ছে বন্যপ্রাণ বিভাগ। সম্প্রতি বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফে মাল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রাণী ও মানুষের সংঘাত রোধে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা শিবির শুরু হয়েছে। দু’তিনদিন আগে মীনগ্লাস চা বাগানের ভুট্টাবাড়ি ডিভিশনে একটি শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভাগীয় বন আধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন। তিনি বলেন, ‘পুজোতে বাড়তি নজর রাখা হবে। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর এবং বন বিভাগের অন্যান্য শাখার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। নজরদারি দল বাড়ানো হচ্ছে। দলগুলি ওয়্যারলেস ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবে।’ ড্রোন এবং থার্মাল ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রাণীদের ওপর নজর রাখা হবে।

ডুয়ার্সের চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপুজো হয়। আর এসময়ই লোকালয়ে হাতির আনাগোনা বাড়ে। ডুয়ার্সজুড়ে হাতি চলাচলের করিডর রয়েছে। ওই করিডরের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়। অনেক ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের সামনে হাতি চলে আসার ঘটনাও রয়েছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন স্পোরের কর্মকর্তা শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বলেন, ‘গ্রামে এবং চা বাগান এলাকায় পুজোকে কেন্দ্র করে রাত পর্যন্ত মেলা চলে। অনেক ক্ষেত্রে মেলার কাছেপিঠে হাতির দলের আনাগোনার ঘটে। তাছাড়া ডুয়ার্সের নদীতে প্রতিমা বিসর্জন হয়। অধিকাংশ নদীই হাতি চলাচলের করিডরের মধ্যেই পড়ে।’ সেজন্যই বাড়তি নজরদারি জরুরি। ওদলাবাড়ির পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাসের তরফে নফসর আলির কথায়, ‘সচেতনতার মাধ্যমে পুজোর সময় যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে হবে।’

কাজ চান দৃষ্টিহীন দম্পতি

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রখর রোদে হাতে হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কাজের খোঁজে। যদি কিছু মেলে। কোথাও কাজ না পেয়ে গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন দৃষ্টিহীন দম্পতি বিফাই মাহালি ও বীণা সিংহ মাহালি। কথা বলতে গিয়েই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল দুজনেরই। উচ্চমাধ্যমিক পাশ এই দম্পতি একটু ভালোভাবে বাঁচতে প্রশাসনের কাছে একটা কাজের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিফাইয়ের জন্ম ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেশচন্দ্র চা বাগানে। বয়স যখন ৪ বছর তখনই তাঁর মা তাঁকে নিয়ে ধনতলাতে চলে আসেন। কখনও ক্রান্তি হাটে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে আবারও কখনও এর-ওর বাড়িতে থাকতেন। বছর কয়েক আগে ধনতলা হাটেই অস্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিলেন মা-ছেলে। বছর দুয়েক আগে মারা যান বিফাইয়ের মা।

বিফাই জানালেন, শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় দৃষ্টিহীন স্কুলে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। সেখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা। সেখানে থাকতেই সুরদাস শবর নামে এক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর। তাঁরই ডাকে ২০১৯ সালে নিউ চামটা চা বাগানে বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে গিয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দৃষ্টিহীন বীণার সঙ্গে পরিচয়। ২০২১ সালে দুজনে বিয়ে করেন।

কীভাবে সংসার চলছে তাঁদের ? সরকারি মানবিক ভাতা আর কিছু মানুষের সাহায্যে কোনওরকমে দিনযাপন করলেও নিজেরা পরিশ্রম করে উপার্জন করতে চান এই দম্পতি। কয়েকদিন মালবাজারের একটি বেসরকারি বিশেষভাবে সক্ষমদের স্কুলে সামান্য সাম্মানিকে শিক্ষকতার কাজও করেছেন।

বিফাইয়ের বক্তব্য, ‘একটা সম্মানজনক কাজ পেলে ভালো হত। দুজনের স্বল্প উপার্জনে হেসেখেলে সংসার চলে যেত।’

বিফাই আবৃত্তিচর্চায় পারদর্শী। এমন গুণের কারণেই বিফাইয়ের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়েছে বলে জানান বীণা। বীণার কথায়, ‘দারিদ্র্যের মধ্যেও আমরা একে অপরকে আঁকড়ে থাকি। সারাজীবন এভাবেই থাকব। যতদিন বাঁচব এভাবেই লড়ে যাব।’

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ধনতলা হাট চত্বরে দম্পতির জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাজ প্রায় শেষের পথে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, ‘পরিবারটির দুরবস্থার কথা আমরা জানি। ওরা যাতে ভালো থাকে, সবসময়ই সেই চেষ্টা করছি।’

এই দৃষ্টিহীন দম্পতি ভালোভাবে বাঁচতে প্রশাসনের কাছে কাজের অনুরোধ জানিয়েছেন। -সংবাদচিত্র

ধানখেতে হাতির হানা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৪ সেপ্টেম্বর : মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকার কৃষকরা হাতির হানায় দিশেহারা। মঙ্গলবার রাতে একপাল বুনো হাতির হানায় ১০-১২ বিঘা ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকায় হাতির হানা রুখতে ওয়াচটাওয়ার তৈরির পাশাপাশি বন দপ্তরের তরফে নিয়মিত টহলদারির দাবি করেছেন বাসিন্দারা।

কৃষক মাসিদুল ইসলাম বলেন, ‘জমিতে চারা থেকে শিষ বেরোতে শুরু করেছে। এখনই হাতির পাল এসে হামলা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ধান ঘরে তোলা মুশকিল।’ সোমবার রাতে ২০-২৫টি হাতির একটি দল বড়দিঘি চা বাগান হয়ে চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে ঢোকে। মঙ্গলবার দিনভর জঙ্গলে থাকার পর সন্ধ্যার পরে হাতির দলটি লোকালয়ে গিয়ে ধানখেত নষ্ট করেছে। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে জানান, ওই দলের কয়েকটি হাতি মঙ্গলবার রাতে গরুমারা জঙ্গলে চলে গেলেও বাকিরা খরিয়ার বন্দর জঙ্গলেই রয়েছে।

পশ্চিম বাতাবাড়িতে নষ্ট ধানখেত।

বৃহস্পতিবার, ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৯ সংখ্যা

গোরক্ষার নামে

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোরক্ষকদের দাপটে লাগাম নেই। গোরক্ষকদের হিংসার বলি হচ্ছেন অনেক মানুষ। সরকারের তরফে অনেকবারই গোরক্ষকদের কড়া হাতে দমন করার নিদান দেওয়া হয়েছে। আইন বলবৎকারী সংস্থাগুলিকে ওই বার্তা দেওয়া হলেও হিংসায় লাগাম টানা যায়নি। মহম্মদ আখলাক থেকে পেহলু খান, পুলিশ আধিকারিক সুবোধ সিং থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া আরিয়ান মিশ্র, গোরক্ষকদের হাতে আক্রান্তের তালিকাটি দীর্ঘ।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রান্তের গোমাংস ভক্ষণ বা গোরু পাচারের অভিযোগ উঠেছে। অথচ তদন্তে দেখা গিয়েছে কোথাও গোমাংসের নামগন্ধ নেই। স্রেফ সন্দেহের বশে কিংবা ভ্রান্ত ধারণা থেকে খুন করা হয়েছে নিরপরাধদের। গোরক্ষকদের তাণ্ডব সাংবিধানিক মূল্যবোধ, বহুত্ববাদী ভাবনা এবং খাওয়া-পরার মৌলিক অধিকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

এতে ভারতের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হলেও অসহিষ্ণুতার নৃশংস প্রদর্শন বন্ধের নামগন্ধ নেই। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার ফরিদাবাদে সম্প্রতি গোরক্ষকদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ১৯ বছরের পড়ুয়া আরিয়ান মিশ্রের। অভিযুক্ত পাঁচ গোরক্ষক ধরাও পড়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে নুডলস খেতে বেরিয়েছিলেন আরিয়ান। তখন গোরু পাচারকারী সন্দেহে তাঁকে ধাওয়া করে গোরক্ষকরা। ভয় পেয়ে পালানোর সময় আরিয়ানের ওপর চড়াও হয় গোরক্ষকরা।

দিন কয়েক আগে হরিয়ানারই চরকি দাদরিতে সাবির মল্লিক নামে এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারে গোরক্ষকরা। তার আগে মহারাষ্ট্রে চলন্ত ট্রেনে এক মুসলিম প্রবীণের টিফিনকৌটোয় গোমাংস আছে অভিযোগে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছিল কয়েকজন। গোরক্ষকদের দৌরাত্ম্য বন্ধে পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকার সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ।

কারও খাদ্য বা খাদ্যাভ্যাসে কারও নাক গলানোর অধিকার থাকতে পারে না। সংবিধানে এমন সুযোগ নেই। গোরক্ষার নামে যে দাপাদাপি চলছে, তার পিছনে আছে আসলে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা। অথচ সংবিধান অনুযায়ী ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী দেশ। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। ফলে দেশের সংবিধান এবং আইনকানুন লঙ্ঘন ঠেকানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পুলিশ ও প্রশাসনের তাই গোরক্ষকদের হিংসা বন্ধে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেখানেই ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে এই অন্যায় কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। গোরক্ষকদের দৌরাত্ম্যের এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধে কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বরং হিন্দু-মুসলিম, শ্মশান-কবরস্থান বিতর্কে ক্রমশ বাড়ছে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর রাজনীতি।

সরকারের কোনও দলীয় বা ধর্মীয় রং থাকার কথা নয়। রং দেখে পদক্ষেপ করাও সংবিধান বিরুদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে সবসময় এই বিষয়টি রক্ষিত হচ্ছে না। দেশে আজও মূল সমস্যাগুলি কিন্তু বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের নানা সংকট। এই সমস্যাগুলির সমাধানের চেয়ে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদিতে, যা একটি বিশেষ ধর্মের কট্টরপন্থার সঙ্গে খাপ খায়। যাতে ক্রমশ বিস্তৃত হয় অসহিষ্ণুতার পরিবেশ।

একটি ধর্ম ও সেই ধর্মাবলম্বীদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর অভ্যাস পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী। কিছুদিন আগে কাঁওয়ার যাত্রাকে ঘিরে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যের পদক্ষেপ ঘিরে প্রবল বিতর্ক কিন্তু সেই একপাক্ষিক প্রবণতার পরিচয়বাহী। রাস্তার ধারের খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁ মালিকদের নাম সাইনবোর্ডে লিখে রাখতে বলার নির্দেশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, দোকান মালিকের ধর্মীয় পরিচয় যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

অথচ সংবিধান অনুযায়ী এই দেশটা কোনও একটি ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য নয়। বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এ দেশের বড় শক্তি। সেই শক্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে গোরক্ষকদের তাণ্ডবের মাধ্যমে। আবার কখনও বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আস্ফালন দেশের বহুত্ববাদী চরিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কি বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার, চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কি বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্টস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

- শ্রীমা

এত আসন ফাঁকা, পড়ুয়ারা গেল কোথায়?

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের যন্ত্রণার শেষ নেই। বাংলায় দিন-দিন পালটে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার ছবি। সমস্যা সমাধান করবেন কে?

শুভঙ্কর ঘোষ

সম্প্রতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগের তথ্য প্রকাশে গভীর উদ্বেগের কথা জানা গিয়েছে- স্নাতক স্তরে অনেক আসন ফাঁকা। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৪৬১টি মহাবিদ্যালয়ে ৭২৩০ বিষয়ভিত্তিক কোর্সে পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত আছে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ আসন। প্রথম পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ আটাশ হাজারের মতো আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। পছন্দের কলেজ ও বিষয়ের জন্য নাম নথিভুক্ত হলে দেখা গেল ২৭ শতাংশ আসন ফাঁকা রয়েছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রায় ৭৩ হাজার ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করলেও ৫৬ হাজারের উপর আসন ফাঁকা থেকে গিয়েছে। এখন চলছে আপগ্রেড করার পালা- পরের সপ্তাহে সশরীরে উপস্থিত থেকে যাচাই পর্ব। অগত্যা আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে- মপ আপ শুরু হবে পরের সপ্তাহ থেকে। যেভাবেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হোক, এটি নির্মম সত্য যে, আমাদের রাজ্যে স্নাতক স্তরে পড়ুয়াদের থেকে আসনসংখ্যা অনেক বেশি। প্রশ্ন উঠবেই, এটি কি এখানে হঠাৎ করে প্রকট হল, নাকি অনেক রাজ্যেও এমন? এটি নিয়ে কি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয়নি, নাকি আমাদের শিক্ষা জগতের ম্রিয়মাণ আলোর পাশে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারের আরও একটি দিক এই ঘটনা?

ভর্তি সমস্যা বিশ্বজনীন

আসন ভর্তি নিয়ে সমস্যা উচ্চশিক্ষায় নতুন কিছু নয়। শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বের উন্নত দেশ যেমন আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, জাপান, কোরিয়া থেকে পড়শি চিনেও সমস্যাটি কমবেশি অনুভূত হচ্ছে। উন্মুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে কোনও শিক্ষাকোর্সের বাজার দর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত করছে পড়ুয়াদের সংখ্যাতত্ত্ব। তাই টাইমস বা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা র‍্যাংকিং-এ প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ুয়া পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে শুধু সর্বদা সচেতন নয়, পর্যালোচনা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নিয়মিত।

আমাদের দেশে বিগত বছরগুলোতে (করোনার সময় উহ্য রেখেই) বলা যায়, কারিগরি শিক্ষা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে কয়েকটি উচ্চ র‍্যাংকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বাদে অনেক আসন ফাঁকা থাকছে। এই ট্রেন্ড এখন সাধারণ বিষয়ে স্নাতক স্তরে এসে পড়েছে। শুধু আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষায় আসন ভর্তিতে এই ক্রমবর্ধমান অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার বেশ কয়েকটি নামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পড়ুয়াদের ভর্তি ও তাঁদের বহমানতা বেশ উদ্বেগের। পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, গণিত এমন সব বিষয়ে আসন তো পূর্ণ হচ্ছে না, তার উপর ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছে। মেদিনীপুরের একটি নামী কলেজে দেখা গেল, একটি বিভাগে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের থেকে অধ্যাপকদের সংখ্যা বেশি।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এমন হচ্ছে কেন? কলা বিভাগ যেমন ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সব বিষয়ে ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানের বিভাগগুলিতে এত সমস্যা হচ্ছে কেন? গেল গেল রব উঠছে- পিসিএমবি (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথম্যাটিক্স ও বায়োলজি)-র দিন কি শেষ? সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে যেগুলি উঠে আসছে তা হল, শিক্ষা-জীবিকার সম্পর্কে উদ্ভূত নতুন রসায়ন, পড়ুয়া-অভিভাবকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার আবহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ বিমুখতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি

২০২০ সালে গৃহীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বহুবছর ধরে অনুসৃত তিন বছরের স্নাতক পাঠক্রমের জায়গায় চার বছরের পাঠক্রম চালু হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স- এমনকি স্নাতকোত্তর না করেও সরাসরি ডক্টরেট করার সুযোগ। কোভিডের দুটি বছর বাদ দিয়ে ২০২৩ থেকে দেশজুড়ে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। ইন্টার্নশিপ নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জটিলতা ও ধোঁয়াশা অব্যাহত।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চমার্গীয় চিন্তাভাবনার মূল উৎস হল উন্নত বিশ্বের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠনের পদ্ধতি ও সাফল্য। আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মাঝে সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করা এক ধরনের হারকিউলিস তুল্য কর্মকাণ্ড। সুতরাং আশানিরাশার দোলাচলে পড়ুয়ারা যে বিদ্ধ হবে তা আগেই অনুমিত ছিল। যেমন কিছুদিন আগেও ভাবা যেতে না, অঙ্কের সঙ্গে ইংরেজি বা ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এই আন্তর্বিষয় নিয়ে শিক্ষার অভিঘাত এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরেও লক্ষণীয়। আবার পড়ুয়ারা বর্ষ মধ্যে ছেদ নিতে পারেন। সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়ুয়া-অভিভাবকরাও চিন্তিত তিন অথবা চার বছরের অপশন নেওয়ার ব্যাপারে- চাকরির দুনিয়ায় কোনটি বেশি উপযোগী এসব মাথায় রেখে।

আসন সংখ্যা কি অতিরিক্ত?

ভারত সরকারের ২০২১-'২২-এ আইএসএইচই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৮-২৩ বছরের মধ্যে আছেন প্রায় এক কোটি তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছেলেমেয়ে। ছেলেরা সংখ্যায় সামান্য বেশি- তিপ্পান্ন লক্ষ। সেদিক দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মেয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা বেশ আশাব্যঞ্জক। স্নাতক স্তরে পড়তে আসার গড় বয়স ১৮ ধরলে মোটামুটি ২০ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগের কম উচ্চমাধ্যমিক পেরোন। এটির অনুকূলে আরও একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক। এবছর মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার- তার মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ পাশ করেছেন। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেই সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের সামান্য একটু বেশি। এখানে পাশের হার প্রায় ৯০ শতাংশ। মজার ব্যাপার, বিষয় নির্বাচনে এখন নতুন ট্রেন্ড- কলা বিভাগে তুলনামূলকভাবে সাফল্য বেশি। মেধাতালিকায় প্রথম দশে কিংবা বিশে বিজ্ঞানের একছত্র আধিপত্য শেষ। যদিও পাশের হার এখনও বিজ্ঞানে বেশি (৯৭ শতাংশ) কলা বিভাগের তুলনায় (৮৮ শতাংশ)। কারণ খুব সহজেই অনুমেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা ভেবে অনেকেই বিজ্ঞান বিষয় নেয়- ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ইত্যাদি মাথায় রেখে। এমনটা অন্যান্য বোর্ড যেমন সিবিএসই, আইএসসি প্রভৃতির ফলাফলেও লক্ষ করা যায়। সুতরাং উপরের সংখ্যাতত্ত্ব বলে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের স্নাতক স্তরে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা অতিরঞ্জিত।

পিসিএমবি

উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক স্তরে আসা পড়ুয়াদের মধ্যে একটি প্রামাণ্য অংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন জয়েন্ট এনট্রান্স, নিট প্রভৃতিতে অসফল থাকে (কিছু ব্যতিক্রম সর্বকালে আছে)। স্নাতকে বিষয় নির্বাচন এক্ষেত্রে কেরিয়ার তৈরির তুলনামূলক পরিবেশ, স্কোপ এবং প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে। বায়োলজির ক্ষেত্রে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় এবং রসায়নে পড়ুয়ারা আসছেন কারণ এগুলোর থেকে কেরিয়ার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিজেদের আরও সময়োপযোগী ও কেরিয়ারমুখী করে তুলতে না পারলে একটা সময় আসবে যখন বিজ্ঞানভিত্তিক মানব সম্পদে টান পড়বে। এই অসাম্য দেশের বিকাশের অন্তরায়।

মূলত দশটি জরুরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, পরিচালক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। ১. কোর্সে ভর্তির জন্য আধুনিক ম্যানেজমেন্টের সঠিক প্রয়োগ। ২. প্রতিযোগিতা সর্বত্র- প্রতিষ্ঠান বনাম প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। ৩. ডিগ্রি ছাপিয়ে অভিজ্ঞতা- এটি চান আধুনিক ছাত্রছাত্রীরা। ৪. পড়ুয়াদের মান এখন অনেক উন্নত। তাই, চাওয়া-পাওয়া চিত্র অনেক পরিণত। ৫. উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া। ৬. পড়ুয়া ও শিক্ষকদের নিবিড় সম্পর্ক একান্তভাবে দরকার। ৭. সকলকে নিয়ে ঐক্যের পরিবেশ তৈরি। ৮. ক্রমহ্রাসমান সরকারি সহায়তার বাস্তবতা। ৯. ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ফি বারবার পর্যালোচনা করা। ১০. পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের কার্যভার লাঘব। এইসব সামনে রেখে লড়তে হবে যাতে ভর্তি প্রক্রিয়া আরও সুসংহত থেকে পড়ুয়াদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ে। সেক্ষেত্রে আসন সংখ্যা কম ফাঁকা হবে, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

আজ

১৯৯৭

মাদার টেরেজা আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন।

১৯৯৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট সুরকার সলিল চৌধুরী।

আলোচিত

এতদিন অনেক কিছু আউটসোর্স করা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও আউটসোর্সিং হয়েছে। তবে এই প্রথম আমাদের রাজ্যে আইন আউটসোর্স করা হল। ধর্ষণ নিয়ে বিলটি তৈরি করল ভাড়াটে সংস্থা।

- মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

হঠাৎই বিশ্বজুড়ে প্রচারের আলোয় পোল্যান্ডের এক অখ্যাত সমুদ্রসৈকত। বলা হচ্ছে, জাস্তারনিয়া নামে এই শহরের থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক কম। তুলনায় সৈকতটি অসাধারণ। ছবি ভাইরাল হওয়ায় ইউরোপের প্রচুর পর্যটক ছুটছেন এখন পোল্যান্ডে। লক্ষ্য জাস্তারনিয়া।

ভাইরাল/২

চেন্নাই থেকে ইন্ডিগোর বিমান যাচ্ছিল মুম্বইয়ে। এক যাত্রী পাইলটকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছোড়েন হিন্দিতে ঘোষণা করার জন্য। পাইলট প্রদীপ কৃষ্ণন তামিলনাড়ুর লোক। হিন্দি ভালো জানেন না। তবু চমৎকার ঘোষণা করেন। তাঁর ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

বুদ্ধদেব বসু যখন শিক্ষক

নয়ের দশকে আমরা যখন ফালাকাটা হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন আমাদের ইংরেজি পড়াতেন বিশিষ্ট শিক্ষক হৃষীকেশ চক্রবর্তী। আমার দাদা শিক্ষক হরচন্দ্র চক্রবর্তীর পরামর্শমতো মাঝে মাঝে হৃষীকেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে ইংরেজি পড়তাম। তারপর একদিন স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলকাতার একটি নামকরা কলেজে ভর্তি হলাম। সেই সময়ে একদিন আমাদের কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কবি বুদ্ধদেব বসু পড়ালেন টমাস গ্রে'র কবিতা 'এলেগি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড'। পরে তিনি আমাদের অনুরোধ করলেন সেই কবিতার দুটি লাইনের ব্যাখ্যা লিখে গরমের ছুটির পর কলেজের অধ্যাপককে দেখিয়ে নিতে। বুদ্ধদেববাবুর সেই কবিতার বিশ্লেষণ ভোলার নয়।

গরমের ছুটিতে ফালাকাটায় ফিরে এসে চলে গেলাম হৃষীকেশবাবুর বাড়িতে এবং মাস্টারমশাইকে অনুরোধ করলাম ওই লাইন দুটির ব্যাখ্যা লিখে দিতে। মাস্টারমশাই ব্যাখ্যাটি লিখে দিলে আমি সেটা নিজের হাতে লিখে ফেললাম। ছুটির পর কলকাতায় এসে বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে গিয়ে ওই লেখাটি তাঁকে দিলাম। পরে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন, ''পরিতোষ, 'এলেগি' কবিতার ওই লাইনের এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি এর আগে পড়িনি। যিনি লিখেছেন তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। তবে তোমার হাতের লেখাও সুন্দর- বুদ্ধদেব বসু।''

পুজোর ছুটিতে ফালাকাটায় এসে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যাই এবং বুদ্ধদেব বসুর লেখাটি তাঁকে দিই। লেখাটি পড়ে তাঁর মুখটি গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। মাস্টারমশাই লেখাটি স্কুলে নিয়ে গেলে সব মাস্টারমশাই সেটা পড়ে দারুণ খুশি হলেন এবং নতুন চৌপথির গোপালদা'র দোকানের চা-রসগোল্লা সহযোগে উৎসবের মেজাজে ওই শুভক্ষণটি পালন করলেন। আমিও পাশেই ছিলাম- হৃষীকেশবাবুর গৌরবে আমার সে কী অহংকার। সেই স্মৃতি আমার কাছে আজও অমলিন। এখনও অনেক আশা, শিক্ষকরাই ছাত্রদের দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করেন যাঁরা আগামীদিনে গড়ে তুলবে উজ্জ্বল এবং শ্রেষ্ঠ এক নতুন ভারত।

পরিতোষ চক্রবর্তী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

বার্ধক্যে মনে পড়ে শিক্ষকদের কথা

বর্তমানে বার্ধক্যের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আজও আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহের পরশ অনুভব করি আর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। রাস্তাঘাটে যখন যেখানেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হত, তখন শ্রদ্ধায় আপনাআপনিই মাথা নত হয়ে তাঁদের পা দুটোতে হাত চলে যেত, শুধুমাত্র আশীর্বাদ পাওয়ার লোভে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশীর্বাদ পেয়ে জীবন ভালোই কাটিয়েছি।

আশা করব, বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্ক আমাদের সময়কার মতোই পবিত্র ও আন্তরিক থাকুক। শিক্ষক দিবসে মানুষ গড়ার প্রতিটি কারিগরকে জানাই শ্রদ্ধা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য রইল প্রকৃত মানুষ হওয়ার শুভকামনা।

অঞ্জলি চন্দ (দত্ত), পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শিক্ষক সংগঠন ও দলের আমি দলের তুমি

শিক্ষকদের কাজ এখন অনেক বেড়েছে। তাঁদের এতরকম সমস্যা। শিক্ষক সংগঠনগুলো এসব নিয়ে কথা বলে না।

পরাগ মিত্র

তুম মানো ইয়া না মানো, জমানা বদলে গিয়েছে। ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের, স্লিম ট্রিম জীবনের ঠমকেও শিক্ষক দিবসও আজ ইভেন্ট। সংবর্ধনা, উত্তরীয়, প্রশস্তি, শপথের ভিড়ে মাস্টারের মনের কথার পরিসর কতটুকু?

কোন বোর্ড ভালো? তর্কের তুফানে যে বাস্তবতা হারিয়ে যায়, সারা দেশে সব শিশুর জন্য অভিন্ন পাঠক্রম ঢক্কানিনাদে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পার করা দেশেও চালু করা যায়নি। মাতৃভাষা, স্থানীয় ইতিহাস বাদ দিয়ে সকলের জন্য এক পাঠক্রম কি খুব কঠিন? রাজ্য-কেন্দ্রের অধিকারের প্রেক্ষিতে বলতেই হবে মানুষের জন্য আইন না আইনের জন্য মানুষ? শিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ৬ শতাংশ বরাদ্দর কথা বলা হয়েছে ১৯৬৬-তে, নতুন শিক্ষানীতিতেও। ছয় শতাংশের বরাদ্দের ঘণ্টা আজও সুদূরপরাহত।

উনুনে হাঁড়ি বসালেই সুস্বাদু রান্না হয় না। আঁচ রাখতে চোঙায় ফুঁ দিয়ে যেতে হয়। শিক্ষক সেই চোঙাওয়ালা।

শিক্ষকের অপ্রতুলতা তাই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীনতমর অন্যতম সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। কম্পিউটার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নেই। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ অবধি বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞানে শিক্ষক একজন। সরকারি স্কুলে এই হাল হলে ডুয়ার্সের মেটেলি হাইস্কুল হোক বা টোটোপাড়ার ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাইস্কুল- সংকটের কথা বোঝাই যায়।

সরকারি দপ্তরের এক্সটেনশনের ঠেলায় শিক্ষক নোডাল অফিসারও। ক্লাসের ফাঁকে মাথা গোঁজা প্রকল্পের ডেটা এন্ট্রিতে। কারও আধার নেই বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সাইকেল কে নিল না ...। এমনকি রাতে বাড়ি ফিরেও। বিএলও'র ডিউটির সঙ্গে ক্লাস। প্রাইমারিতে ক্লার্ক নেই। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ দুই। বহু প্রতিষ্ঠানে নেই। দিনরাত রিপোর্ট পাঠানোর ঠেলায় বিদ্যালয় প্রধানের ওষ্ঠাগতপ্রাণ, লেসন প্ল্যান যাচাই পরের কথা।

আগে শুনেছেন 'আমরা বেতন বাড়িয়েছি'। এখন শোনেন মাসপয়লা বেতনের কৃতিত্বের বড়াই। অতএব থাকো সাষ্টাঙ্গ বশে। শিক্ষক সংগঠনের চরিত্র হওয়া উচিত যখন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ে সমন্বয়ের, তখন প্রকাশ দলের আমি দলের তুমি দল দিয়ে যায় চেনার মোড়কে। অথচ মাধ্যমিকের খাতার ঘাড়ে উচ্চমাধ্যমিকের খাতা, সিলেবাসের সুবিধা-অসুবিধা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসার, কোথাও ঠাঁই নেই, কোথাও ছাত্র বা শিক্ষকের হাহাকার, বিদ্যালয়ের ভাঁড়ে মা ভবানী- শিক্ষকদের সংগঠন বলবে না?

ফাঁকিবাজ, মিড-ডে-মিল নিয়ে অনিঃশেষ তির, সরকারি দপ্তরের চেয়ে কম ছুটি সত্ত্বেও 'ছুটি'র বদনাম...। ত্রুটি অবশ্যই আছে। তবুও প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রীর লোকশিল্পে রাজ্য স্তরে পুরস্কার, ইটের উপর ইট রেখে স্বপ্না বর্মন, ঝুঁকি নিয়ে বিয়ে রোধ, ন্যুব্জতার কানে 'ফাইট... ফাইট', প্রান্তিক পরিবার মেধাতালিকায় ... অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্ষিদ্দাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেই বিদ্যালয়গুলো সপ্রাণ।

অবসরের সময় পেনশন নিয়ে উৎকণ্ঠায় আপস যেন কারও মাথা নীচু না করে, তৃণমূল স্তরের শিক্ষকের চিন্তনের সঙ্গে সদরের যান্ত্রিকতাহীন যোগাযোগ, বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরেও যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করছেন আবেদন ব্যতিরেকে তাঁদের সম্মাননা জ্ঞাপন- বেত নয়, হৃদয় দিয়েই শিক্ষক সমাজ জবাকুসুম সংকাশ সকাল এনে দেবেন।

শিক্ষক দিবস সে নিশ্চয়তার অঙ্গীকার হোক।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩০

পাশাপাশি : ১। হৃদয় সম্পর্কিত, আন্তরিক ৩। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মতবিশেষ ৪। দুর্গার রূপবিশেষ, কোপন স্বভাবা নারী ৫। তীব্র আলোর ছটা, প্রখর দীপ্তির স্ফুরণ ৭। ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১০। জেল, জেলখানা ১২। চিরকাল, অনন্তকাল ১৪। দুষ্ট ও বদমাশ, পাজি ১৫। বংশ, উঁচু সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশ ১৬। ধারালো অস্ত্র দিয়ে নরম জিনিস কেটে ফেলার ধ্বনি।

উপর-নীচ : ১। বৃত্তিমূলক কাজে সুখ্যাতি, দক্ষতার খ্যাতি ২। মোটা দড়ি, কাছি, মহুয়া ফল ৩। তিরস্কার ৬। চণ্ডীদেবীর এক রূপ ৮। চুল, অলক ৯। খুব জোরে ঘোরার ভাব, কৃমি দমনকারী মিঠাইবিশেষ ১১। রামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ ১৩। পাপ।

সমাধান ■ ৩৯২৯

পাশাপাশি : ২। হালচাল ৫। মধ্যমা ৬। হাড়কৃপণ ৮। ছল ৯। ধাম ১১। কনকচাঁপা ১৩। গরিমা ১৪। মায়াবাদ।

উপর-নীচ : ১। ধুমধাম ২। হামা ৩। চাঙড় ৪। মরণ ৬। হাল ৭। কৃত্রিম ৮। ছত্রক ৯। ধাপা ১০। ধুন্ধুমার ১১। কনক ১২। চাঁদোয়া ১৩। গদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিবরাজ ও রিজিজুর নিশানায় মমতা

‘অপরাজিতা’ মহারাষ্ট্রে চান পাওয়ার

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ঘটনার রেশ ধরে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪’ পেশ হয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে সেই বিল পাশ হয়েছে। এবার এরাজ্যের ধাঁচে ধর্ষণবিরোধী বিল আনার দাবি উঠল মহারাষ্ট্রে। এক সাক্ষাৎকারে এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ার বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।’

পাওয়ারের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে প্রচারে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এক্স পোস্টে লিখেছেন, বাংলা পথ দেখায়। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘মঙ্গলবারের বিল পাশ ইতিহাস তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের বিল আনার চিন্তাভাবনা চলছে। শারদ পাওয়ারের মতো নেতাও মহারাষ্ট্রে ধর্ষণবিরোধী বিলের দাবিতে সরব হয়েছেন।’ মঙ্গলবার বিধানসভায় তৃণমূলের সঙ্গে টানাপোড়েনে জড়ালেও অপরাজিতা বিল পাশে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তড়িঘড়ি বিল পাশকে আরজি কর কাণ্ড থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে মনে করছে গেরুয়াশিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, চাপে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ধর্ষণবিরোধী বিল পাশ করেছে। এই বিলের আওয়ায় শেখ শাহজাহানের মতো নেতাদের শাস্তি হবে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শিবরাজ সিংয়ের কথায়, ‘দিদি চাপে পড়ে এই বিল এনেছেন। আরজি করের ঘটনা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘আগে এই বিল কেন আনেননি? কেন অতীতে নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতি দেখাননি? দিদিকে এর উত্তর দিতে হবে। নতুন আইনের আওতায় কি শেখ শাহজাহানের মতো লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে? এটা নজর ঘোরানোর চেষ্টা।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরজি করে মহিলা চিকিৎসক খুনের ঘটনায় রাজনীতি করার অভিযোগ করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বুধবার এক্স পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, অপরাধ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। রিজিজু জানান, ২০১৮-য় সংসদে ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন পাশ করেছিল কেন্দ্র। যার লক্ষ্য ছিল দ্রুত বিচার এবং বিচারাধীন ধর্ষণ এবং পকসো আইনের আওতায় দায়ের মামলাগুলির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত (এফটিএসসি) প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের এফটিএসসি স্থাপনের উদ্যোগে শামিল হয়নি। রিজিজুর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ২০টি পকসো আদালত সহ মোট ১২৩টি এফটিএসসি স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের অনুমতি না মেলায় তা সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।

শারদ পাওয়ার

মঙ্গলবারের বিল পাশ ইতিহাস তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই বিল আনার চিন্তাভাবনা চলছে। শারদ পাওয়ারের মতো নেতাও মহারাষ্ট্রে ধর্ষণবিরোধী বিলের দাবিতে সরব হয়েছেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আরজি করের ঘটনা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। কেন অতীতে নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতি দেখাননি? দিদিকে এর উত্তর দিতে হবে।

শিবরাজ সিং চৌহান

চিকিৎসকদের সুরক্ষার হিসাব চাইল কেন্দ্র

সব রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুনের পর দেশজুড়ে নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ করেছে সেই ব্যাপারে জানতে চাইল কেন্দ্র। বুধবার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব অপূর্ব চন্দ্র। রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিদের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব রাজ্যের সরকারকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

২২ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছিল, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে কেন্দ্রকে। ২৮ অগাস্ট সেই বৈঠক হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রের তরফে নিরাপত্তা ইস্যুতে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকারগুলি। একাধিক রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে বাড়তি পদক্ষেপ করেছে। যাবতীয় পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ হিসাবে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছে পাঠাতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের পরামর্শে যেসব হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি সেগুলিকে চিহ্নিত করে নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সিসিটিভি লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। হাসপাতালে নিরাপত্তা কমিটি গঠন এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, আরজি করের ঘটনা ভারতকে আলোড়িত করেছে। গোটা দেশ ওই নিহত চিকিৎসককে কন্যা সন্তানের স্বীকৃতি দিয়েছে। ঘটনাটি সমস্ত চিকিৎসককে নাড়া দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটির শুনানি করছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন বিচারের বিষয়টি শীর্ষ আদালতের হাতে ছেড়ে দেন। তাঁদের কাছে কাজে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীর জিততে আবেগই অস্ত্র রাহুলের

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের মন জিততে গোড়া থেকেই আমজনতার আবেগে শান দেওয়া শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। একদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার অন্যদিকে এই অঞ্চলের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের বিষয়টি সামনে রেখে প্রচারের সুর চড়িয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মেহবুবা মুফতি, গুলাম নবি আজাদদের নাম না করে বিরোধী দলনেতা এও জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে একদিকে বিজেপি-আরএসএস রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস, এনসি, ইন্ডিয়া জোট রয়েছে। মাঝে আর কেউ নেই। ভোট যেন ভাগ না হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম দফার ভোট ১৮ সেপ্টেম্বর। রাহুলের সঙ্গে এদিন ছিলেন এনসি সভাপতি ফারুক আবদুল্লা, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মির প্রমুখ।

জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা নিয়ে রাহুল বলেন, ‘ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যে পরিণত করা হত। একটি রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার ভারতের কোনও রাজ্যের মর্যাদা রদ করে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এমন কাজ আগে কখনও হয়নি। তাই সবার আগে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’ তাঁর সাফ কথা, ‘আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচনের আগে আপনাদের যেন রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য হওয়ার পর যেন নির্বাচন হয়। বিজেপি এটা চায়নি। আমরা বলছি, বিজেপি চাক বা না চাক, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে আমরা রাজ্যের মর্যাদা দেব।’

মোদিকে বিরোধী দলনেতার তোপ, ‘কেন্দ্রীয় সরকার এখন বিরোধীদের কথায় চলে। আমরা যা বলব তাই করা হবে। আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মোদিকে শেষ করে দিয়েছি। আমি সংসদে ওঁর সামনে বসি। আমি জানি, ওঁর আগের আত্মবিশ্বাস আর নেই। ৫৬ ইঞ্চির ছাতিও আর নেই। কিছুদিন পরেই আমরা মোদি এবং বিজেপিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেব।’ ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিম, জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে সরকারের পিছু হটা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি। অনন্তনাগের সভায় রাহুল বলেন, ‘আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, হয় বিজেপি আপনাদের রাজ্যের মর্যাদা দেবে, নয়তো ইন্ডিয়া জোটের সরকার ক্ষমতায় এসে আপনাদের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে।’

এলজি মনোজ সিনহাকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির তোপ, ‘১৯৪৭ সালে আমরা রাজাদের সরিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি করেছিলাম এবং দেশকে সংবিধান দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ জম্মু ও কাশ্মীরে এলজি নামের এক রাজা বসে রয়েছেন। যিনি আপনাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বাইরের লোকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।’ কাশ্মীরের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রাহুল এদিন বলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। এটা রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়। রাজীব গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি কিংবা জওহরলাল নেহরু, যিনিই হোন না কেন, আপনাদের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা আমার থেকে যা চান, আমার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। আমি সংসদে আপনাদের সেবা করতে চাই। আপনাদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কথা বলব।’ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিজেপি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ তোলেন রাহুল।

‘পরিবারের সঙ্গে রক্তের বন্ধন রাজ্যের’

আমি জানি, মোদির আগের আত্মবিশ্বাস আর নেই। ৫৬ ইঞ্চির ছাতিও আর নেই। কিছুদিন পরেই আমরা মোদি এবং বিজেপিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেব।

রাহুল গান্ধি

হরিয়ানার ভোট দঙ্গলে এবার ভিনেশ-পুনিয়া

বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ ফোগটের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : জল্পনা এবার সত্যি হতে চলেছে। হরিয়ানার আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন দুই খ্যাতনামা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন দুজন। সূত্রের খবর, ভিনেশ ফোগটকে জুলানা বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। ওই আসনটি বর্তমানে জেজেপির হাতে রয়েছে।

অপরদিকে বাদলি আসনে হাত প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বজরং পুনিয়া। গতবার ওই আসনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। শীঘ্রই ভিনেশ এবং বজরং আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার হরিয়ানায় প্রার্থীতালিকা নিয়ে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি-র (সিইসি) বৈঠক বসে। সেখানে প্রাথমিকভাবে ৩৪ জনের প্রার্থীতালিকা তৈরি হয়েছে। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট।

জাঠ-ভূমে কংগ্রেসের সঙ্গে আপের আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভিনেশ ফোগট-বজরং পুনিয়াদের কংগ্রেসে যোগদান এবং বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার ইঙ্গিত হাত শিবিরে খানিকটা অক্সিজেন দিয়েছে।

রাজনীতিতে ভিনেশের যোগদান ঘিরে জল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। গত সপ্তাহে শাম্ভু সীমানায় অবস্থানরত কৃষক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। কৃষকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন ভিনেশ। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধেও ভিনেশ, বজরং পুনিয়ারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস।

১০০ গ্রাম ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য সদ্য অনুষ্ঠিত প্যারিস অলিম্পিক থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ভিনেশ। তখনও কংগ্রেস তাঁর প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছিল। তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা। কিন্তু বয়সের কারণে রাজ্যসভার ভোটে দাঁড়ানো সম্ভব নয় বলে তখন থেকেই ভিনেশকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। ভূপিন্দর-পুত্র দীপেন্দর সিং হুডার সঙ্গেও ভিনেশ-বজরংদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।

কংগ্রেসের প্রার্থী হতে পারেন

কঙ্গনার সিনেমা ঘিরে বাড়ছে জট

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর : বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ‘এমার্জেন্সি’ সিনেমাটির মুক্তি ঘিরে ক্রমশ জট বাড়ছে। ছবিটি যাতে দ্রুত মুক্তি পায় সেই আর্জি জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্মাতারা। সেইজন্য সিবিএফসিকে ছবিটির মুক্তির শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিতেও অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বুধবার হাইকোর্ট সেই নির্দেশ দেয়নি। উলটে বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ছবি নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে তার বাইরে তাঁরা কিছু বলতে পারবেন না। তবে সিবিএফসিকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। সিবিএফসি ছাড়পত্র দিতে বিলম্ব করায় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের টিম সরব হয়েছে। ‘এমার্জেন্সি’র ছাড়পত্র বেআইনিভাবে আটকে রাখার জন্য আদালত তিরস্কার করেছে। বম্বে হাইকোর্ট বলেছে, ছবিটি তৈরি করতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে তা যেন মাথায় রাখে সিবিএফসি। সিনেমাটি ৬ তারিখ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা।

সিবালের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : গোরক্ষকদের হাতে হরিয়ানায় এক দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার খুন হওয়ার ঘটনায় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৈফিয়ত দাবি করলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবাল। সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আরিয়ানকে গুলি করে খুন করেছে হরিয়ানার গোরক্ষকরা। হিংসার অ্যাজেন্ডাকে তারা উসকানি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এ ব্যাপারে কথা বলবেন। আরজি কর কাণ্ডে সিবালের বয়ান নিয়ে সম্প্রতি সমালোচনা করেছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর।

রাহুলের দান

তিরুবনন্তপুরম, ৪ সেপ্টেম্বর : বিধ্বস্ত ওয়েনাডের জন্য বেতনের পুরো টাকাটাই দিলেন রাহুল গান্ধি। এই বিষয়ে অন্যদেরও এগিয়ে আসার ডাক দেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘ওয়েনাডবাসীর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সহায়তায় আমি পুরো মাসের বেতন দিচ্ছি। দেশবাসীকেও এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। ওয়েনাড আমাদের দেশের এক সুন্দর জায়গা।’ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ‘স্ট্যান্ড উইথ ওয়েনাড’ বলে একটি অ্যাপ চালু করেছে।

ধসের বলি ৬

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর : অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে ভূমিধসে বিপর্যস্ত নাগাল্যান্ড। মঙ্গলবার রাতে ধসের ছয় ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। রাজধানী কোহিমার সঙ্গে রাজ্যের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ডিমাপুরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তায় ধসের জেরে সড়কপথ সহ বহু ঘরবাড়ি ক্ষতি হয়েছে ও খাবারের রেস্তোরাঁর। ফেরিমায় নেমেছে কাদা-স্রোত। সেইপামায় ধস।

সেবি-তে ডামাডোল চলছে, অর্থমন্ত্রককে চিঠি কর্মচারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রবল মানসিক চাপ আর নেতৃত্বের অপেশাদার মনোভাব বাড়ছে সেবিতে, অভিযোগ কর্মচারীদের। স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ ওঠায় ইতিমধ্যেই প্রবল চাপে সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরিবিচ। সেবি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সেখানকার কর্মসংস্কৃতি খুবই খারাপ এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, কর্মদক্ষতাও ধাক্কা খেয়েছ। আর এই সবকিছুই মাধবী পুরিবিচের সময়ে হয়েছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন সেবির কর্মচারীরা।

তাঁদের অভিযোগ, ‘গত ২-৩ বছরে সেবিতে ভীতির পরিবেশ। পাশাপাশি চিৎকার, চেঁচামেচি, ঝগড়া এবং জনসমক্ষে হেনস্থা প্রতিটি বৈঠকে নিয়মিত হয়ে উঠেছে।’ চিঠিতে আরও উল্লেখ, উচ্চ পদে থাকা কিছু ব্যক্তি কর্মচারীদের ডাক নাম উল্লেখ করে তাঁদের ওপর চিৎকার করছেন, এবং উচ্চপদস্থ ম্যানেজমেন্টের তরফে এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ‘নেতৃত্বের চিৎকার, গালাগালির সামনে কর্মচারীরা ঝুঁকে পড়ছেন এবং নেতৃত্ব অপেশাদার ভাষার ব্যবহার করছেন, এগুলি বন্ধ করতে হবে।’ সেখানকার কর্মচারীদের সমস্ত পদক্ষেপ এবং চলাফেরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন কর্মচারীরা। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, কর্মীদের সামনে অবাস্তব মাত্রায় লক্ষ্যমাত্রা রাখা হচ্ছে।

‘কর্মচারীরা রোবট নন, যে সুইচ ঘুরিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যাবে।’ অভিযোগ চিঠিতে। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা বিশেষজ্ঞের ওপরেও মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়েছে বলে অভিযোগ কর্মচারীদের।

নেপাল নোটেও ভারতের এলাকা

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের ৩টি এলাকাকে নিজেদের মানচিত্রে যুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সূত্রপাত করেছিল নেপাল। এবার সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে প্রতিবেশী দেশ। মঙ্গলবার সে দেশের সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আগামী একবছরের মধ্যে নেপালে নতুন নোট চালু হতে চলেছে। সেখানেও থাকবে নতুন মানচিত্র। যেখানে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি ভারতের অংশ। ৩টি এলাকার ওপর নেপালের দাবি আগেই খারিজ করে দিয়েছে ভারত। তারপরেও ভারতীয় এলাকাকে যুক্ত করে নেপালের মানচিত্র তৈরি এবং সেই মাত্রচিত্রকে নতুন নোটে ঠাঁই দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। গত ৩ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড নেপালের মানচিত্র সংবলিত নতুন নোট ছাপানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক আগামী ৬-১২ মাসের মধ্যে নোট ছাপার প্রক্রিয়া শেষ করবে। তারপর সেই নোট বাজারে ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০২০-র মে-তে ভারতের কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরার ওপর দাবি জানিয়ে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার।

ত্রিপুরায় দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরায় শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র উপস্থিতিতে ত্রিপুরার দুটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এনএলএফটি, এটিটিএফ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে ত্রিপুরায় ওই দুই সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের অবসান ঘটল। অমিত শা এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘৩৫ বছর ধরে চলা লড়াই শেষে ওই সংগঠনগুলি অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে যোগ দিয়েছে। এটা আমাদের সবার কাছে একটি আনন্দের বিষয়।’ ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার দায়বদ্ধ বলেও জানান শা। তিনি দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্ব এবং দিল্লির মধ্যে দূরত্ব কমেছে। এদিন চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাও।

৩০ জনের মৃত্যুদণ্ড কিমের নির্দেশে

সিওল, ৪ সেপ্টেম্বর : কাজে গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না উত্তর কোরিয়ার কর্ণধার কিম জং উন। কর্তব্যে গাফিলতির কারণে ৩০ জন আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। চলতি জুলাইয়ে তা কার্যকর হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সূত্র উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার এক সংবাদমাধ্যম।

চলতি জুলাইয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছিল উত্তর কোরিয়া। ব্যাপক বৃষ্টির সঙ্গে বন্যা, ভূমিধসে চার হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুচ্যুত হন ১৫ হাজার মানুষ। বন্যা ও ভূমিধস রোধে ব্যর্থ হন সরকারি আধিকারিকরা। দুর্যোগের বলি হন প্রায় এক হাজার মানুষ। সরকারি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কিমের মতে, আধিকারিকরা তেমনভাবে চেষ্টা করলে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি রুখতে পারতেন। তাঁদের চেষ্টা না থাকাতেই এমন ঘটনা। তারপরেই কাজে অবহেলার কারণে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেন। যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

টেক্সাসে গাড়ি দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৪ ভারতীয়ের

ওয়াশিংটন, ৪ সেপ্টেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আন্নায় এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় চার ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের একজন মহিলা। তাঁর বাড়ি তামিলনাড়ুতে। মৃতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা।

টেক্সাস পুলিশ জানিয়েছে, একটি ট্রাক বেপরোয়াভাবে এসে এসইউভির পিছনে ধাক্কা মারলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ির চার আরোহী ঝলসে পুড়ে মারা যান। তাঁরা বাইরে আসার সুযোগ পাননি। দেহগুলি ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়ায় চেনা যাচ্ছে না। দেহ শনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, আরোহীরা সকলেই আরকানসর বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। তাঁরা একটি কারপুলিং অ্যাপের মাধ্যমে এসইউভি গাড়িটি ভাড়া করেছিলেন। হতভাগ্য চার যাত্রীর মধ্যে আরিয়ান রঘুনাথ ওরামপতি ও তাঁর বন্ধু ফারুক শেখ হায়দরাবাদের বাসিন্দা। তাঁরা আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন। দর্শিনী বাসুদেবনের বাড়ি তামিলনাড়ুতে। তিনি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরি করছিলেন। তিনি মামার সঙ্গে দেখা করার জন্য বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন লোকেশ পালাচারলা।

ভোপাল জাদুঘরে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ

ভোপাল, ৪ সেপ্টেম্বর : জাদুঘরে চুরির চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ। বিপুল পরিমাণ প্রত্নসামগ্রী সহ ধরা পড়েছে চোর। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল। সোমবার বন্ধ থাকে ভোপাল স্টেট মিউজিয়াম। বিনোদ নামে চোরটি রবিবার টিকিট কেটে জাদুঘরে ঢুকেছিল। তারপর সিঁড়ির তলায় ঘাপটি মেরে বসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, চুরির পর গোটা রাত জাদুঘরে কাটিয়ে পরদিন পালাবে। বন্ধ জাদুঘরে গুপ্ত, মোগল ও নবাবি আমলের বহু সামগ্রী চুরি করে বিনোদ।

কিন্তু রাতেই চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। খবর যায় পুলিশে। বিরাট পুলিশ বাহিনী জাদুঘর ঘিরে ফেলে। পরদিন ভোটে জাদুঘরের ২৫ ফুট পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করে চোর। কিন্তু নিরাপত্তার কড়াকড়ি দেখে পাঁচিল টপকানোর ঝুঁকি নেয়নি। একটি ঝোপে লুকিয়ে পড়ে সে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশকর্মীরা তাকে ঝোপ থেকে বের করে আনেন। তার কাছ থেকে ১০০টি মুদ্রা ও মেডেল উদ্ধার করা হয়েছে। যার মোট বাজারদর ১৫ কোটি টাকা।

লোকসংস্কৃতির কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি সেন্টার ফর কোঅপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের হলঘরে বুধবার থেকে লোকশিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা শুরু হল। রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্রের আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কর্মশালাটি ৩ দিন ধরে চলবে। এদিন কর্মশালার উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়। ৫০ জন লোকশিল্পীকে নিয়ে বৈরাতি আঙ্গিকের উপর কর্মশালায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক স্বরূপ বিশ্বাস সহ প্রশিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

পাচারে ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কালিম্পং থানার পুলিশ। ধৃতরা রূপাশ তামাং, অ্যান্ড্রিউ লেপচা ও নিকল লেপচা। অভিযোগ, শিলিগুড়ি থেকে একটি চারচাকার গাড়িতে সিকিমের মল্লিতে ওই নেশার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন কুকুরজান

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের জেলা স্কুল কাবাডিতে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কুকুরজান উচ্চবিদ্যালয়। রানার্স ডাউকিমারি ডিএন হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন ডাউকিমারি ডিএন হাইস্কুল। রানার্স হরিহর হাইস্কুল।

জেতালেন অবিনাশ

ওদলাবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি শান্তি কলোনির মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে বুধবার কোচবিহার পিকে ১-০ গোলে কালিম্পং পুলিশ দলকে হারিয়েছে। শান্তি কলোনি মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা কোচবিহারের অবিনাশ বাসফোর। ৭ সেপ্টেম্বর খেলবে সেন্ট ব্রাদার্স রাঙামাটি ও জয়গাঁ জিএফএ।

ফাইনালে জলপাইগুড়ি

ক্রান্তি, ৪ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তি প্রগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের ডুয়ার্স ফুটবলে ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি পুলিশ। প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে দার্জিলিং পুলিশকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা জলপাইগুড়ির দীপঙ্কর রায়। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও ডাবগ্রাম আর্মড পুলিশ।

সেমিতে এসটি

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল রাঙ্গামাটির এসটি ব্রাদার্স। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে রাজগঞ্জের এসডিএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন ড্যামার ও নবদ্বীপ। শুক্রবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ঘোষপুকুরের ভৌমিক ওয়ারিয়র ও সুকনার ট্রাইবাল ইউনাইটেড।

নায়ক বিকি

বড়দিঘি, ৪ সেপ্টেম্বর : কিলকোট চা বাগানের মহাত্মা গান্ধি স্পোর্টিং ক্লাবের জাক্রু মাহালি ও বাহুরান তিরকি ট্রফি ফুটবলে বুধবার বড়দিঘি চা বাগান ১-০ গোলে মূর্তি চা বাগানকে হারিয়েছে। গোল করেন বিকি ওরাওঁ। বৃহস্পতিবার খেলবে মালবাজার অঙ্কিত স্পোর্টস ও আইভিল চা বাগান।

তোদের জন্যই তো...

‘স্যর’ ডাকটা একবার শুরু হলে তা চলতে থাকে সারাজীবন। কেউ অবসরের পরও নিয়ম করে পড়াতে ভোলেন না, কেউ আবার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধের জন্য শিখে ফেললেন নতুন ভাষা। শিক্ষক দিবসের আগে দুই জেলার বিশেষ ‘স্যর’দের নিয়ে প্রতিবেদন।

নর্থবেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক।

অবসরের পরেও ‘ছুটি’ নেই বিষ্ণেন্দুর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নর্থবেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিষ্ণেন্দু বাগ অবসর নিয়েছেন প্রায় চার মাস আগে। কিন্তু শিক্ষকতা থেকে ছুটি নেননি। প্রতিদিন রুটিন মেনে স্কুলে আসেন। ক্লাস করান। তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেন না। এভাবেই একা হাতে টিকিয়ে রেখেছেন স্কুল।

বহু বছর ধরে মাস এডুকেশন দপ্তরের তরফে বন্ধ রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ। যার ফলে একের পর এক শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর ২০২১ সাল থেকে তিনি একা হাতেই সামলেছেন এই স্কুল। তিনি যখন অবসর নেন, তখন স্কুলটি শিক্ষকহীন হয়ে পড়ে। তাই পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনও একা হাতেই সামলাচ্ছেন পঠনপাঠন। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রোজ স্কুলে আসেন তিনি। এখনও পর্যন্ত স্কুলটি তালাবন্ধ হতে দেননি।

ডাবগ্রাম এলাকায় ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্কুল। সেই সময় উত্তরবঙ্গের মধ্যে এটিই ছিল বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একমাত্র সরকারপোষিত স্কুল। চাহিদা এতটাই ছিল যে আসন সংখ্যার থেকেও বেশি পড়ুয়া ভর্তি নিতে হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে কমতে থাকে পড়ুয়া সংখ্যা। বর্তমানে এখানে পড়ুয়া রয়েছে ৩৫ জন।

এই স্কুলে প্রায় ৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন বিষ্ণেন্দু। শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। তাই অবসরের পরেও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রত্যেকদিন ক্লাস করাতে চলে আসেন। একা হাতেই সামলান প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের।

এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের কারণ? বিষ্ণেন্দু বলছেন, ‘আমি অবসর নিলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা হবে না। মাঝপথে এত পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে, তা কিছুতেই মানতে পারিনি। তাই শরীর খারাপ থাকলেও স্কুলে আসি। সরকারিভাবে এই স্কুল এখন শিক্ষকশূন্য।’ আক্ষেপের সঙ্গে তিনি আরও জানান, শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট দপ্তরে প্যানেল থেকে নাম পাঠানোর পরেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

এদিকে বিষ্ণেন্দুর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস। ওই স্কুলের পড়ুয়া রিয়া মণ্ডল, শর্মিলা মণ্ডল, মুসকান মাহাতো, সুমিত মণ্ডলরা নিজেদের একমাত্র এবং প্রিয় শিক্ষকের জন্য এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে।

বাংলা স্কুলে সাদরি ভাষায় পড়ান জয়ন্ত

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : চাকরি জীবনের শুরুটা হয়েছিল ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানের এক প্রাইমারি স্কুলে। তারপর টানা তিন দশক ধরে বাড়ির পাশে বংশীধরপুর নিউ প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছেন জয়ন্ত সরকার। এই স্কুলে আগের শিক্ষকরা অবসর নিয়েছেন। এখন বাকি শিক্ষকরা দূর থেকে আসেন। স্কুল থেকে পাশের গ্রাম কালীপুরের দূরত্ব এক কিলোমিটার। সেখানেই বাড়ি জয়ন্তবাবুর। আর স্কুলের চারপাশে আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসবাস। আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আদিবাসী ভাষাও শিখেছেন ওই শিক্ষক। তাই ক্লাসে বাংলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মাতৃভাষাতেও পড়াতে হয় তাঁকে।

বুধবার স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাস নিচ্ছেন জয়ন্ত সরকার। একটি ছড়ার লাইন, ‘আকাশ আমায় শিক্ষা দিল’- প্রথমে বাংলায় বললেন। তারপরেই তিনি বললেন, ‘আকাশ মোকে শিক্ষা দিলাক।’ আবার দ্বিতীয় ছড়ায় শিক্ষক বলেন, ‘আমি পাঠশালা যাই।’ অনুবাদ করে বলেন, ‘ময় স্কুলমে যান।’ এই ভাষায় অনুবাদ শুনেই ওই সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারা ছড়ার লাইনগুলি প্রথমে জোর গলায় বলে ওঠে। এভাবে কয়েক ধাপে বাংলা ও সাদরি ভাষায় বলতে বলতে পড়ুয়াদের ছড়া পড়া হয়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মণিকা ওরাওঁয়ের কথায়, ‘স্যর আমাদের ভাষায় বলাতেই তাড়াতাড়ি পড়া শিখতে পারি। নিজের ভাষায় বুঝে বাংলা ভাষাও শেখা হয়।’ রোশন ওরাওঁ, নিকিতা ওরাওঁদের মতো বাকি পড়ুয়ারাও একই কথা জানাল।

বছর ৫৮-র জয়ন্ত সরকার ১৯৯২ সালে প্রথম চাকরি পান কাদম্বিনী জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। ১৯৯৩ সালে যোগ দেন বর্তমান স্কুলে। প্রায় ৩০ বছর ধরে বংশীধরপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করছেন তিনি। শুধু স্কুলের সময়েই নয়, রোজ সকাল, বিকেল বা সন্ধ্যাতেও বংশীধরপুর এলাকায় ঘোরাফেরা করেন। অনেক অভিভাবক তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খবর নেন। কোনওদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের সঙ্গে মাঠে খেলাধুলোও করেন। কারণ, গ্রামে আর কোনও মাঠ নেই। স্কুলের আরেকটি দৃশ্য উল্লেখ করার মতো। অনেক সময় ক্লাসের ফাঁকে পড়ুয়ারা ঘিরে ধরেন জয়ন্তবাবুকে। কেউ ঘাড়েও উঠে পড়ে। তখন পড়ুয়াদের গল্প শোনান তিনি।

ক্লাসের ফাঁকে পড়ুয়াদের সঙ্গে গল্প করছেন জয়ন্ত সরকার।

রামু ওরাওঁ নামে এক অভিভাবকের কথায়, ‘মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কাছেই। তাই সবসময় বাচ্চাদের পড়াশোনার খোঁজ নেন। মাস্টার আমাদের মাতৃভাষাতেও কথা বলেন। তাই তাঁকে নিজের লোক বলেই মনে হয়।’ দীপ ওরাওঁ নামে আরেক অভিভাবকেরও একই বক্তব্য।

শিক্ষক জয়ন্ত সরকার অবশ্য বলেন, ‘চাকরির প্রথম জীবনে দেখেছি ক্লাসে বাংলা ভাষায় পড়ালে আদিবাসী পড়ুয়াদের শিখতে সমস্যা হয়। তাই পড়ুয়াদের স্বার্থেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সাদরি ভাষা কিছুটা শিখেছি। এতে পড়াতে এখন অনেক সুবিধা হয়।’ জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া বংশীধরপুরের ওই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যাও কম। এখন মোট পড়ুয়া পঞ্চাশজন। তারমধ্যে ৪০ জনই আদিবাসী।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা এনজেপি স্টেশনে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

পথে দেরি, এনজেপিতে ট্রেন-দুর্ভোগ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : কোথাও কি আবার ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল? বিকেল থেকে রাত, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ভিড় করে থাকা যাত্রীরা। এসময় একের পর এক ট্রেন যেখানে এসে দাঁড়ায় এবং ছুটে চলে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও ট্রেনের দেখা না মেলায় দুর্ঘটনাজনিত প্রশ্ন জোরালো হয়েছে।

ট্রেন দেরির কারণ সম্পর্কিত কোনও ঘোষণা রেলের তরফে না হওয়ায় নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন এবং আশঙ্কা দানা বাঁধে। রাত ৮টা নাগাদ দার্জিলিং মেল ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর পর কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যাত্রীরা। নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে শিয়ালদার উদ্দেশে ট্রেনটি রওনা দেওয়ায় দার্জিলিং মেলের যাত্রীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে থাকতে হওয়ায় চরম বিপাকে পড়তে হয় তিস্তা-তোর্সা, কামরূপ এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেনের যাত্রীদের। বড় ধরনের অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও রেলের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা। কিন্তু কেন এত দেরি?

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, ‘এদিন এনজেপি ইয়ার্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হয়েছে। তার জন্য রাত ৭টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ব্লক নেওয়া ছিল। যে কারণে কিছু ট্রেনের চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।’

নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বা এনজেপি থেকে ডাউন তিস্তা-তোর্ষার ছেড়ে যাওয়ার কথা বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে। কিন্তু নিউ ময়নাগুড়িতে পৌঁছানোর পর ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ২টা ১৩ মিনিটের পরিবর্তে সেখান থেকে ট্রেনটি ছাড়ে ৭টা ৩১ মিনিটে। ফলে শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্সা এনজেপিতে পৌঁছায় রাত ৯টার অনেক পর। পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বেলঘরিয়ার দীপাঞ্জন পণ্ডিত। তাঁর অভিযোগ, ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন আসছে না। কিন্তু কী কারণে এই দেরি এবং কখন ট্রেনটি স্টেশনে আসতে পারে, সেই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা রেলের থেকে করা হয়নি। কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলেও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।’

যথারীতি ৫টা ৩৫ মিনিটে এনজেপি থেকে হাওড়াগামী কামরূপ এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা থাকলেও রাত ৯টাতেও ট্রেনটি স্টেশনে এসে পৌঁছায়নি। ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল ধূপগুড়ি স্টেশনে। ৩টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ট্রেনটি ধূপগুড়ি থেকে ছাড়ে ৭টা ১৭ মিনিটে। ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা বিমান নাগের কাছে লাইন মেরামতির প্রসঙ্গ তুলে ধরতেই তাঁর পালটা প্রশ্ন, ‘লকিং বা ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে, এমন বিজ্ঞপ্তি কি দেওয়া হয়েছিল? ট্রেন দেরি সংক্রান্ত কোনও মেসেজও পাইনি। আমাদের সময়ের কোনও মূল্যই নেই রেলের কাছে।’

শুধু তিস্তা-তোর্সা বা কামরূপ নয়, দার্জিলিং মেল এবং পদাতিক এক্সপ্রেসও নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক দেরিতে এনজেপি থেকে ছাড়ে। পদাতিক মাথাভাঙ্গা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। রাত দশটা নাগাদ ট্রেনটি এনজেপিতে এসে পৌঁছায়। দার্জিলিং মেল আবার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল আমবাড়ি-ফালাকাটায়। দার্জিলিং মেল ছাড়ার সময় উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার বাসিন্দা অশোক চৌধুরী বললেন, ‘ট্রেন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সময় কেটেছে। সেই উৎকণ্ঠা কিছুটা হলেও দূর হল। রেলের তরফে বিষয়টা স্পষ্ট করে ঘোষণা হলে এত মানুষকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না।’

হাসপাতালে পুলিশ

ধূপগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জেলাজুড়ে হাসপাতালগুলিতে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসাল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যে জেলার প্রতিটি থানাকে ক্যাম্প চালুর নির্দেশ দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। আরজি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসক থেকে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তার কথা ভেবে হাসপাতালগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছ। পুলিশ সুপার বলেন, ‘জেলাজুড়ে দশটি হাসপাতালে স্থায়ীভাবে ক্যাম্প বসানো হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসার, কনস্টেবলকে পাঠানো হয়েছে। নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে নতুন করে হাসপাতালগুলিতে ক্যাম্প তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি হাসপাতালেও আউটডোর বিভাগের একতলায় ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, ‘হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ায় নিরাপত্তা অনেকটাই মজবুত হবে। এর আগেও হাসপাতালে নানা সময়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছিল।’ তাঁর সংযোজন, এবারে হাসপাতালে পুলিশ আসার অপেক্ষা করতে হবে না।

নৌকার অভাবে অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু

মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর : গর্ভবতী মহিলার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত নৌকার ব্যবস্থা নেই। তাই বন্যার জল পেরিয়ে ব্রিজে পৌঁছোতে নৌকার জন্য চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ততক্ষণে গর্ভবতীর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে যায়। অবশেষে গভীর রাতে রক্তশূন্যতায় গর্ভস্থ সন্তান সহ মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুরের। মৃত গর্ভবতী মহিলার নাম বিউটি মণ্ডল (২৫)। বাড়ি ভূতনির হিরানন্দপুরে। গতকাল বিকেল চারটেয় রক্তক্ষরণ শুরু হয় বিউটির। পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকার খোঁজ শুরু করেন। অভিযোগ, অনেক জায়গায় খোঁজ চালানোর পরও নৌকা মেলেনি। যাঁদের নৌকা ছিল তাঁরা বন্যার সুযোগ নিয়ে মোটা টাকা দাবি করছিলেন। এই কারণেই দেরি হয়।

কেলেঙ্কারিতেই সিলমোহর

প্রথম পাতার পর

তা ২৩ অগাস্ট প্রথম তুলে ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এরপরই হোয়াটসঅ্যাপ এবং ই-মেল করে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবাদ জানান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন পড়ুয়ারা পরীক্ষায় টুকলির বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই দায় এড়িয়ে যান অধ্যক্ষ। পড়ুয়াদের অভিযোগ, কলেজের পরীক্ষায় কোনও নকল হয়নি বলে অধ্যক্ষ দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে নকল করার প্রমাণ রয়েছে, দাবি করতেই বেঁকে বসেন অধ্যক্ষ। তিনি এরকম কোনও কথা বলেননি বলে পালটা দাবি করেন। তখন পড়ুয়ারা একটি প্রতিবাদপত্র দেখান অধ্যক্ষকে, যেটি অধ্যক্ষ নিজে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবাদপত্রটি চিকিৎসক বিরূপাক্ষ মিত্র নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছিলেন বলেও জানান চিকিৎসক পড়ুয়ারা। এরপরই অধ্যক্ষ বলে ওঠেন, ‘কে কী নিজের ফেসবুকে পোস্ট করল সেটার দায় আমি নেব না। তবে এরকম স্বাক্ষর অনেকেই জাল করতে পারেন।’ পালটা পড়ুয়ারা জানতে চান, সই জাল করলে অধ্যক্ষ কেন থানায় অভিযোগ করলেন না? তারপরই মুখে কুলুপ আঁটেন অধ্যক্ষ।

এদিন পড়ুয়াদের আন্দোলনের মাঝে একে একে অধ্যাপকরাও এসে সরব হন। সবার প্রথম আসেন সার্জারির বিভাগীয় প্রধান নিশীথরঞ্জন মল্লিক এবং তাঁরই বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শিবশংকর। সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডলরা পড়ুয়াদের পাশাপাশি অধ্যাপকদেরও ভয় দেখান বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। ডিন এবং অধ্যক্ষকে সবটা জানানোর পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি তাঁদের। এরপর গাইনিকলজি, নেফ্রোলজির বিভাগীয় প্রধান সহ বেশ কয়েকজন অধ্যাপক এসেও অধ্যক্ষ এবং ডিনের বিরুদ্ধে সরব হন।

ছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, সাহিন এবং সোহমের কথা না শুনে চললে তাঁদের হস্টেল বদল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরীক্ষায় কম নম্বর পাইয়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হত। এমনকি ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ। পেডিয়াট্রিক্সের পিজিটি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী হিমান্সি ভার্সনে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘নিউরো মেডিসিনের আরএমও নীলাব্জ ঘোষ সাহিন সরকার এবং শেখর রায়ের হয়ে আমাকে হুমকি দিয়েছেন। ওরা কোনও কাজ করে না, ঠিকমতো রোগী দেখে না। তার প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। তাই আমাকে হুমকি দেওয়া হয়।’

মেডিকেলে এত অভিযোগ উঠতেই কার্যত দায় এড়াচ্ছেন টিএমসিপি’র দার্জিলিং জেলা সভাপতি তনয় তালুকদার। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নির্ণয় রায় ও তনয়ের সঙ্গে অভীকের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয় এদিন। তনয় বলছেন, ‘আমরা পড়ুয়াদের পাশে রয়েছি। তবে এই ইউনিট আমরা দেখি না। এটা রাজ্য স্তরে পৃথক কমিটি আছে। তারাই দেখে।’

গ্রেপ্তার পাঁচ

কিশনগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জের যৌনপল্লি প্রেমনগরে বুধবার দুপুরে পুলিশি হানায় চার মহিলা সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন পেশায় দালাল। পুলিশ সুপার সাগর কুমারের নির্দেশে তৈরি সিট এদিন দুপুরে সেখানে হানা দিয়েছিল। পুলিশ সুপার জানান, ওখানে নারী কেনাবেচার অভিযোগ ছিল।

লাভ হয়নি

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে কেউ রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললে তাঁকে অযথাই হেনস্তা করা হত বলে অভিযোগ উঠত। প্রাক্তন এমএসভিপি’র বিরুদ্ধে মুখ খোলায় ডেপুটি সুপার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর কার্যালয়ের জায়গা বদল করে দেওয়া হয়েছিল। রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ২০২৩ সালে। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্য ভবনের একটি প্রতিনিধিদল এসে তদন্তও করে যায়। তাঁকে শোকজ করা হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলে দেওয়া, ডাক্তারি পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। তবে যখন যা অভিযোগই উঠুক না কেন, তিনি থাকতেন বহালতবিয়তেই।

ডিনের পদত্যাগ

প্রথম পাতার পর

সোহম আহমেদ, শুভজিৎ মণ্ডলরা বলছেন, আমরা বিভিন্ন সময়ে ডিনের কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু সুরাহা করার বদলে আমাদের সমস্যা আরও বাড়ত।

টিএমসিপি ইউনিটের সদস্যরা আমাদের হুমকি দিত। তাই ভয়ে অনেকসময় চুপ থাকতে হয়েছে।

এদিকে, এদিন অন্দোলনের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভর্তি প্রক্রিয়াও আটকে যায়। যাঁরা ভর্তি হতে এসেছিলেন, তাঁরাও রাত পর্যন্ত আটকে মেডিকেলে। এই অচলাবস্থা কখন কাটবে, তা কার্যত অনিশ্চিত।

আরজি করে চাপা পড়ে উত্তরের যন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও গৌড়বঙ্গ। গৌড়ের একটা অংশকে উত্তরে ধরে নিলে দু’ভাগ। সেটাই বেশি চর্চায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হয়। আরজি করে চাপা পড়ে যাওয়া উত্তরের যন্ত্রণা তুলে ধরে তাই নতুন করে উঠে আসছে বঞ্চনার প্রসঙ্গ। ভুল তো কিছু নয়।

ঠিক যতদিন ধরে বন্যা পরিস্থিতি ভূতনিতে, প্রায় ততদিন ধরে বাংলার চর্চায় আরজি কর। এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে রাজপথে গোটা বাংলার মানুষ। বেরঙিন আন্দোলনে লাগছে লাল-গেরুয়ার হালকা ছোঁয়া। সকলের দাবি দুটো, এক- আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দ্রুত শাস্তি, দুই- বাংলায় নারীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ধর্ষণ এবং নিরাপত্তার দাবিতে যখন এমন আন্দোলন চলছে, তখন নিঃশব্দে দু’ডজনেরও বেশি ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, যৌন নির্যাতন ঘটে গিয়েছে উত্তরবঙ্গে। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। চর্চায়ও আসেনি কোনওটা। কী অদ্ভুত, না!

সাধারণ মানুষ, সেলেব্রিটি, ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়াররা যখন এক ‘তিলোত্তমা’র জন্য সুবিচার চাইছেন পথে পথে, তখন অঝোরে কেঁদে চলেছেন কত ‘তিলোত্তমা’। শীতলকুচির সেই গৃহবধূর কথা ধরা যাক। তাঁকে অপহরণ করে নেপালে নিয়ে গিয়ে লাগাতার ১৫ দিন ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। ক’জন শুনেছেন সেই ঘটনা? কিংবা রায়গঞ্জে নোট দেওয়ার অছিলায় সহপাঠীকে ধর্ষণের কথা? শোনেননি বা শুনলেও তাঁদের হয়ে বিচার চেয়ে পথে নামেননি কেউ। কারণ যাঁরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন, তাঁরা বেশ বুঝে গিয়েছেন কোনটায় প্রচার পাবেন। তাই উত্তরের নির্যাতিতাদের নিয়ে গলা ফাটাতে দেখছি না কাউকে। নিদেনপক্ষে, মহিলা কমিশনকেও নয়।

বিজেপি একটা ছলচাতুরীর চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সেটা কলকাতাকেন্দ্রিক নয় বলে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। রাজনীতির রং মাখতে চায়নি অনেক নির্যাতিতার পরিবার। তাই শিলিগুড়ির ধর্না মঞ্চে শামিল হয়েছিল মাত্র দুটি এমন পরিবার। ধোপে টেকেনি বিজেপির রাজনীতির অপপ্রয়াস।

ছোটবেলায় মা, মাসিরা সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প শোনাতেন। বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখলে এখন সেই গল্পটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। তাই হয়তো বারবার দাবি ওঠে আলাদা রাজ্যের। আলাদা রাজ্য কখনও শেষ সমাধান নয় ঠিকই, কিন্তু উত্তরে যাঁদের হাতে রাজ্যপাট আছে, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সন্দেহ আছে বলেই হয়তো দাবিটা বরাবর চর্চায় থাকে।

উত্তরবঙ্গে একাধিক মন্ত্রী রয়েছেন রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রেরও একজন হাফ মন্ত্রী রয়েছেন। কিন্তু কারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা চোখে পড়ছে না কোনও ঘটনায়। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন নামে আলাদা দপ্তর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের ‘সবেধন নীলমণি’ উদয়ন গুহ এখন সেই দপ্তরের দায়িত্বে। দু’বছর দায়িত্বে থাকলেও মনে রাখার মতো কাজ করেছেন বলে মনে করতে পারছি না। বরং মনে গেঁথে রয়েছে শুধু তাঁর কুকথা। তাঁর দোসর সাবিনা ইয়াসমিন মন্ত্রী থাকাকালীন কী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। বাকি গোলাম রব্বানি, বিপ্লব মিত্রদের কথা ছেড়েই দিলাম। তাঁদের আদৌ মন্ত্রিত্ব আছে কি না, জানতে খোদ গুগল বাবার শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং তাঁরা থাকা আর না থাকা সমান।

তাই তো ভূতনির চরের মানুষের দুর্দশা হোক বা উত্তরের নির্যাতিতাদের কাহিনী, কোনওটাই তাঁরা তুলে ধরতে পারেন না কলকাত্তাইয়া বড় কর্তাদের কানে। হয়তো বা ধমক খাওয়ার ভয়ে, কিংবা ‘যা হচ্ছে হোক, আমার কী’- এই ভাবনায়। তা ভাবুন। কিন্তু মানুষ যেদিন ভাবতে শুরু করবে, সেদিন কিন্তু আপনাদের চেয়ার বলে কিছু থাকবে না। তাই সাবধান!

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি আবারও ওই আত্মীয়ের সঙ্গে অসোনাকে মেলামেশা করতে দেখা যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তলিমোহন কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় গ্রামের রাস্তায় অসোনা এবং ওই আত্মীয়কে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন। অসোনা বাড়ি ফিরে আসার পর তাঁর স্বামী তাঁকে বকাঝকা করেন। পাশাপাশি জানিয়ে দেন, তিনি যেন ওই আত্মীয়র সঙ্গেই সংসার করেন। কিছুক্ষণ বাদে অসোনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তলিমোহনের দাদা তীরমোহন বলেন, ‘সন্ধ্যায় অসোনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফেরেনি। গভীর রাতে চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিইনি।’ এদিন সকালে বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে স্থানীয় বাসিন্দারা অসোনাকে চা বাগানের ভেতর একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। অসোনার দাদা বাবলু রায় বলেন, ‘বোনের মৃতদেহ উদ্ধারের পর আমরা দেখেছি ওর শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যেকারণে এই মৃত্যু নিয়ে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ রয়েছে।’

এদিন দুপুরে ওই আত্মীয়ের বোন বলেন, ‘আমরা কেউ ওকে মারধর করিনি। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে।’ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিনতা রায় বলেন, ‘এর আগেও একবার ওরা দুজন পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর গ্রামে ওদের দুই পরিবারকে নিয়ে বসে মেটানো হয়। এদিন সকালে আমি জানতে পারি চা বাগান থেকে অসোনার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।’

এখন শিক্ষক দিবস পালন করা হয় পার্টি স্টাইলে। আগে যেখানে শিক্ষকদের উপহার হিসেবে দেওয়া হত পেন, ডায়েরি, বই। এখন সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে আউটডোর, ইন্ডোর প্ল্যান্ট বা অর্কিড, হ্যান্ডক্রাফটের বিভিন্ন জিনিস, পট, বিভিন্ন ধরনের মূর্তি। টিচার্স ডে স্পেশাল কেকের চাহিদাও তুঙ্গে। আগের মতো শিক্ষকদের প্রতি ভীতি কি কাজ করে পড়ুয়াদের মধ্যে? এককথায় 'না'। পড়ুয়ারাই বলছে এখন অনেক উদার হয়েছেন শিক্ষকরা।

আড়ম্বরে সম্মান শিক্ষককে

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : সময় বদলেছে। বদল এসেছে সমস্ত সম্পর্কের সমীকরণেও, যার বাইরে নেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হোক বা বাইরে রাস্তায় ছাত্রদের শিক্ষককে দেখে সাইকেল থেকে নেমে যাওয়া, প্রণাম করার রীতি এখন ইতিহাস। বদল এসেছে শিক্ষকদের আচরণেও। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কঠোর শাস্তির পথ সেভাবে আর নেন না কেউই। দু'পক্ষেই রয়েছে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া। অনেকের মতে আবার গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের সবটাই এখন কেবল 'গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি'তে সীমাবদ্ধ।

বিষয়টি নিয়ে আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অভিলাষ চট্টোপাধ্যায়ের আক্ষেপ, 'আগে শিক্ষকতা শুধুমাত্র একটা পেশা ছিল না। একটা আদর্শ সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন শিক্ষকদের মধ্যে কাজ করত। বর্তমানে সেটা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে।'

সম্পর্কের সমীকরণ যেমনই থাকুক বর্তমানে পালটেছে শিক্ষক দিবসের চেহারা। আগে যেখানে শিক্ষকদের উপহার হিসেবে দেওয়া হত পেন, ডায়েরি, বই। এখন সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে আউটডোর, ইন্ডোর প্ল্যান্ট বা অর্কিড, হ্যান্ডক্রাফটের বিভিন্ন জিনিস, পট, বিভিন্ন ধরনের মূর্তি। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন কেকের দোকানে টিচার্স ডে স্পেশাল কেকের চাহিদাও তুঙ্গে।

শিক্ষক প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলেন, 'প্রায় তিরিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখন শিক্ষক দিবস উৎসবের রূপ পেয়েছে। শিক্ষক এখন অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। শিক্ষকরাও অনেক উদার হয়েছেন। হাতে বেত না থাকায় ভয়ভীতি কমে এখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেক সাবলীল।'

শিক্ষক দিবস পালন নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আক্ষেপ থাকলেও, একই কথা শোনা গেল সদর গার্লসের ছাত্রী সৃজা চৌধুরীর গলাতেও, 'বড়দের থেকে শুনেছি শিক্ষকরা খুব কড়া হন। কিন্তু আমি সেটা কোনওদিন দেখিনি। ওঁরা আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন। বিশেষ ওইদিনের জন্য প্রতিবছর বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করি। বন্ধুরা মিলে টাকা তুলে সমস্ত কিছু আয়োজন করি। কেক কেটে, নাচ-গান-কবিতা-আড্ডায় দিনটি শিক্ষকদের সঙ্গে কাটানোর চেষ্টা করি সবাই মিলে।'

এবছর অবশ্য অনেকে শিক্ষকদের উপহার দিতে বেছে নিচ্ছেন নিজের হাতে তৈরি জিনিসকেই। ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণির ছাত্র অভীক পাল যেমন আলাদা করে কাগজ, রং কিনে প্রিয় শিক্ষকের জন্য নিজেই নোটপ্যাড বানাচ্ছে।

কী কী উপহার

- আউটডোর প্ল্যান্ট
- অর্কিড
- হ্যান্ডক্রাফটের জিনিস
- পট, মূর্তি
- বিশেষ কেক

> প্রায় তিরিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখন শিক্ষক দিবস উৎসবের রূপ পেয়েছে। শিক্ষক এখন অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। শিক্ষকরাও অনেক উদার হয়েছেন। হাতে বেত না থাকায় ভয়ভীতি কমে এখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেক সাবলীল।
>
> **-প্রসেনজিৎ চৌধুরী**
> শিক্ষক

> শিক্ষকেরা আমাদের কাছে বন্ধুর মতো। তাই শিক্ষক দিবসের সাতদিন আগে থেকে পরিকল্পনা করা শুরু করি। ঘর সাজানো থেকে কী উপহার দেওয়া হবে, সবকিছু আমরা বন্ধুরা মিলে আলোচনা করে ঠিক করি।
>
> **-উদিত সাহা**
> ছাত্র

আরজি কর ইস্যুতে ময়নাগুড়িতে ছাত্র যুব সমাজের মোমবাতি মিছিল। বুধবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

স্কুল বাদ দিয়ে গন্তব্য তিস্তাস্পার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্কুল ইউনিফর্ম পরে তিস্তাস্পারে চলে এসেছিল এক পড়ুয়া। স্কুলের সময় এই জায়গায় কী করছ? প্রশ্ন করতে উত্তর এল, 'স্কুলে যাওয়ার সময় শরীরটা খারাপ লাগছিল! তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' বাড়ি কোথায়, প্রশ্ন শেষের আগেই সাইকেল নিয়ে হাওয়া।

শুধু ওই পড়ুয়াই নয়, স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে কিংবা স্কুল পালিয়ে ঘুরতে যাওয়ার হুজুগ বেড়েছে পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে। জলপাইগুড়ি শহরে স্কুলের ইউনিফর্ম পরে দলবেঁধে বন্ধুদের নিয়ে চলে যাচ্ছে তিস্তা কিংবা করলার বাঁধে। এদের মধ্যে কেউ কেউ যাচ্ছে নদীতে স্নান করতে। আবার কেউ 'বিশেষ' বন্ধুদের সাইকেলের সামনে বসিয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম ব্যাগে ঢুকিয়ে অন্য জামা পরে খুঁজে নিচ্ছে তিস্তাস্পারে পছন্দের জায়গা।

সম্প্রতি নদীতে স্নান করতে নেমে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়। যারা স্কুল পালিয়ে নদীতে নামছে, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সাঁতার জানে না। আবার কেউ কেউ জানলেও সেটা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুদীপ্তা শিকদার বলেন, 'এরকম ছবি আমাদের কারও চোখে পড়লে তৎক্ষণাৎ তাদের স্কুলে নিয়ে এসে অভিভাবকদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এমনও হয়েছে যে, তারা স্কুল পালিয়ে কোথাও গেলে ওই এলাকার মানুষ তাদের ধরে এনে স্কুলে দিয়ে গিয়েছেন। এইসব পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলে আমরা তাদের স্কুলে না আসার কারণ জানতে চাই। যাতে একই ভুল তারা না করে।'

শুধু তিস্তাস্পার নয়, জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বর, রাজবাড়ি এলাকাতেও দেখা মেলে স্কুলের পোশাক পরা পড়ুয়াদের। অভিযোগ, স্কুলে না গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার পাশাপাশি বসছে নেশার আসরও। করলা পাড়ের বাসিন্দা সুভাষ রায় বলেন, 'কেউ নদীতে নামে, আবার কেউ নেশায় ব্যস্ত থাকে। আমরা এদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত! শোনা তো দূরের কথা, উলটে আমাদেরই কথা শোনায়। একটা বিপদ হলে রক্ষে থাকবে না।'

বেসরকারি স্কুলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা তৈরি করে স্কুলের তরফে অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে পাঠিয়ে দেন। কিংবা মাঝেমধ্যে ফোন করে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতির কারণও জানার চেষ্টা করা হয়। তবে সরকারি কিংবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে এরকম কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাফাই, তাঁরা স্কুলের ভেতরটা সামলান। বাইরে কী হচ্ছে সেটা দেখা সম্ভব নয়।'

বিষয়টিকে অবশ্য একটু অন্যভাবে দেখতে চাইছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ স্বস্তিশোভন চৌধুরী। টেলিফোনে তিনি জানান, স্কুলপালানো এই পড়ুয়াদের মধ্যে বেশিরভাগই স্লো লার্নার। তিনি বললেন, 'অনেকেই আছে যাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো না, বাড়ির আশপাশে বা আত্মীয়দের থেকে সর্বদা তারা শোনে, পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকে প্রভাব ফেলে। এদের উপযুক্ত কাউন্সেলিং প্রয়োজন।'

পড়াশোনা বাদ

- স্কুল বাদ দিয়ে পড়ুয়ারা স্কুল ইউনিফর্মে চলে যাচ্ছে তিস্তাস্পার কিংবা জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বর, রাজবাড়ি এলাকায়
- সেখানে নদীতে সাঁতার কাটার পাশাপাশি পড়ুয়ারা বসাচ্ছে নেশার আসর
- অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকের সাফাই, তাঁরা স্কুলের ভেতরটা সামলান, বাইরে কী হচ্ছে দেখা সম্ভব নয়

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৫
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৩
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	০

- **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**
- **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১৭
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১৮
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৯
এবি নেগেটিভ	-	০

- **এফএফপি**

এ পজিটিভ	-	২৫
এ -নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২৬
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৩০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি স্টুডেন্টস হেলথ হোমের তরফে আরজি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সহকারী সম্পাদক সুমন সরকার জানান, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর এই রক্তদান শিবিরটি সংস্থার ভবনে হবে।

টোটো রেজিস্ট্রেশনে জটিলতা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নথি জমা দেওয়ার পরেও পুরসভা থেকে মিলছে না টোটো রেজিস্ট্রেশনের টোকেন। এর প্রতিবাদে বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি বড় পোস্ট অফিস মোড়ে পথ অবরোধ করেন টোটোচালকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। টোকেন দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করার পরে অবরোধ তুলে নেন টোটোচালকরা।

সৈকত বলেন, 'যাঁরা এদিন বড় পোস্ট অফিস মোড়ে পথ অবরোধ করেছিলেন আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা যাতে টোকেন পান, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।' পথ অবরোধের জেরে পোস্ট অফিস মোড়ে কিছু সময়ের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, চলতি মাসের ৯ তারিখের মধ্যে টোটোর নথি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন না থাকলে ১০ তারিখ থেকে পুর এলাকায় আর টোটো চালানো যাবে না।

পুর এলাকার পাশাপাশি শহর সংলগ্ন অরবিন্দ, খড়িয়া, পাহাড়পুর এবং পাতাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোচালকরাও এই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় থাকবে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। যেহেতু পুরসভার তরফে রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ফলে প্রতিদিনই বহু টোটোচালক রেজিস্ট্রেশনের জন্য পুরসভায় ভিড় করছেন। একসঙ্গে প্রচুর টোটোচালক ভিড় করায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিন উল্লেখ করে একটি টোকেন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুরসভা।

সেই টোকেন দেওয়া নিয়ে প্রতিদিনই চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে পুরসভাতে। এদিনও কয়েকজন টোটোচালক টোকেন নিতে পুরসভায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় নথি তাঁদের থেকে জমা নেওয়া হলেও টোকেন দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে ওই টোটোচালকরা পুরসভা থেকে বেরিয়ে এসে বড় পোস্ট অফিস মোড় অবরোধ করেন।

চঞ্চল দে নামে এক টোটোচালক বলেন, 'আমাদের থেকে যাবতীয় নথি নেওয়ার পরে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এখন টোকেন দেওয়া হবে না। কেন টোকেন দেওয়া হবে না তার কোনও ব্যাখ্যা দেননি পুরকর্মীরা। যেকারণে আমরা প্রতিবাদে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পথ অবরোধ করেছিলাম।'

আরেক টোটোচালক সুজয় সরকারের গলাতেও ক্ষোভ। বলেন, 'আমার পুরোনো টোটো। আমি অপর একজনের থেকে টোটো কিনেছি। বলা হচ্ছে কেনার সময়কার কাগজ না থাকলে রেজিস্ট্রেশন হবে না। এখন শোরুমের থেকে টোটো কেনার সময়কার কাগজ কোথায় পাব? এসব আমাদের হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বড় পোস্ট অফিস মোড়ে টোটোচালকদের পথ অবরোধ।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মাল শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মাল শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকবাংলো রোড এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম পপি চৌধুরী (৩৫)। তাঁর ঘর থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মাল থানার আইসি সমীর তামাং জানান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন মৃতদেহের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের সুরতহাল হয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে।

পপি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে থাকতেন। মাল শহরের অদূরে নিউ গ্লেনকো চা বাগানের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন তিনি। মৃতার ভাই গৌরব চৌধুরী বলেন, 'দিদি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাচ্ছে না দেখে আমরা তার ঘরে খোঁজ নিতে যাই। তখনই আমরা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই দেহ মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দিদিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

মৃতার এক আত্মীয় মহম্মদ ইয়াসির বলেন, 'পূর্বে পপির বিয়ে হয়েছিল। তারপর ডিভোর্স হয়ে যায়। গত বেশ কিছু সময় যাবৎ তিনি অবসাদে ভুগছিলেন। এদিনই ওঁকে চিকিৎসক দেখানোর কথা ছিল। তার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল।' ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উৎপল ভাদুড়ি, মাল ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক সায়ক দাস পপির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

দুই মনীষীর জন্মদিন নিয়ে সাহিত্যিকদের দাবি

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জগদীন্দ্রদেব রায়কতের ১৬১তম এবং সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের ১২৭তম জন্মদিবস আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর উদযাপন করা হবে। জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করবার দাবি তুলেছেন লোকসংস্কৃতির সমিতি ও উত্তরবঙ্গের কবি, সাহিত্যিকরা। কবি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই দাবি যথেষ্ট সংগত। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।'

উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতির তরফে জগদীন্দ্রদেব এবং সরোজেন্দ্রদেবের জন্মদিনে জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব কলাকেন্দ্রের সামনে অবস্থিত তাঁদের আবক্ষমূর্তিতে মালা দেওয়া হবে। ওইদিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখবেন প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন। এছাড়াও লোকসংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক উমেশ শর্মা, সভাপতি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরাও বক্তব্য রাখবেন।

ফের ষাঁড়ের তাণ্ডব

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সকালে ষাঁড়ের তাণ্ডবে জনজীবন শিকেয় উঠেছিল শহরের পোস্ট অফিস মোড় এলাকায়। বুধবার সকালে ফের দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ে হুলুস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল নয়াবস্তি মোড় থেকে দমকল অফিস পর্যন্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। দুই ষাঁড়ের মধ্যে একটি গুঁতো মারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চার চাকার গাড়িতেও। তবে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি গাড়িটির। অবশেষে দুই ষাঁড়ের লড়াই থামাতে ফের জলকামান ব্যবহার করতে বাধ্য হন দমকলকর্মীরা।

প্রতিদিনের এই ষাঁড়ের উপদ্রবে খানিকটা বিরক্ত দমকলকর্মীরাও। সেখানকার এক কর্মী বলেন, 'এখন প্রতিদিন ষাঁড়ের গায়ে জল দেওয়া আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিনও ষাঁড়ের সামনে যে-ই এসেছে, গুঁতো দিতে উদ্যত হয়েছে। তাড়া করেছে চলন্ত বাইক, গাড়িকে।

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভূমিকা কী হতে পারে? এই প্রশ্ন ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে করলে তিনি বলেন, 'আমাদের এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। পথপশুদের রাখার মতো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করার কথা ভাবিনি আমরা। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে হলে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। দমকল পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব ভালো কাজ করেছে।'

ঐতিহ্য হারাচ্ছে ক্লাব

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী ইউরোপিয়ান ক্লাবের এখন জরাজীর্ণ দশা। ১৮৯৪ সালে স্থাপিত এই ভবনটিকে হেরিটেজ ভবন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলে তা রূপায়িত হয়নি। ভবনের একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত। সরকারি সহায়তা ছাড়া জলপাইগুড়ির এত বছরের পুরোনো এই ভবনটির সম্পূর্ণ সংস্কার সম্ভব নয়। অবশেষে জলপাইগুড়ি ক্লাব লিমিটেডের পরিচালনাধীন এই প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার শুরু হয়েছে।

ক্লাবের চারপাশ আগাছার জঙ্গলে ঢেকেছে। একসময় এখানে বিলিয়ার্ড খেলা হত। কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় খেলার সেই বোর্ড নষ্ট হতে বসেছে। লন টেনিসের কোর্টও জঙ্গলে ঢেকেছে। টেবিল টেনিসের বোর্ডের ব্যবহার নেই। জলপাইগুড়ি ক্লাব লিমিটেডের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এ চারজন সদস্য রয়েছেন। বিশিষ্ট চা শিল্পপতি পীযূষ রাহুত, দুই আইনজীবী সুব্রত পাল ও সুব্রত সেনগুপ্ত এবং সমর সিং। এটির বার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বছর পাঁচেক আগে।

সুব্রত বলেন, 'আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা ভবনটি সংস্কার করবার চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যেই সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। এখানে মিনি গলফ কোর্ট চালু করতে চাইছি। পাশাপাশি লন টেনিস কোচিংয়ের ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেরিটেজ কমিটির প্রাক্তন আহ্বায়ক আনন্দগোপাল ঘোষের বক্তব্য, 'এই ক্লাবের বয়স ১৩০ বছর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, হেরিটেজ কমিশনে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কোনও প্রতিনিধি নেই। ফলে এখানকার বিষয়গুলি তুলে ধরারও কেউ নেই। আমরা জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাবটির হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করছি।'

পুলিশের উদ্যোগ

মালবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর : জেলা পুলিশের উদ্যোগে মালবাজার শহরে শুরু হচ্ছে 'প্রণাম কর্মসূচি'। মূলত শহরের প্রবীণ নাগরিকদের সাধারণ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই কর্মসূচি।

শহরের যে সমস্ত পরিবারে তরুণ সদস্যরা বাইরে থাকেন বা যে পরিবারগুলিতে প্রবীণদের দেখভাল করার মতো কেউ নেই, সেই সমস্ত পরিবারকে দেওয়া হবে পুলিশের বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। ওষুধ থেকে বাজার, সবকিছু ফোন করলেই পুলিশের তরফে পৌঁছে দেওয়া হবে তাঁদের কাছে। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই এইরকম পরিবারগুলি চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। মালবাজার থানার আইসি সমীর তামাং বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকে মালবাজার পুলিশের তরফে এই পরিষেবা শুরু হবে। থানা স্তরের একজন আধিকারিক বিষয়টির ওপর নজর রাখবে।'

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
DR. HEENA SHAIKH
MD, DM, PEDIATRIC NEUROLOGIST
Specialist in all neurological diseases of children
25 September 2024
3A VYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR)
HAIDAR PARA, SILIGURI - 734001, W.B

সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা হাইস্কুল
আলিপুরদুয়ার

ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সকলেই জানো, এ বছর থেকে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। এবার থেকে নতুন সিমেস্টার (সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২) পদ্ধতিতে তোমাদের মূল্যায়ন হবে, যার প্রথম সিমেস্টারটি সম্পূর্ণ রূপে বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের ওপর হবে। ফলে এতদিন যে প্রথাগত পদ্ধতিতে তোমরা একাদশ শ্রেণির জীববিদ্যার পড়াশোনা করে এসেছ, তার কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন তোমাদের করতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তথ্যভিত্তিক ছোট ছোট বিষয়য়ের তালিকা তৈরি করা, প্রত্যেকটি চিত্র (Diagram) ভালো করে মনে রাখা, বিভিন্ন জৈবনিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে ধাপে ধাপে রেখাচিত্রের মাধ্যমে মনে রাখা এবং সর্বোপরি প্রশ্ন-উত্তর এর সেট নিরন্তর অভ্যাস করা। প্রশ্নগুলি সাধারণত সরাসরি জ্ঞানমূলক, বিশ্লেষণধর্মী, স্তম্ভ মেলানো, শূন্যস্থান পূরণ, বিবৃতি-ব্যাখ্যামূলক, চিত্রনির্ভর বা প্রয়োগমূলক হতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত মান ১ হবে এবং মোট প্রশ্নসংখ্যা হবে ৩৫টি। আজ আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান অধ্যায় থেকে এইরূপ কিছু সম্ভাব্য ধরনের/ প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর এখানে আলোচনা করব।

১. নীচের যে ফলটি 'ড্রুপ' জাতীয় তা হল- ক) শসা খ) আম গ) কমলালেবু ঘ) কলা উঃ- খ) আম ।

২. চালতা ফলের যে অংশটি আমরা খাদ্য হিসেবে খাই, সেটি হল-
ক) বীজপত্র খ) রসালো পুষ্পাক্ষ গ) বৃতি ঘ) ফল মধ্যত্বক
উঃ- গ) বৃতি ।

৩. ভৌম পুষ্পদণ্ড দেখা যায়-
ক) আদা খ) পেঁয়াজ গ) লংকা ঘ) কচুতে
উঃ- খ) পেঁয়াজ ।

একাদশ শ্রেণি
জীববিদ্যা

৪. শিক্ষক মহাশয় ভুট্টার ভোজ্য অংশগুলি দেখিয়ে বললেন, এর প্রত্যেকটি এককে বীজ বলব না দানা বলব? তার উত্তরে আকাশ বলল এককগুলিকে দানা বলব; অপরদিকে প্রদীপ বলল এককগুলিকে বীজ বলব। দুজনের উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় বললেন আকাশ সঠিক উত্তর দিয়েছে। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ বলার কারণ হল-
ক) ভুট্টা একবীজপত্রী খ) ভুট্টা অসস্যল গ) ভুট্টার ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্য ঘ) ভুট্টা সস্যল বীজ
উঃ- গ) ভুট্টার ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্য

৫. সাইমোজ পুষ্প বিন্যাস দেখা যায় যে ফুলে, তা হল-
ক) বট খ) গাঁদা গ) রক্তদ্রোণ ঘ) জবা
উঃ- ঘ) জবা

৬. মালাকৃতি মূল দেখা যায়-
ক) রাস্না খ) গাঁজর গ) চুপড়ি আলু ঘ) সাইকাসতে
উঃ- গ) চুপড়ি আলু

৭. স্তম্ভ মিলিয়ে সঠিক জোড়টি লেখ-
স্তম্ভ-I স্তম্ভ-II
A. আকর্ষ রোহিণী i. বাগানবিলাস
B.কণ্টক রোহিণী ii. পান
C.অঙ্কুশ রোহিণী iii. ঝুমকোলতা
D. মূল রোহিণী iv. কাঁঠালিচাঁপা
ক) A-ii, B-i, C-iv, D-iii খ) A-iii, B-i, C-iv, D-ii গ) A-iv, B-i, C-ii, D-iii ঘ) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
উঃ- খ) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

৮. _____ এ বান্ডিল টুপি দেখা যায়-
ক) দ্বি-বীজপত্রী কাণ্ডে খ) একবীজপত্রী কাণ্ডে গ) দ্বি- বীজপত্রী মূলে ঘ) একবীজপত্রী মূলে
উঃ- ক) দ্বি-বীজপত্রী কাণ্ডে

৯. বিবৃতি (A): গুচ্ছ মূল বীজপত্রাব কাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়।
ব্যাখ্যা (R): সেমিনাল মূল গুচ্ছ মূল সৃষ্টির জন্য আবশ্যক
ক) A ও R সঠিক, এবং R হল A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
খ) A ভুল কিন্তু R সঠিক, R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা
গ) R ভুল A-সঠিক
ঘ) A ও R সঠিক এবং R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা
উঃ- ঘ) A ও R সঠিক এবং R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা

১০. নীচের যে বক্তব্যটি সত্য তা হল-
ক) টিউলিপ ফুল হল পরিবর্তিত বিটপ
খ) টমেটো একটি বেরি ফলের উদাহরণ
গ) অর্কিডের বীজ একটি অতিরিক্ত তৈলযুক্ত শস্য
ঘ) আম একটি ক্যাপসুল ফলের উদাহরণ
উঃ- ক) টিউলিপ ফুল হল পরিবর্তিত বিটপ

১১. নিম্নে প্রদত্ত উদ্ভিদগুলির (i-iv) ক্ষেত্রে অক্ষীয় বা অ্যাক্সাইল অমরা বিন্যাস দেখা যায় না যাদের ক্ষেত্রে তাদের এক বা একাধিক জোড়গুলি নির্বাচন কর : i) লেবু ii) শিয়ালকাঁটা iii) মটর iv) সূর্যমুখী
ক) ii), iii), iv) খ) i), iii)
গ) i), iv) ঘ) i), ii), iii)
উঃ- ক) ii), iii), iv)

ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা

ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে ইংরেজি বিষয়ের নতুন সিলেবাস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছ। ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশ সিলেবাসের প্রথম সিমেস্টারকে পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট থেকে থাকবে বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর। এই প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় ইউনিট-২ -এর অন্তর্গত একটি কবিতা- The Bangle Sellers।

সঞ্চিতা কর্মকার
শিক্ষক, মিল্কি হাইস্কুল
ইংরেজবাজার, মালদা

The Bangle Sellers

The Nightingale of India নামে পরিচিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ও কবি Sarojini Naidu. তার লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা 'The Bangle Sellers'. Sarojini Naidu-এর কাব্য সংকলন 'The Bird of Time'-এ ১৯১২ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ভারতীয় নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রথা এবং ভারতীয় নারীদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চুড়িগুলি শুধুমাত্র গয়না নয় সেগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের জীবনযাত্রার নিদর্শন। ভারতবর্ষ রং ও বৈচিত্র্যময় দেশ। রামধনু রঙের বিচিত্র বর্ণের সূক্ষ্ম কাচের চুড়িগুলি ভারতীয় মহিলাদের জন্য তৈরি হয় এবং চুরি বিক্রেতারা তাঁদের সুন্দর রঙিন চুরিগুলি বিক্রি করার জন্য ভারতের বিভিন্ন গ্রামের মেলায়, বিভিন্ন মন্দিরে তাদের পসরা নিয়ে যায়। সেখানে তাদের রঙিন চুড়িগুলি বিক্রি করবে বলে ঘুরে বেড়ায়। ভারতের সব বয়সের মহিলাদের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা বিভিন্ন রংয়ের চুরি, কয়েক প্রজন্ম ধরে বিক্রি করে আসছে এবং এইভাবে সমাজে নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করছে। কবিতাটিতে চারটি স্তবকের মাধ্যমে যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙের চুরি প্রতীকী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। চুরিকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ভারতে মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অন্বেষণ ও উদযাপন করা যায়।

নিম্নে এই কবিতা থেকে কিছু MCQ প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা করা হল—

1. 'The Bangle Sellers' has been taken from the third section of her book 'The Bird of Time' which is –
A) Songs of my City
B) Songs of Love and Death
C) Indian Folk Songs (To Indian Tunes)
D) Songs of the Spring Time
Ans- (C)

2. The main symbol in 'The Bangle Sellers' is-
A) Temples
B) Bangles
C) Women
D) Fair
Ans- (B)

3. The words used to depict the bangles are-
A) expensive and exclusive
B) heavy and dull
C) rough and smooth
D) delicate, bright and rainbow-tinted
Ans- (D)

4. The girls are compared with buds to highlight-
A) The young girls who are not fully grown up
B) The pink cheeks of the girl
C) The beautiful smell of flowers
D) The pink bangles of the girls
Ans- (A)

5. The main purpose of the bangle sellers at the temple fair is –
A) To decorate the temple with colourful objects
B) To entertain the crowd with stories
C) To sell bangles to women of different ages
D) To participate in a religious ceremony
Ans- (C)

6. With which natural objects has the poetess compared the silver and blue bangles?
A) with the freshness of the new-born tender leaves
B) with the mountain mist

একাদশ শ্রেণি
ইংরেজি

C) with heavy rains
D) with red flowers
Ans- (B)

7. The colour 'silver and blue' evoke a sense of----------, aligning with a young, unmarried woman-
A) experience
B) innocence
c) maturity
D) innocence and youth
Ans- (D)

8. Match the column :
Column A Column B
i) Rainbow-tinted a) These bangles symbolize desire and passion
ii) Blood-red jewels b) These bangles symbolize royalty and grandeur
iii) Purple and gold flecked grey c) These bangles symbolize joy and celebration
Select the right combination :
A) i-a, ii-b, iii-c
B) i-b, ii-a, iii-c
C) i-c, ii-b, iii-a
D) i-c, ii-a, iii-b
Ans- (D)

9. Who is the speaker in the poem 'The Bangle Sellers'? -
A) The women
B) The Bangle Sellers
C) The readers
D) the players
Ans- (B)

10. The 'tinkling' sound associated with the bangles is an example of –
A) Simile
B) Imagery
C) Onomatopoeia
D)Alliteration
Ans- (C)

'রূপনারানের কূলে' কবিতার পর্যালোচনা

ড. পতিতপাবন চৌধুরী,
শিক্ষক, পুরাতন মালদহ
কালাচাঁদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

'রূপনারানের কূলে' কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ লেখা'র ১১ সংখ্যক কবিতা। এই কবিতাটিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ 'রূপনারানের কূলে' নামকরণ করে পাঠ্য করেছেন।

রূপনারায়ণ পশ্চিমবঙ্গের একটা নদীর নাম। 'নারায়ণ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'নারান'।

নদী চিরকাল প্রবহমান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সবাইকে প্রবহমান নদীর মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বাস্তব জগতে কোনও স্বপ্ন, কল্পনা, রোমান্টিকতার স্থান নেই। ভুয়োদর্শী কবি আজীবন বিভিন্ন রূঢ় বেদনাদায়ক বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি বা সম্মুখীন হয়েছেন, বহু প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছেন, নানা ঘটনায় মর্মাহত হয়েছেন, মানসিক আঘাতে-বেদনায় জর্জরিত হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আত্মোপলব্ধির কথা শুনিয়েছেন—'রূপনারানের কূলে/ জেগে উঠিলাম,/জানিলাম এ জগৎ /স্বপ্ন নয়।'

আমাদের সবার জীবনের মূলমন্ত্র 'চরৈবেতি'। এই এগিয়ে যাওয়ার পথেই দুঃখ-যন্ত্রণা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা, নিরন্তর রোগভোগ ইত্যাদি ঘটনাবলিতে কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি মানসিক আঘাতে বেদনায় জর্জরিত হয়ে উপলব্ধি করেছেন--

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম/আপনার রূপ' এবং কবি নিজেকে সম্যক রূপে চিনতেও পেরেছেন।

জীবনে আনন্দ, সুখ, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি ঘটনাক্রমে আসবে যাবে। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যেরে লও সহজে।' আর এই সত্যকে মেনে নিলে কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকে না। তাই কবি বলেছেন—'সত্য যে কঠিন,

উচ্চমাধ্যমিক
বাংলা

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

কবি জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিজস্ব জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় স্বরূপ চিনেছেন।

জন্ম থেকে একেবারে আসন্ন মৃত্যু পর্যন্ত শুধুই দুঃখের তপস্যা। অনন্ত দুঃখের মধ্যে তাঁর জীবনের বহু কাল কাটলেও কবি কখনও কোনও বেদনাহত আকুতি প্রকাশ করেননি বরং এই বাস্তবতার কথা সাবলীলভাবে মেনে নিয়েছেন -

'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।'

এই মানব জীবনে কবি আবার অনেক কিছু পেয়েছেন। নির্মল এক প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল কবির হৃদয়। মর্ত্যজীবনের প্রতি প্রণাম জানিয়ে মৃত্যুতে জীবনের সব দেনা তিনি শোধ করে দিতে চেয়েছেন। এই মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয় কবি যেমন মৃত্যুকে গুরুত্বহীন করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনই ভাবে জীবনের প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাস্তবের কঠিন রূঢ় জীবনকে আরও মহনীয় করে তুলেছেন।

আলোচ্য কবিতায় 'রূপনারান' নদী একটা প্রতীকী মাত্র। কবিতাটির ভাব বা ব্যঞ্জনা শুধুমাত্র একটি নদীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রবহমান জগতের রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি সরাসরি বাস্তব জগতের এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধির কথা বলেছেন। কবির অভিজ্ঞতালব্ধ এই কবিতায় তাই '...মিল নাই, উপমা নাই, ঝংকার নাই, সজ্জাবিন্যাস কিছুই নাই। শুধু দু'-একটি কথা যে কথা ক'টি না বললে নয়--স্পষ্ট, সরল, সংহত, কঠিন কয়েকটি কথা, যেন মন্ত্র, যেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী' হয়ে ফুটে উঠেছে।

নাইট্রোজেন চক্রের খুঁটিনাটি

ড. সুপ্রতিম পাল, *শিক্ষক*
আদর্শ হাইস্কুল
দেওয়ানহাট, কোচবিহার

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

নাইট্রোজেন চক্র থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হল –

1. নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে?
উঃ- যে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক উপায়ে বা জীবাণু দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে উদ্ভিদদেহে ও পরে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে অন্যান্য জীবদেহে প্রবেশ করে এবং জীবদেহ ও মাটি থেকে পুনরায় পর্যায়ক্রমে বা সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে এবং পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে, তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

2. নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বলতে কী বোঝ?
উঃ- যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক উপায়ে বা জীবজ উপায়ে বা শিল্পজাত উপায়ে বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগরূপে মাটিতে আবদ্ধ হয় এবং মাটির নাইট্রোজেন ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে, তাকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বা নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ বলে।

3. লেগ হিমোগ্লোবিন বলতে কী বোঝো?
উঃ- লেগ হিমোগ্লোবিন হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে তুলনীয় এক বিশেষ প্রকারের লৌহঘটিত লাল বর্ণের রঞ্জক বা ফাইটোগ্লোবিন। ইহা শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে অবস্থিত

4. স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা কীভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঘটে?
উঃ- মাটিতে বসবাসকারী সবাত শ্বসনে সক্ষম অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobacter sp.) ও অবাত শ্বসনে সক্ষম ক্লসট্রিডিয়াম (Clostridium sp.) বায়ু থেকে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ গঠন করে। এদের মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায় এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

5. মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী দুটি স্বাধীনজীবী নীলাভ-সবুজ শৈবালের নাম লেখো।
উঃ- মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী দুটি স্বাধীনজীবী নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটিরিয়া হল – i) অ্যানাবিনা (Anabaena sp.) ও ii) নস্টক (Nostoc sp.) ।

6. মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা কীভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঘটে?
উঃ- ছোলা, মশুর, মটর, শিম, বিনস প্রভৃতি লেগুমিনেসি এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

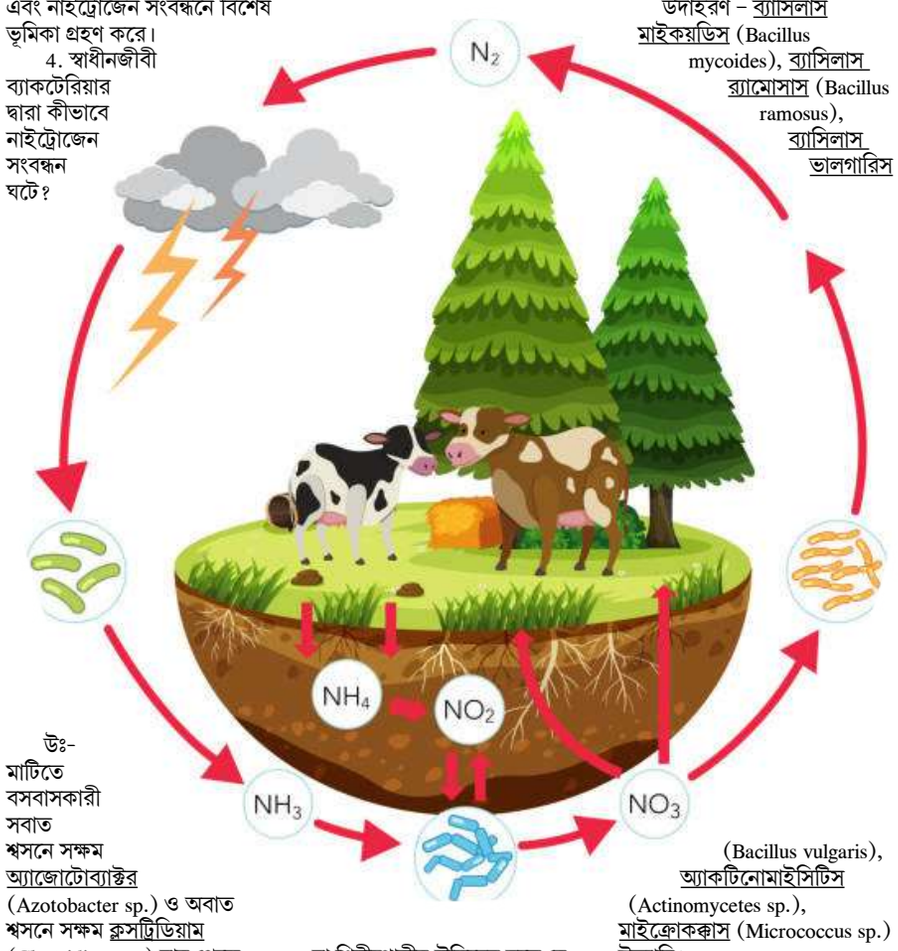

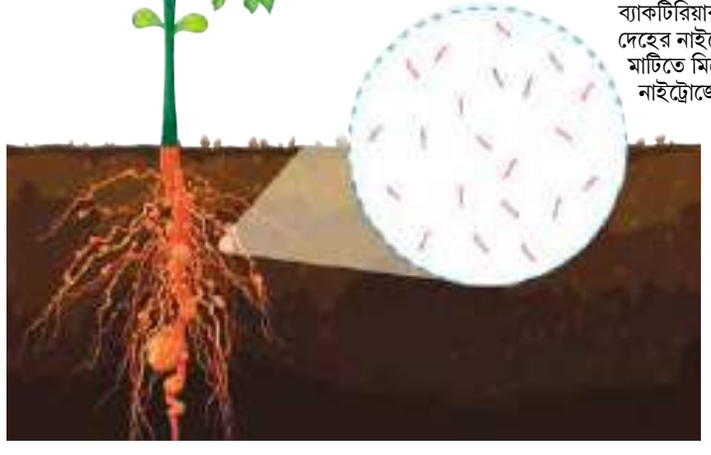

বা শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে যে গুটি বা অর্বুদ (nodule) তৈরি হয়, তাতে রাইজোবিয়াম (Rhizobium sp.) নামক এক প্রকার মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া বসবাস করে। এই ব্যাকটিরিয়া বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে নানা প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ গঠন করে। ওই সব নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের কিছুটা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বাকিটা নিজের দেহে ধরে রাখে। উদ্ভিদের ও সেই ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায় এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

7. অ্যামোনিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এবং প্রাণীদের রেচন ও বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি যে পদ্ধতিতে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন বিয়োজক যেমন ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাকের ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়, তাকে অ্যামোনিফিকেশন বলে।

8. অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া কাদের বলা হয়? উদাহরণ দাও।
উঃ- নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগ থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ অ্যামোনিফিকেশনে সাহায্যকারী ব্যাকটিরিয়াদের অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া বলে।
উদাহরণ – ব্যাসিলাস মাইকয়ডিস (Bacillus mycoides), ব্যাসিলাস ব্যামোসাস (Bacillus ramosus), ব্যাসিলাস ভালগারিস (Bacillus vulgaris), অ্যাকটিনোমাইসিটিস (Actinomycetes sp.), মাইক্রোকক্কাস (Micrococcus sp.) ইত্যাদি।

9. নাইট্রিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- যে প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকাস্থিত অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম আয়নগুলি মাটিতে উপস্থিত নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas sp.) নামক ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় প্রথমে নাইট্রাইট যৌগে (NO_2) পরিণত হয় এবং পরে মাটিতে বসবাসকারী নাইট্রোব্যাক্টর (Nitrobacter sp.) নামক ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় নাইট্রাইট যৌগ নাইট্রেট যৌগে (NO_3) পরিণত হয়, তাকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

10. ডিনাইট্রিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে উপস্থিত কিছু ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া যেমন- সিউডোমোনাস ডিনাইট্রিফিক্যানস (Pseudomonas denitrificans), থায়োব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিক্যানস (Thiobacillus denitrificans) ইত্যাদির ক্রিয়ায় মাটির নাইট্রেট বা অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে, তাকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

জেনে রেখো

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

- নিউরোলজি-স্নায়ুতন্ত্র ও তার কাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- লিথোলজি-শিলা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- হিস্টোলজি-কলা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- গ্লেসিওলজি-তুষার ও হিমবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- জিওমর্ফোলজি-ভূমিরূপের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- ইথোলজি-প্রাণীদের আচরণ অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- এন্টোমোলজি -পতঙ্গ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- এমব্রায়োলজি-ভ্রূণের বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- ডার্মাটোলজি -চর্ম ও চর্মরোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- মাইকোলজি-ছত্রাক ও ছত্রাক ঘটিত রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

খেলায় আজ

১৯৯০ : ইভান লেন্ডলের টানা নবমবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ করেছিলেন পিট সাম্প্রাস। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি লেন্ডলকে হারান ৬-৪, ৭-৬, ৩-৬, ৪-৬, ৬-২ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

সামির ডাকনাম

জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পরে বেশ কিছু দিন কোনও ডাকনাম ছিল না মহম্মদ সামির। সামিকে ডাকনাম দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই কাহিনি সামনে আনলেন সামি। মঙ্গলবার ৩৪তম জন্মদিনে নিজের অজানা কাহিনি জানান সামি। ডাকনাম নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে ভারতীয় পেসার বলেছেন, 'সকলেই জানে যে দলে আমার ডাকনাম লালা। এই নামটা বিরাট দিয়েছিল। প্রথমে আমার কোনও নাম ছিল না। কিন্তু বাকি সকলের ছিল। তাই বিরাট আমাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করে।'

উত্তরের মুখ

পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের জয়চাঁদলাল লাহোটি ও অঞ্জলি রায় বসুনিয়া ট্রফি মহিলা ফুটবলের ফাইনালে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হলেন বিনা রায়। ম্যাচে তাঁর দল জনি কোচিং সেন্টার হলদিবাড়ি ৩-০ গোলে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ২০১৭ সালের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে ভারত একটিমাত্র গোল করেছিল। গোলদাতা কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থিব দত্ত, মিঠু সিনহা, রাজেশ, অভিনব ভট্টাচার্য, নিবেদিতা হালদার, অসীম হালদার, বি বসাক, নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, নীলেশ হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, পৌলমী সাহা, সুজন মহন্ত, সমীর কুমার বাগচি, শ্রীতমা কুণ্ডু, সুখেন স্বর্ণকার, তন্ময় দে, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুকুমার মিশ্র, তয়ন পাল, দেবব্রত সাহা রায়, জীবন রায়, অভিদীপ্ত বসু, কৌশভ দে, ত্রিজয় সেন, কৌস্তভ।

প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে ওঠার পর টেলর ফ্রিৎজ।

১৯ বছর পর সেমিতে আমেরিকান দ্বৈরথ

গ্রিগর দিমিত্রভের সার্ভিস ফেরাচ্ছেন ফ্রান্সিস টিয়াফো।

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার ২০০৫ সালে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইউএস ওপেন জিতেছিলেন। সেবারই শেষবার টুর্নামেন্টে অল আমেরিকা সেমিফাইনাল হয়েছিল। যেখানে স্বদেশীয় রবি গিনেপ্রিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন মার্কিন কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি। ১৯ বছর পর আবার সেমিফাইনালে আমেরিকান দ্বৈরথ দেখতে চলেছে ইউএস ওপেন। শুক্রবার যেখানে টক্কর নেবেন ফ্রান্সিস টিয়াফো ও টেলর ফ্রিৎজ। ২০০৬ সালে আমেরিকার শেষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন অ্যান্ডি রডিক। টিয়াফো ও ফ্রিৎজের মধ্যে একজন নিশ্চিতভাবেই রডিকের পাশে বসতে চলেছেন।

গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে বড় তারকারা তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে আনকোরাদের সামনে সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠার সুযোগ এসে যায়। নোভাক জকোভিচ, কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া শুরুতেই ছিটকে গিয়েছেন চলতি ইউএস ওপেন থেকে। ফাঁকা মাঠে রং ছড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি ফ্রিৎজ ও টিয়াফো। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রিৎজ ৭-৬ (৭/২), ৩-৬, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারান জার্মানির আলেকজান্ডার ভেরেভকে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য গ্রিগর দিমিত্রভ মাঝপথে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় শেষ চারে পৌঁছে যান টিয়াফো।

নোভাক, আলকারাজদের অনুপস্থিতিতে ভেরেভকে খেতাবের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছিল। কিন্তু

শেষ চারে সাবালেঙ্কা, বিদায় বোপান্নার

আক্রমণাত্মক টেনিসে ৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিটের লড়াইয়ে ভেরেভকে বাড়ি ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেন ফ্রিৎজ। যেমনটা চলতি বছরের উইম্বলডনে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে করেছিলেন তিনি। কিন্তু ফ্রিৎজের কাছে বুধবারের জয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। কারণ এই জয় ফ্রিৎজকে কেরিয়ারে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছে। মজার বিষয় হল, অতীতে গ্র্যান্ড স্ল্যামে চারবারই কোয়ার্টার্র ফাইনালে হারতে হয়েছিল ২৬ বছরের ফ্রিৎজকে।

এদিন তাই ম্যাচ পয়েন্ট পাওয়ার পরই আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে বন্য উচ্ছ্বাসে মাতেন ফ্রিৎজ। পরে নিজেকে সামলে অন-কোর্ট সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। অতীতে বেশ কয়েকবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে কোয়ার্টার্র ফাইনালে খেলেছি। এবার ঘরের দর্শকদের সামনে একধাপ বেশি এগোলাম।' টিয়াফোর বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল প্রসঙ্গে ফ্রিৎজের বক্তব্য, 'ফো-এর বিরুদ্ধে লড়াই মজাদার হবে। বিদ্যুৎগতির একটা ম্যাচ হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ঘরের দর্শকদের সামনে আমাদের মধ্যে কেউ একজন ফাইনালে যাবে।'

টিয়াফোকে অবশ্য খুব বেশি লড়াইয়ের সামনা করতে হয়নি। জোড়া সেটে এগিয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ সেটে ৪-১ গেমে টিয়াফো এগিয়ে থাকার সময় দিমিত্রভ ম্যাচ ছেড়ে দেন। যদিও এভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছানোয় হতাশ টিয়াফো। বলেছেন, 'ম্যাচ এভাবে শেষ হোক চাইনি। তবে আরও একটা সেমিফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু শুক্রবারের রাত আমার ও ফ্রিৎজের জন্য কঠিন হতে চলেছে। দুইজনের জন্যই কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠতে একেবারেই ঘাম ছড়াতে হয়নি বিশ্বের দুই নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে। কোয়ার্টার্র ফাইনালে তিনি ৬-১, ৬-২ গেমে চিনের কুইনয়েন ঝেংকে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ কোকো গফ-ঘাতক এম্মা নাভারো। শেষ চারে পৌঁছে সাবালেঙ্কা দর্শকদের মজার সুরে বলেছেন, 'সেমিফাইনালে নাভারোর বিরুদ্ধে যদি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন, তাহলে আমার তরফ থেকে আপনাদের জন্য ড্রিঙ্কস ফ্রি।'

চলতি ইউএস ওপেনে অভিযান শেষ হয়ে গেল ভারতের রোহন বোপান্নার। বুধবার মিক্সড ডাবলসে সেমিফাইনালে বোপান্না-আলদিলা সুতজিয়াদি ৩-৬, ৪-৬ গেমে টেলর টাউনসেন্ড-ডোনাল্ড ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

> ম্যাচ এভাবে শেষ হোক চাইনি। তবে আরও একটা সেমিফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু শুক্রবারের রাত আমার ও ফ্রিৎজের জন্য কঠিন হতে চলেছে। দুইজনের জন্যই কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে।
> -ফ্রান্সিস টিয়াফো

১২ সেপ্টেম্বর রোহিতদের শিবির শুরু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : পরিকল্পনা কোচ গৌতম গম্ভীরের। আর সেই পরিকল্পনায় সম্মতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের।

নিট ফল, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ের চিপকে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়ে বিশেষ শিবির করতে চলেছেন কোচ গম্ভীর। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়েই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতে পৌঁছানোর কথা পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা বাংলাদেশ দলের। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে চিপকে বাংলাদেশ দলও অনুশীলন করবে।

বার্বাডোজের মাটিতে গত ২৯ জুন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ায় কোচ রাহুল দ্রাবিড় জমানা শেষ হয়েছে। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীর ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় একটি সিরিজে দায়িত্বও সামলেছেন। তবে সেই সিরিজে ছিল টি২০ ও একদিনের ম্যাচ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে টেস্ট দলের কোচ হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে গম্ভীরেরও। তার আগে দলকে গুছিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির প্রথম পর্বের ম্যাচের শেষেই পুরো দল নিয়ে শিবির শুরু করতে চাইছেন গম্ভীর।

ঘরের মাঠে প্রথমে বাংলাদেশ, পরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেই প্রায় দুই মাসের সফরে অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সেই সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার চেয়েও বেশি করে কোচ গম্ভীরের জন্য অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। এমন অবস্থায় লাল বলের ক্রিকেটের স্কিলে শান দেওয়ার লক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে চিপকে শিবিরের পরিকল্পনা গম্ভীরের। যেখানে দীর্ঘসময় পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরতে চলা ঋষভ পন্থ থেকে শুরু করে টিম ইন্ডিয়ার সকলেই থাকবেন। হাজির থাকার কথা বিরাট কোহলিরও। গত মার্চ মাসে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। ব্যক্তিগত কারণে সেই সিরিজে ছিলেন না বিরাট। ফলে তাঁর জন্যও আসন্ন বাংলাদেশ সিরিজ লাল বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীর আসন্ন দীর্ঘ ক্রিকেট মরশুমের আগে পুরো দলকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছেন।

১২ সেপ্টেম্বর চিপকে যার পথ চলার শুরু হতে চলেছে।

খোশমেজাজে সময় কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : পরিবারের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটানোর জন্য টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে পারলেন না রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর কোচিং কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০২৫ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস দলের দায়িত্ব নিলেন তিনি। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ইতিমধ্যেই দ্রাবিড় চুক্তিও সেরে ফেলেছেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, আগামী ডিসেম্বরের নিলামে রাজস্থানের দলটা কেমন হতে পারে, তা নিয়েও ফ্র্যাঞ্চাইজি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে তাঁর। অতীতে রাজস্থান রয়্যালস দলের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন রাহুল। দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও সামলেছেন। পরবর্তী সময়ে রাজস্থানের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করতেও দেখা গিয়েছে রাহুলকে। এবার তিনি কুমার সাঙ্গাকারার বদলি হিসেবে রাজস্থানের কোচের দায়িত্বে এলেন। যদিও রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এই ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

গত ২৯ জুনের রাতটা ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা হয়তো কোনওদিনও

> আমরা সবাই প্রবলভাবে বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিলাম। আর সেই সময়টা যখন এসেছিল, তখন তাই একটু বেশিই আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। কিছু সময় জীবনে আসে, যখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব এমন কাণ্ড আর কখনও না করতে। আমার পরিবার, স্ত্রী-পুত্ররা আমায় এমন করতে দেখলে পাগল ভাববে।
> **রাহুল দ্রাবিড়**

ভুলতে পারবে না। কারণ, সেই রাতে বার্বাডোজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল রোহিত শর্মার ভারত। কোচ দ্রাবিড়কে নতুন রূপে দেখেছিল দুনিয়া। তাঁর আবেগের স্ফুরণ চমকে দিয়েছিল দুনিয়াকে। আগামীদিনে রাজস্থান আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হলে ফের শিশুর মতো দ্রাবিড় লাফিয়ে উঠে উৎসবে মাতবেন কি না, সময় বলবে। তবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বার্বাডোজের সেই রাতের মতো আর কখনও আবেগে ভাসতে চান না। রাজস্থানের কোচ হিসেবে তাঁর নাম সামনে আসার পর এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দ্রাবিড় বলেছেন, 'আমরা সবাই প্রবলভাবে বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিলাম। আর সেই সময়টা যখন এসেছিল, তখন তাই একটু বেশিই আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। কিছু সময় জীবনে আসে, যখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব এমন কাণ্ড আর কখনও না করতে। আমার পরিবার, স্ত্রী-পুত্ররা আমায় এমন করতে দেখলে পাগল ভাববে।'

রাহুলের পুত্র সমিত সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ খেলবে জুনিয়ার ভারতীয় দল। পুত্রের জাতীয় জুনিয়ার দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে অবশ্য এখনও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় কোচ। গর্বিত পিতার মতো তিনি এখন তাঁর পুত্রকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চাইছেন বাইশ গজে নিজেকে মেলে ধরার জন্য।

'টেস্টে আমার পারফরমেন্স প্রত্যাশিত নয়'

স্পিন সামলাতে রক্ষণে জোর দিচ্ছেন শুভমান

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : টেস্ট আঙিনায় চতুর্থ মরশুম।

করোনাকালে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক। দুই ইনিংসে ওপেন করে ৮০ রান। টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন। যদিও শুভমান গিল নিজেই মানছেন তাঁর টেস্ট কেরিয়ার প্রত্যাশিত মানে পৌঁছোয়নি। আগামী দিনে সেই প্রত্যাশা পূরণই পয়লা নম্বর টার্গেট।

আসন্ন বাংলাদেশ টেস্ট (১৭ সেপ্টেম্বর শুরু) সিরিজকেই পাখির চোখ করছেন। যেখানে মূল গাঁট প্রতিপক্ষের দুই স্পিন-তারকা মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান। চ্যালেঞ্জ সামলাতে স্পিনের বিরুদ্ধে রক্ষণ নিয়ে বাড়তি ঘাম ঝরানোর কথা শুভমানের মুখে। আগামীকাল শুরু দলীপ ট্রফিতে প্রস্তুতির সুযোগ পাচ্ছেন। সঙ্গে 'এ' দলের নেতৃত্বের গুরুভার।

দলীপ ট্রফির শুরুর প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে শুভমান বলেছেন, 'স্পিনারদের বিরুদ্ধে নিজের রক্ষণ নিয়ে কাজ করছি। ঘূর্ণি পিচে স্পিনারদের সামলাতে শক্তিশালী রক্ষণ প্রয়োজন। তারপর শট খেলার প্রশ্ন।' স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং চিন্তার জায়গা। শ্রীলঙ্কা সফরে যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গৌতম গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্পিন-দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কথা বলেছিলেন।

আর এই দুর্বলতার জন্য টি২০ ক্রিকেটকে আংশিক দায়ী করছেন শুভমান। যুক্তি, ব্যাটিং সহায়ক পিচে অতিরিক্ত টি২০ ক্রিকেট খেলার প্রভাব পড়ছে ব্যাটিংয়ে। রক্ষণে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব, ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। মিরাজ-সাকিবদের মোকাবিলার আগে যে ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চান।

এখনও পর্যন্ত ২৫টি টেস্ট খেলেছেন। ৪টি শতরান সহ সংগ্রহ ১৪৯২। ব্যাটিং গড় ৩৫.৯২, যা শুভমানসুলভ নয়। নিজেও যা মানছেন শুভমান। বলেছেন, 'টেস্টে আমার পারফরমেন্স প্রত্যাশিত নয়। তবে এই মরশুমে গোটা দশেক টেস্ট পাব। তারপরই নিজেকে দেখতে চাই। আশা করি, নিজের প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম হব।'

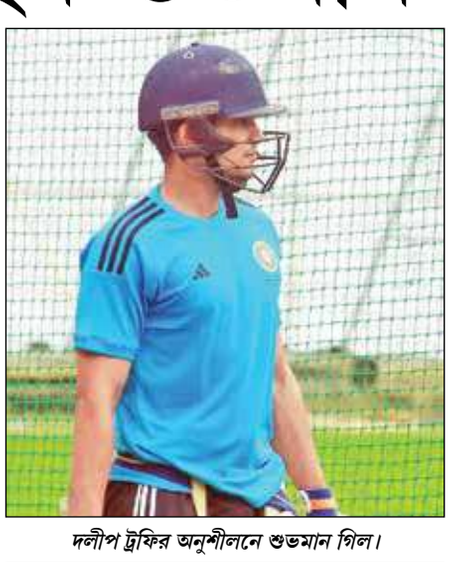

দলীপ ট্রফির অনুশীলনে শুভমান গিল।

অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন 'বি' দলের বিরুদ্ধে দলীপে নামার আগে শুভমান বলেছেন, 'দলীপ ট্রফি বড় টুর্নামেন্ট। প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় দলের অনেক সতীর্থ খেলবে। সবমিলিয়ে আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। দলের ('এ' দল) প্রত্যেকেই প্রায় অভিজ্ঞ। কার কী করণীয়, সবাই বোঝে। আর বোলারদের ওয়ার্কলোডের বিষয়টি টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকরা ভালো বলতে পারবে।'

রোহিতকে দেখে শেখা 'বিদ্যে' ভরসা যশস্বীর

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর : সাড়া জাগিয়ে টেস্ট অভিষেক।

অনভিজ্ঞতা সরিয়ে ধারাবাহিক সাফল্যে এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ভরসার জায়গা। তবে এখানেই থেমে থাকতে নারাজ যশস্বী জয়সওয়াল। আসন্ন মরশুমে কেরিয়ারকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চান। বদ্ধপরিকর গত বারো

> রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেন। উইকেট বুঝে, যেভাবে নিজের ইনিংসকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা শিক্ষণীয়। শিখেছি পিচ, ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে ব্যাটিংকে বদলে নিতে হয়।
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

মাসে জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

আপাতত চোখ দলীপ ট্রফিতে। আগামীকাল দলীপে নামার প্রাক্কালে রোহিতের সঙ্গে ওপেনিং করার প্রসঙ্গ টেনে যশস্বী বলেছেন, 'রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেন। উইকেট বুঝে, যেভাবে নিজের ইনিংসকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা শিক্ষণীয়। শিখেছি পিচ, ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে ব্যাটিংকে বদলে নিতে হয়।'

যশস্বী জানান, সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা তাঁকে অনেক বেশি পরিণত করে তুলেছে। নিজের গেমকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। ভারতীয় দলের তরুণ তুর্কি আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সময় অনেক কিছু বুঝতাম না। কিন্তু গত একবছর জাতীয় দলের খেলা আমার ব্যাটিংয়ে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। উন্নতিও করেছি। উন্নতির ধারা বজায় রাখতে চাই।'

নেটে বাড়তি সময়ও দিচ্ছেন। যশস্বী বলেছেন, 'প্রথমে দলীপ ট্রফি। তারপর বাংলাদেশ সিরিজ। নেটে পরিশ্রম করছি। ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা বলতে সেরকম কিছু নয়, মূল কথা, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, দক্ষতায় ধার বাড়ানো। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দলীপ ট্রফি, ইরানি ট্রফি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পাওয়া সাফল্য আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

আজ শুরু দলীপ ট্রফি

নেই ঈশান, বদলি স্যামসন

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের ঘরোয়া মরশুম। দলীপ ট্রফির মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম।

দলীপ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই নতুনভাবে সংবাদ শিরোনামে ঈশান কিষান। নিজের রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডের হয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন ঈশান। সেই চোটের কারণেই দলীপ ট্রফির প্রথম পর্বের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। প্রতিযোগিতার পরের দিকে ঈশানকে পাওয়া যাবে কিনা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, দলীপের টিম 'ডি'-তে থাকা ঈশান প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার পর তাঁর সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে সারাদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে চলল জল্পনা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে রাতের দিকে ঈশানের বিকল্পের হিসেবে সঞ্জু স্যামসনের নাম ঘোষণা করা হয়। দলীপের চার দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে সঞ্জু ছিলেন না। ঈশানের চোট সঞ্জুর সামনে দরজা খুলে দিল।

> বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার মাঝেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর থেকেই ক্রিকেটের বাইরে রয়েছি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির মাধ্যমে নতুন শুরু করতে চাইছি।
> **আকাশ দীপ**

এদিকে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতে নতুন শুরু করতে চাইছেন বাংলার জোরে বোলার আকাশ দীপ। গত জুন মাসে ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের খেলার সময়ই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন আকাশ। তারপর থেকেই তিনি ক্রিকেটের বাইরে। আপাতত আকাশ পুরো ফিট। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আকাশ। বলেছেন, 'বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার মাঝেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর থেকেই ক্রিকেটের বাইরে রয়েছি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির মাধ্যমে নতুন শুরু করতে চাইছি।'

কোয়াড্রাত মনে করালেন, তাঁর আমলেই বহু বছর পর ট্রফি ■ অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভাবছেন না বাগান কোচ

সুপার সিক্সে যেতে মরিয়া ক্লেইটনরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সমর্থকদের খুশি করার সঠিক রাস্তাটার খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াড্রাত। ডার্বি জিতলে সমর্থকরা বেশি খুশি হন ট্রফি জয়ের থেকেও, জানা তাঁর। তবু এবার সুপার সিক্সই লক্ষ্য কোচ সহ গোটা লাল-হলুদ শিবিরের।

এদিন রাজারহাটের এক পাঁচতারা হোটেলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত দলকে হাজির করা হল সংবাদমাধ্যমের সামনে। সবশেষ দল হিসাবে এল ইস্টবেঙ্গল। তাদের তরফে কোচ কার্লোস কোয়াড্রাত ছাড়াও ফুটবলারদের মধ্যে হাজির ছিলেন অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা, সৌভিক চক্রবর্তী ও সদ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট থেকে লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দেওয়া হেক্টর ইউস্তে। প্রত্যেকেই খুশি কলকাতা তৃতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যোগদানে। বিশেষ করে সৌভিক বললেন, 'আমি তো বাঙালি, তাই আমার কাছে কলকাতার তিনটি ক্লাব একসঙ্গে দেশের সেরা লিগে খেলার থেকে খুশির খবর আর কী হতে পারে? এতে সবথেকে বেশি অনুপ্রাণিত হবে জুনিয়ার ফুটবলাররা। আর আমি চাই, কলকাতার তিন দলই প্রধান্য নিয়ে আইএসএলে খেলুক। তবে তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল সবথেকে বেশি ভালো খেলবে, এটাও চাই। আর আমার কাছে ডার্বি কোনও চাপের নয়, বরং গর্বের ম্যাচ।' তাঁর কোচ কোয়াড্রাতের মুখেও ডার্বির কথা। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর জমানায় লাল-হলুদে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। কোয়াড্রাতের মন্তব্য, 'গত দশ বছরে টানা ৩৫ ম্যাচ একই কোচের অধীনে খেলছে দল। আমরা গত মরশুমে ডার্বি এবং ট্রফি দুটোই জিতেছি। যে সাফল্য ট্রেভর মরগ্যানের সময়ের পর আর দেখা যায়নি। ভুলে যাবেন না, ১২ বছর পর ক্লাব ট্রফি জিতেছে। আগে ফুটবলাররা দেখে নিত অন্য দল ডাকছে কি না। কোনও দল না পেলে তবে ইস্টবেঙ্গলে আসত। এবার কিন্তু ফুটবলাররা আসছে। একটা সঠিক দল তৈরি করা গেছে। তাই আমাদের এবার প্রথম ছয়ে থাকাই হবে প্রথম লক্ষ্য। একইসঙ্গে ডার্বিও জিততে হবে।' তিনি মেনে নেন, লিগের লড়াই এবার আরও কঠিন। প্রতিটি দলই শক্তিশালী বলে জানিয়ে তিনি উদাহরণ দেন, 'দেখুন না, ডুরান্ড ফাইনালে সবাই ভেবেছিল মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবে। কারণ ওরাই ফেভারিট ছিল শক্তির বিচারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জিতল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। তাই কঠিন লড়াইয়ের জন্য তৈরি আছি আমরা।'

এবার ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণে ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন হেক্টর ও আনোয়ার আলি। এই প্রসঙ্গ উঠতে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মন্তব্য, 'লিগের সেরা ডিফেন্ডার হল আনোয়ার। আবার ওর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে পারব, এটা ভেবে ভালো লাগছে।' তাঁর দলের একাধিক ফুটবলারকে দেখা যাচ্ছে চোটের জন্য অনুশীলন করছেন না। কিন্তু কোয়াড্রাত বলেছেন, 'আমার দলে নীশু (কুমার) ও লাকড়া (প্রভাত) ছাড়া আর কোনও চোট নেই। ভারতীয় দলে যারা যায়, তারা অনুশীলনের মধ্যেই থাকে। কিন্তু তার বাইরের ভারতীয় ফুটবলাররা অফ সিজনে ঠিকঠাক নিজেদের যত্ন নেয় না বলেই সমস্যা হয়।' ক্লেইটনের লাল-হলুদে এবার তৃতীয় মরশুম। তিনিও আশা করছেন এবার দল প্লে-অফে যাবে। ক্লেইটন মনে করিয়ে দেন, 'গত মরশুমে আমরা সুপার সিক্সে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। এবার অবশ্যই আমার সুপার সিক্সের জন্য ঝাঁপাব।' তিনি ক্লাবের হয়ে কিছু মনে রাখার মতো ম্যাচ খেলে নিজেকে কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আইএসএল ট্রফির সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা। ছবি : ডি মণ্ডল

বর্তমানে ভালো ফল চান মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারের ক্ষত সমর্থকদের মনে এখন দগদগে হয়ে আছে। যা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁদের প্রিয় দল নেমে পড়তে চলেছে আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে। প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে তাঁর দলের প্রস্তুতি সঠিক পথেই চলছে বলে জানিয়ে দিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

এদিনই বলতে গেলে বেজে গেল আইএসএলের দামামা। জামশেদপুর এফসি, সদ্য ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, ওডিশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও কলকাতার তিন দল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ-ফুটবলাররা নিজেদের লিগ প্রস্তুতি এবং ভাবনাচিন্তা মেলে ধরলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। ডুরান্ড ফাইনালে হারের পরই মোলিনা জানান, তাঁর দলের অনেক ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে। দুইদিন ছুটির পর বুধবার থেকেই তাঁর দলের প্রস্তুতি শুরু হল। এই অল্প সময়ে তাঁর দল কি তৈরি হয়ে যেতে পারবে, এই প্রশ্নের উত্তরে স্পেনের প্রাক্তন টেকনিকাল ডিরেক্টর বলেছেন, 'আইএসএলের জন্য দল সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে। গত একমাস ধরে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। এখনও বেশ কিছু বিষয়ে উন্নতির দরকার আছে। যেভাবে ট্রেনিং হচ্ছে তাতে দলের ছেলেদের খেলায় উন্নতি হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। জাতীয় দলের ফুটবলাররা এখন শিবিরে। ওরা ফিরে আসার পর দলের সঙ্গে মাত্র দুই-তিনদিনই অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তবে যেহেতু ওরা খেলার মধ্যে থাকবে, তাই সমস্যা হবে না।' গত মরশুমে মোহনবাগান লিগ-শিল্ড জেতে। তাঁর আগেরবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোহনবাগান সমর্থকদের এবারও একই চাহিদা থাকবে। বা বলা ভালো, ডাবল হলে তাঁরা বেশি খুশি হবেন। আর এই সাফল্যের চাপ পুরোপুরি আসছে মোলিনার উপরেই। তিনি অবশ্য বলছেন, 'আমার উপর কোনও চাপ নেই। অনেক বছর হল কোচিং করাচ্ছি। গত বছর বা তার আগে দল খুব ভালো খেলেছিল। কিন্তু শুধুই গত মরশুমের কথা ভাবলে চলবে না। আমি অতীত নিয়ে ভাবছি না। বরং বর্তমানে কী করতে পারি, সেদিকে তাকিয়ে আছি।' এবারই মোহনবাগান ছেড়েছেন আনোয়ার আলি। দুই নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এখনও পুরোপুরি দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। শোনা যাচ্ছে প্রীতম কোটাল বা কোনও একজন ভারতীয় ডিফেন্ডার নিতে পারে মোহনবাগান। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উঠতেই মোলিনা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি তো এরকম কিছু জানি না।' ডিফেন্সের খারাপ খেলা নিয়ে অবশ্য তাঁর মন্তব্য, 'ডুরান্ড ফাইনাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা খুব খারাপ খেলেছি। তবে ডিফেন্ডাররাও নতুন। ওদের কিছুটা সময় দিতে হবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। আইএসএলে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। আশা করি, সব মেরামত হয়ে যাবে এর মধ্যে।' জেমি ম্যাকলারেন কী অবস্থায় আছেন, সেই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। জেসন কামিংস মনে করেন, ডুরান্ড হারের প্রভাব লিগে পড়বে না। তাঁর মন্তব্য, 'আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারব এবং আরও ভালো খেলব।'

এবার তাঁদের আইএসএলের সঙ্গেই খেলতে হবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ লিগের ম্যাচ। বারবারই দেখা গেছে, এতে চাপ হয় ফুটবলারদের দিমিত্রিস পেত্রাতোস অবশ্য বলছেন, 'আমার কোনও সমস্যা হবে না। ভারসাম্য রেখে খেলতে হবে। তাছাড়া কোচ আছেন কোথায় কীভাবে খেলতে হবে, সেসব বলে দেওয়ার জন্য।'

আইএসএলের ম্যাচ বলে সই করছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনা। পাশে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াড্রাত। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএল ট্রফি ও বলের সঙ্গে ফুটবলার ও কোচরা। ছবি : ডি মণ্ডল

সেরাটা দেওয়াই লক্ষ্য চেরনিশভের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। গলার স্বরে বাড়তি উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই। অথচ তাঁর মগজাস্ত্রে ভর করেই চলতি মরশুমে আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সাদা-কালো শিবিরের রাশিয়ান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের লক্ষ্য আইএসএলে নিজেদের সেরা পারফরমেন্সটা তুলে ধরা। বুধবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আইএসএলের মিডিয়া ডে-তে উপস্থিত ছিলেন মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ সহ দলের তিন খেলোয়াড় সামাদ আলি মল্লিক, জোসেফ আদজেই ও জোডিংলিয়ানা রালতে। সেখানে মহমেডান কোচ বলেছেন, 'আই লিগ জিতে আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ। সমর্থকদের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছে। আমরা আইএসএলে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরব।'

আই লিগের থেকে আইএসএল কিন্তু আরও কঠিন প্রতিযোগিতা, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই রাশিয়ান কোচ। তিনি বলেছেন, 'আইএসএলের মান অনেক উন্নত। এটা কলকাতা লিগ কিংবা আই লিগ নয়। এখানে ভারতের সেরা ফুটবলারদের পাশাপাশি উচ্চমানের বিদেশিদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তবে আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি।' কোচের মতো আত্মবিশ্বাসের সুর পাওয়া গেল সাদা-কালো ফুটবলারদের কথাতেও। সামাদ আলি মল্লিক পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'আই লিগ ও আইএসএলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। কোচের কথামতো আমরা আইএসএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

আইএসএলের অভিষেক ম্যাচে মহমেডানের প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। কয়েকদিন আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই পাহাড়ি দলটি। তবে ডুরান্ড জয়কে ভুলে এবার আইএসএলে ফোকাস করতে চান নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি। তিনি বলেছেন, 'ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা গর্বের বিষয়। কিন্তু ডুরান্ড জয় এখন অতীত। এবার আইএসএলে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে চাই।' প্রথম ম্যাচেই সাদা-কালো শিবিরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে হাইল্যান্ডাররা। নতুন দল হলেও মহমেডানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বেনালি।

চলতি মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র দায়িত্ব নিয়েছেন গ্রিক কোচ পানাগিয়োটিস দিলবেরিস। তিনি বলেছেন, 'পাঞ্জাব এফসিকে ধন্যবাদ আমাকে ভারতে কোচিং করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।'

এদিকে, এই মরশুমে জামশেদপুর এফসির দায়িত্বে রয়েছেন খালিদ জামিল। আইএসএলে একমাত্র ভারতীয় হেড কোচ তিনি। ইস্পাতনগরীর হেড কোচ বলেছেন, 'আমাদের পারফর্ম করতে হবে। আইএসএলের জন্য আমরা তৈরি। নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।'

হাল্যান্ডের উত্থানের বড় সাক্ষী বাকেঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : গোল করাটা যেন জলভাতের মতো আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের কাছে। নরওয়ের এই গোলমেশিন কোথায় থামবেন কেউ জানে না। তাঁর এই দানবীয় পারফরমেন্সে মোহিত স্বয়ং ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। প্রিমিয়ার লিগে আপাতত তিন ম্যাচে ৭ গোল করে বসে আছেন হাল্যান্ড। নরওয়ের এই বিস্ময় বালকের উত্থান একেবারে সামনে থেকে দেখেছেন পাঞ্জাব এফসি-র স্ট্রাইকার মুশাকা বাকেঙ্গা। নরওয়ে জাতীয় দলে খেলা এই ফুটবলার একসময় খেলতেন মোল্ডে এফকে দলে। এখান থেকেই উত্থান ঘটেছে নরওয়ের গোলমেশিনের। সেই প্রসঙ্গে মুশাকা বলেছেন, 'আমি হাল্যান্ডকে অনেক ছোট থেকেই দেখেছি। তবে ওর সঙ্গে কখনও খেলা হয়নি। আমি মোল্ড এফকে ছাড়ার পরের বছর হাল্যান্ড ওখানে যোগ দেয়।'

তবে একসঙ্গে না খেললেও হাল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। তবে এখন আর যোগাযোগ নেই। এই নিয়ে বাকেঙ্গার বক্তব্য, 'একসঙ্গে না খেললেও হাল্যান্ডের সঙ্গে ২০১৬ সালে এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল। তখন ও নিজেও আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। আমার খেলা ওর ভালো লাগে সেটাই বলেছিল। তার পরের বছর শেষবার মুঠোফোনে ওর সঙ্গে কথা। তবে এখন আর যোগাযোগ নেই।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'মাঠের বাইরে হাল্যান্ড খুব ভালো মানুষ। সবসময় মাটির কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। আর মাঠের ভিতরে অদৃশ্য ঘাতক। কখন গোল করবে বোঝা কঠিন।'

শুধু হাল্যান্ড নয়, নরওয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেনের সঙ্গেও পরিচয় রয়েছে মুশাকার। কার্লসেনকে নিয়ে বাকেঙ্গা বলেছেন, 'কার্লসেন আমার ভালো বন্ধু। আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। দাবা ছাড়াও অন্যান্য খেলার প্রতি ওর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি কার্লসেনের আগ্রহ প্রচুর। ফুটবল নিয়ে অনেক খবরও রাখে।'

তিরন্দাজিতে প্রথম সোনা হরবিন্দারের

শচীনের হাত ধরে প্যারালিম্পিকে নজির ভারতের

প্যারিস, ৪ সেপ্টেম্বর : প্যারালিম্পিকে নয়া নজির ভারতের। এখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের ঝুলিতে ২১টি পদক যা দেশের প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে সর্বাধিক। দেশের এই সাফল্যে সোনালী ছোঁয়া যোগ করলেন হরবিন্দার সিং। দেশের প্রথম প্যারা তিরন্দাজ হিসেবে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতলেন তিনি। টোকিও প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল হরবিন্দারকে। বুধবার পুরুষদের তিরন্দাজিতে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টের ফাইনালে পোল্যান্ডের লুকাস সিসজেককে ৬-০ পয়েন্টে হারিয়ে টোকিওর পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটালেন তিনি। এর ফলে চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের ঘরে চতুর্থ সোনা এল। সেমিফাইনালে ইরানের মহম্মদ আরব আমেরিকে ৭-৩ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন হরবিন্দার।

বুধবার পুরুষদের শট পাটে এফ-৪৬ ক্যাটিগোরিতে রুপো জিতেছেন ভারতের শচীন খিলাড়ি। মহারাষ্ট্র থেকে উঠে আসা এই অ্যাথলিট প্যারা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। গতবছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সেও সোনা ছিল তাঁর। কিন্তু প্যারালিম্পিকের মঞ্চে সোনা জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেননি তিনি। তাই রুপো জিতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সোনা জয়ের পর জাতীয় পতাকা নিয়ে হরবিন্দার সিং।

দল বিরক্তিকর খেলেছে : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : মরিশাসের মতো দলকে হারাতে না পারার হতাশা থেকেই এখন ভারতীয় দল প্রবল সমালোচনার মুখে। খুশি নন নয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজও। তবু তারই মধ্যে কিছু সদর্থক দিক খুঁজে নিয়ে উন্নতির চেষ্টা করছেন তিনি।

মানোলো অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর দল বেশ খারাপ খেলেছে। ম্যাচের পর টেলিভিশন ক্যামেরা এবং পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলে ফেলেন, 'আমার দলের একঘেয়ে বিরক্তিকর ফুটবল সমর্থকদের ভালো লাগেনি। তবু ছেলেদের মানসিকতার আমি সমালোচনা করতে পারি না। কারণ ওরা নিজেদের একশো শতাংশ দিয়েছে। আমরা মাত্র দুটি ট্রেনিং সেশন পেয়েছি। তবে এটাকে আমি অজুহাত হিসাবে খাড়া করতে চাই না। ওদের চেষ্টা আর গোল না খাওয়াটা আমার কাছে একটা সদর্থক দিক।' তবে উন্নতি যে করতে হবে, সেটা মানছেন তিনি। আগামী ৯ তারিখ ভারত শেষ ম্যাচ খেলবে সিরিয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচের আগে তিনি সঠিক দল বেছে নিতে চেষ্টা করবেন জানালেন। মানোলোর মন্তব্য, 'সেন্টার ব্যাক পজিশন নিয়ে ভাবতে হবে না। রাহুল (ভেকে) ও সানা (চিঙ্গলেসানা সিং) মরিশাসের বিরুদ্ধে খুব ভালো খেলেছে। সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, আনোয়ার আলি, মেহতাব সিংদের মতো ফুটবলাররা সাইডলাইনে অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বাকি জায়গাগুলো মেরামত দরকার।'

মঙ্গলবারের ম্যাচে ভেকে অধিনায়কত্ব করেন। তিনি পরে বলেছেন, 'আমার নিজের এবং পরিবারের কাছে এটা একটা গর্বের মুহূর্ত। তবে অধিনায়কত্ব বাড়তি দায়িত্বও তৈরি করে দিল।' নতুন কোচের অধীনে প্রথম পয়েন্ট পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বল মনে করছেন তিনি। এবার দলকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করতে হবে বলে মনে করেন ভেকে।

আইএসএলে নয়া নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেটের মতো ভারতীয় ফুটবলে দেখা যাবে কনকাশন নিয়ম। খেলা চলাকালীন কোনও ফুটবলার মাথায় চোট পেলে তাঁর পরিবর্তে অন্য ফুটবলার নামাতে পারবে সংশ্লিষ্ট দলটি। সেক্ষেত্রে চলতি নিয়মমাফিক পাঁচটি পরিবর্তন হয়ে গেলেও কনকাশন নিয়মে ফুটবলার বদলের সুযোগ থাকবে।

কলকাতা লিগে হার মহমেডানের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : মেসারার্স বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্থগিত হওয়া ম্যাচটি বুধবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আগেরদিন মহমেডান ৫৮ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

এদিন অবশ্য বাকি দুইটি গোল করে জয় ছিনিয়ে নেয় মেসারার্স। তাদের হয়ে গোল করেন সানু মুর্মু ও ফিরোজ খান। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের বিরুদ্ধে।

স্পিন সামলাতে রক্ষণে জোর দিচ্ছেন শুভমান
-খবর এগারোর পাতায়

তিন ম্যাচের ডব্লিউটিসি ফাইনাল

রোহিতকে সমর্থন লায়োনের

সিডনি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রথম দুই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি। খেতাবি যুদ্ধে প্রথমবার নিউজিল্যান্ড এবং গতবার অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দাপট দেখিয়ে ফাইনাল-ল্যাপে আটকে যাওয়া। শেষবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর তিন ম্যাচের খেতাবি যুদ্ধের দাবি জানান রোহিত শর্মা। এদিন ভারত অধিনায়কের যে দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন নাথান লায়োন।

অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফস্পিনারের মতে, তিন ম্যাচের ফাইনাল হলে ভালো হয়। আর তিনটি ম্যাচই যেন তিনটি পৃথক পৃথক দেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দুই দলের মধ্যে মাঠ, পিচ, পরিস্থিতিজনিত ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাড়তি সুবিধা পাবে না কোনও একটা দল।

গত দুইবারই চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হয়েছে ইংল্যান্ডে। ভারতের বিরুদ্ধে পেস সহায়ক পরিস্থিতির বাড়তি সুবিধা পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। আগামীবারও ইংল্যান্ডে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। যদিও লায়োন চান, এহেন পদক্ষেপ বদল করে খেতাবি যুদ্ধে 'নিরপেক্ষতা' আনা উচিত। লায়োন বলেছেন, 'তিন ম্যাচের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পক্ষে আমি। কারণ, একটা সেশনে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়। কিন্তু তিন ম্যাচের সিরিজ হলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে।'

লায়োন আরও চান ম্যাচগুলি যেন তিনটি পৃথক দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর যুক্তি, 'ফাইনাল-সিরিজের একটা টেস্ট ইংল্যান্ডে হতে পারে। একটা ভারত এবং আরেকটা অস্ট্রেলিয়ায় হতে পারে। সেক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে বিভিন্ন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে। ম্যাচের সূচিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, অগাস্টের মাঝামাঝি মেলবোর্নে টেস্ট করা উচিত নয়।' লায়োনের যুক্তি, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কোনও কয়েক সপ্তাহের টুর্নামেন্ট নয়। গ্রুপ লিগ, সেমিফাইনাল, ফাইনাল- এরকম নয়। বছর দুয়েক পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, ধারাবাহিকতার ফসল ফাইনালের টিকিট প্রাপ্তি। তাই ফাইনালে নিজেদের দক্ষতার প্রতিফলন ঘটানোর যথাযথ সুযোগ যেন প্রতিটি দল পায়, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মিয়াঁদাদের নিশানায় বোর্ড, লজ্জিত আক্রাম

রাওয়ালপিন্ডি, ৪ সেপ্টেম্বর : লাল বলের ফরম্যাটে সাফল্যের স্বাদ ভুলতে বসেছে পাকিস্তান।

বিদেশ সফরে ব্যর্থতা তো রয়েইছে। ঘরের মাঠে একদা 'অপ্রতিরোধ্য' তকমাও ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশের হাতে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কায় ক্ষত আরও গভীরে। নিট ফল চেনা নিয়মেই গেল গেল রব পাক ক্রিকেটমহলে। একযোগে সোচ্চার প্রাক্তনরা।

জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো কিংবদন্তির নিশানায় যেমন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাক দলের দৈন্যদশা নিয়ে বোর্ডকেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। মিয়াঁদাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক স্তরে বারবার রদবদল, অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়েছে দলের খেলায়। সাফল্য পেতে দলের পাশাপাশি ক্রিকেট প্রশাসনেও ধারাবাহিকতা দরকার। কিন্তু গত কয়েক বছরে বোর্ডের শীর্ষপদে বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। নির্বাচক কমিটি থেকে অধিনায়ক-কাটাছেঁড়া হয়েছে। সংশয়ের সেই বাতাবরণের নেতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়েছে দলের মধ্যে।

ওয়াসিম আক্রামও বাস্তবের আয়না তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'বাংলাদেশের কাছে হোয়াইটওয়াশ পাক ক্রিকেটের জন্য বিশাল ধাক্কা। প্রাক্তন প্লেয়ার, অধিনায়ক এবং ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে দলের পারফরমেন্সে আমি লজ্জিত, হতবাক। ভালো জায়গায় থেকে যেভাবে দল হেরেছে, তা মানা যায় না। ঘরের মাঠে নিয়মিত হার বুঝিয়ে দিচ্ছে, পাক ক্রিকেটের মান ঠিক কোথায়।'

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলেও তার প্রতিফলন। বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে পিছনে ফেলে চার নম্বরে উঠে এসেছে। গত দুটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে ১৯টি টেস্ট খেলে মাত্র ১টিতে জিতেছিল টাইগাররা। এবার সেখানে হাফডজন টেস্টের তিনটিতেই জয়। এর মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে হোয়াইটওয়াশের ইতিহাস। টাইগার-গর্জনে পাকিস্তান নামতে নামতে আট নম্বরে। পিছনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শ্রীলঙ্কাও (৭) পাকিস্তানের আগে। তালিকায় শীর্ষ ভারত (৯টি ম্যাচে ৬টিতে জয়, ২টি হার, ৬৮.৫২ শতাংশ জয়)। ঠিক পিছনেই অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০ শতাংশ) ও নিউজিল্যান্ড (৫০ শতাংশ)। চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিল নিয়ে অবশ্য ভাবার অবকাশ নেই। অস্তিত্ব রক্ষাই মূল চ্যালেঞ্জ পাক ব্রিগেডের।

পাক অধিনায়ক শান মাসুদ ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন দেশবাসীর কাছেও। বলেছেন, 'বড় ধাক্কা আমাদের জন্য। পাশাপাশি কৃতিত্ব বাংলাদেশের প্রাপ্য। তবে আমাদের ব্যাটিংয়ে যেভাবে ধস নেমেছে, তা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। দেশবাসীর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখন ব্যর্থতা সরিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। জোর দিতে হবে ভুল শুধরে উন্নতিতে।'

ক্ষমা চাইলে ক্ষত সহজে শুকোবে না, তার আঁচ প্রাক্তনদের কথাতে। ব্যাটারদের দুষে ইনজামাম-উল-হক বলেছেন, 'হোম সিরিজ মানে অ্যাডভান্টেজ। সাফল্যের সুযোগ সবসময় বেশি। অতীতে সেটাই হয়েছে। কিন্তু এর জন্য ব্যাটারদের রান পেতে হবে। যদিও ছবিটা ঠিক উলটো। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে।' ইনজির সুর ইউনিস খানের গলাতেও। তবে প্রাক্তনের বিশ্বাস, ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে ফের সাফল্যের ট্র্যাকে ফিরবেন বাবর আজম, মাসুদরা।

সদ্য প্রাক্তন আহমেদ শেহজাদ অবশ্য অতটা আশাবাদী নন। বরং ঘরের মাঠে যেভাবে গতি এবং সুইংয়ের সামনে অসহায় দেখাচ্ছে পাক ব্যাটিংকে, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় বলে মনে করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই'

শ্রদ্ধেয় গুনেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী
05.09.2024

তুমি শান্তিতে থাকো। তোমার সততা ও উদারতা মুগ্ধ করেছে আমাদের। তোমার প্রয়াণে অভিভাবক-এর সাথে সাথে বন্ধু হারিয়েছি আমরা।

তোমার মেয়ে, জামাই ও নাতি-নাতনিরা
কালিকাদাস রোড বাইলেন, কোচবিহার

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নাগপুর-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাগপুর - এর একজন বাসিন্দা বৈষ্ণব অরুণ গাদেগোনে - কে 17.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83E 77736 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চারণ ঘটিয়েছে, অনুভূতিগুলোকে শব্দে ব্যাখ্যা করা এই মুহূর্তে অনেক কঠিন। এমন একজন ব্যক্তির থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত যিনি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছেন। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।